আকিদা ও সুন্নাহ

মুফতি রেজাউল কারীম আবরার

মুফতি রেজাউল কারীম আবরার

আকিদা ও সুন্নাহ



টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

আকিদা ও সুন্নাহ

মুফতি রেজাউল কারীম আবরার

শায়খুল হাদিস, জামেয়া ইসলামিয়া কুতুবখালি, ঢাকা

মুশরিফ, ইফতা বিভাগ, জামেয়া মাহমুদিয়া যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

কালান্তর প্রকাশনী



প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১৪

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳২৮০, US $15, UK £10

প্রচ্ছদ : ইলিয়াস বিন মাজহার

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ৫ম তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮ ৪৮ ২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-98964-8-7

Aqida o Sunnah
by **Mufti Rezaul Karim Abrar**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.facebook.com/kalantorsyl
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

সূচিপত্র

ভূমিকা # ৭

প্রথম অধ্যায়

আকিদা : আল্লাহর আসমা তথা নামসমূহ # ৯

এক : আকিদার সঠিক পাঠ ৯
দুই : আল্লাহর নাম কি ৯৯টির মধ্যে সীমাবদ্ধ ১০
তিন : আল্লাহর নাম তাওকিফি নাকি কিয়াস করা যাবে ১৬
চার : ৯৯ নাম-সংক্রান্ত হাদিসের তাহকিক ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাওহিদুর রুবুবিয়া # ২৪

তৃতীয় অধ্যায়

২৮টি মৌলিক আকিদা # ২৮

চতুর্থ অধ্যায়

তাফওয়িজ # ৩১

পঞ্চম অধ্যায়

সিফাতের ক্ষেত্রে 'তাবিল' # ৪৯

এক : সাহাবিদের যুগে কি সিফাতের ক্ষেত্রে তাবিল ছিল না ৪৯
দুই : আলবানির ফাতওয়ায় ইমাম বুখারি ও আহমাদ মুসলিম নন ৫৪
তিন : ইমাম বুখারির আরেকটি তাবিল ও আলবানির ফাতওয়া ৫৭
চার : ইবনু হিব্বানও আকিদাভ্রষ্ট ৫৯

পাঁচ : সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর তাবিল ৬০
ছয় : আল্লাহ কোথায় : দাসীর হাদিস এবং একটি পর্যালোচনা ৬২

ষষ্ঠ অধ্যায়

তাবিজ বনাম তামিমা # ৬৮

এক : তাবিজ বনাম তামিমা : একটি পর্যালোচনা ৬৮
দুই : ইমামদের দৃষ্টিতে 'তামিমা'র অর্থ ৭২
তিন : যুগে যুগে ইমামদের মতে কুরআন-হাদিস দ্বারা তাবিজ দেওয়ার বিধান ৭৯
চার : মালিকি মাজহাবের কিতাবাদি থেকে দলিল ৮১
পাঁচ : শাফিয়ি মাজহাবের দলিল ৮৪
ছয় : হাম্বলি মাজহাবের কিতাবাদি থেকে দলিল ৮৭
সাত : সালাফিদের বরণীয় আলিমদের মতামত ৯০

সপ্তম অধ্যায়

তাহারাত ও মাসসে কুরআন # ৯৪

এক : একসঙ্গে কুলুখ ও পানি ব্যবহার : একটি পর্যালোচনা ৯৪
দুই : মাসসে কুরআন ৯৬

অষ্টম অধ্যায়

নামাজ, আজান-ইকামত এবং কিরাআত খালফাল ইমাম # ১০৭

এক : ইকামতের বাক্যাবলি দুবার করে বলবে ১০৭
দুই : নামাজে কোথায় হাত বাঁধব ১১১
তিন : কিরাআত খালফাল ইমাম ১২১

নবম অধ্যায়

ফাতিহা, আমিন, রাফউল ইয়াদাইন, সিজদা এবং শেষ বৈঠক প্রসঙ্গ # ১২৯

এক : 'লা সালাতা ইল্লা বি ফাতিহাতিল কিতাব'-এর ব্যাখ্যা ১২৯
দুই : আস্তে 'আমিন' বলা ১৩২
তিন : রাফউল ইয়াদাইন ১৩৮
চার : সিজদা ১৫৫
পাঁচ : প্রথম ও শেষ বৈঠক ১৫৯



ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি যে, অনেকদিন পর অধমের নতুন আরেকটি বই আলোর মুখ দেখছে। আলহামদুলিল্লাহি বি ইজ্জাতিহি ওয়া জালালিহি তাতিম্মুস সালিহাত।

উম্মাহর মধ্যে বর্তমানে আকিদা ও সুন্নাহকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা অনেক বেশি। আকিদার নামে সাধারণ মুসলিমদের এমন সূক্ষ্ম আলোচনার দিকে ধাবিত করা হচ্ছে, ক্ষেত্রবিশেষে যেগুলো তাদের জন্য ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আকিদার ক্ষেত্রে ১৪০০ বছরের উম্মাহর মহান ইমামদের আকিদাই হলো প্রকৃত সালাফি আকিদা। কিন্তু আজ 'সালাফি আকিদা' নামে আমাদের এমন আকিদা শেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, সালাফের সঙ্গে যে আকিদার কোনো সম্পর্ক নেই।

আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে সালাফের স্বীকৃত দুটি আকিদা 'তাফওয়িজ' ও 'তাবিল'। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআন-হাদিসের বর্ণনার পাশাপাশি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে সালাফে সালিহিনের মতামতও।

'তানাউয়ে সুন্নাহ' তথা এক বিষয়ে একাধিক সুন্নাহ ইসলামের একটি স্বীকৃত বিষয়। সালাফ এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নামাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ থেকে একাধিক সুন্নাহ প্রমাণিত। বর্তমানে একটি সুন্নাহকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আরেকটিকে জাল প্রচার করে সাধারণ মানুষকে ফিতনার দিকে ধাবিত করা হচ্ছে।

আকিদা ও সুন্নাহ গ্রন্থটি মূলত অধমের কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলিত রূপ। এতে আকিদা ও নামাজের ক্ষেত্রে আমাদের সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি নিয়ে দালিলিক আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থটি আলোর মুখ দেখার পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান আমার বড়ভাই কালান্তর প্রকাশনীর প্রকাশক আবুল কালাম আজাদের। তিনি আন্তরিক ইচ্ছা ও তাগাদার কারণে বিক্ষিপ্ত লেখাগুলো আলোর মুখ দেখতে পেরেছে। আমাকেও কাজে উৎসাহিত

করেছে। আল্লাহ তাঁকে দুনিয়া-আখিরাতে উত্তম বিনিময় দিন। তাঁর ছেলে, আমার ভাগনা মুহাম্মাদ আল ফাতিহকে আল্লাহ পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন। আমিন।

আকিদা ও সুন্নাহ প্রথম খণ্ড আপনাদের সামনে এলো। আশা করি এ সিরিজটি চলমান থাকবে ইনশাআল্লাহ।

যদি কারও নজরে কোনো ভুলত্রুটি ধরা পড়ে, আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

রেজাউল কারীম আবরার
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪



প্রথম অধ্যায়

আকিদা : আল্লাহর আসমা তথা নামসমূহ

এক. আকিদার সঠিক পাঠ

আল্লাহ আমাদের রব। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নামসমূহের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَ ذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

এবং আল্লাহর জন্য রয়েছে উত্তম নামসমূহ। সে নাম ধরেই তাঁকে ডাকো। যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে, তাদের তোমরা ছেড়ে দাও। অতিশীঘ্রই তারা তাদের কৃতকর্মের ফল পাবে। [সুরা আরাফ : ১৮০]

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى﴾

হে নবি, আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ কিংবা রাহমান নামে ডাকো, যে নামেই তাঁকে ডাকো, তাঁর অনেক সুন্দর নাম রয়েছে। [সুরা বনি ইসরাইল : ১১০]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾

তিনি হলেন আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁর জন্য। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সব তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান। [সুরা হাশর : ২৪]

আরেক আয়াতে বলেন,

﴿اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى﴾

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। উত্তম নামসমূহ তাঁর জন্য। [সূরা তাহা : ৮]

কুরআনের চারটি আয়াত আমরা পড়লাম। তিন আয়াতে আল্লাহ নিজেই বলেছেন তাঁর অনেক নাম রয়েছে। নাম কতটি, এ ব্যাপারে কুরআনে নির্ধারিত কোনো সংখ্যা বলা হয়নি। কিন্তু 'আল্লাহ' ছাড়াও তাঁর অসংখ্য নামের বর্ণনা পবিত্র কুরআনেই পাওয়া যায়।

তা ছাড়া হাদিসে আল্লাহ তাআলার ৯৯টি নামের কথা পাওয়া যায়। এ সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো আমরা পেশ করব।

আবু হুরায়ারা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

আল্লাহ তাআলার ৯৯টি নাম রয়েছে। যে এগুলো মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ বেজোড়, তিনি বেজোড় পছন্দ করেন।[১]

এ হাদিসে আমরা জানতে পারলাম, আল্লাহ তাআলার নাম হলো ৯৯টি।

দুই. আল্লাহর নাম কি ৯৯টির মধ্যে সীমাবদ্ধ

এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহর নাম কি ৯৯টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ? এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম বদরুদ্দিন আইনি রাহ. লেখেন,

وقال المهلب فذهب قوم إلى أن ظاهره يقتضي أن لا اسم لله غير ما ذكر إذ لو كان له غيرها لم يكن لتخصيص هذه المدة معنى وقال آخرون يجوز أن يكون له زيادة على ذلك إذ لا يجوز أن تتناهى أسماؤه لأن مدائحه وفواضله غير متناهية وقيل ليس فيه حصر لأسمائه إذ ليس معناه أنه ليس له اسم غيرها بل معناه أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة إذ المراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر

[১] *সহিহ বুখারি* : ৬৪১০; *সহিহ মুসলিম* : ৬৯৮৫।

الأسماء فيها وقيل أسماء الله وإن كانت أكثر منها لكن معاني جميعها محصورة فيها فلذلك حصرها فيها.

মুহাল্লাব বলেন, এ দলের মত হলো, এই ৯৯টি নাম ছাড়া আল্লাহর আর কোনো নাম নেই। থাকলে ৯৯টির মধ্যে সীমাবদ্ধ করার কোনো অর্থ থাকে না।

আবার কারও মতে, বাড়ানো জায়িজ আছে। আল্লাহর নাম সীমাবদ্ধ করা অসম্ভব। কারণ, আল্লাহর প্রশংসা ও মর্যাদার শেষ নেই।

কারও মতে, এই হাদিসে ৯৯-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। আর হাদিসের মর্মও এটি নয় যে, এই ৯৯ নাম ছাড়া আল্লাহর আর কোনো নাম নেই; বরং হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, যে এ নামগুলো মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, এগুলো মুখস্থ করার দ্বারা জান্নাতে যাওয়ার সংবাদ দেওয়া। এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এটি বোঝানো উদ্দেশ্য নয়।

কারও মতে, আল্লাহর নাম যদিও ৯৯টির বেশি; কিন্তু সব নামের মর্ম ৯৯টির মধ্যেই চলে এসেছে। এ জন্য ৯৯-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।[২]

এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু কাসির রাহ. লিখেছেন,

ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال : اللَّهمَّ إنِّي عبدُكَ ابنُ عبدِكَ ابنُ أَمَتِكَ ناصِيَتي بيدِكَ ماضٍ فيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فيَّ قضاؤُكَ أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هو لكَ سمَّيْتَ به نفسَكَ أو أنزَلْتَه في كتابِكَ أو علَّمْتَه أحَدًا مِن خَلْقِكَ أوِ استأثَرْتَ به في عِلمِ الغيبِ عندَكَ أنْ تجعَلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ بصَري وجِلاءَ حُزْني وذَهابَ همِّي إلَّا أذهَبَ اللهُ همَّه وأبدَله مكانَ حُزْنِه فرَحًا. فقيل يا رسول الله : أفلا نتعلمها؟ فقال بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان البستي في صحيحه بمثله. وذكر الفقيه الإمام

[২] *উমদাতুল কারি* : ৩৩/১৬৮।

أبو بكر العربي أحد أئمة المالكية في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم. فالله أعلم.

জেনে রাখা দরকার, আল্লাহ তাআলার নাম ৯৯টির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দলিল হলো, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহ. সনদসহ আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন; রাসুল ﷺ বলেন, 'তোমাদের কেউ চিন্তা কিংবা পেরেশানিতে পড়লে সে যেন এ দুআ করে—"হে আল্লাহ, আমি আপনার বান্দা। আপনার বাঁদির ছেলে। আমার সবকিছু আপনার কুদরতি হাতে। সবকিছু পরিচালিত হয় আপনার নির্দেশে। আপনার সিদ্ধান্তে আমি সন্তুষ্ট। আমি প্রত্যেক ওই নাম দিয়ে আপনার কাছে চাচ্ছি, যে নাম আপনি নিজে উল্লেখ করেছেন। অথবা কিতাবে উল্লেখ করেছেন। অথবা কোনো সৃষ্টিকে জানিয়েছেন। অথবা অদৃশ্য জ্ঞানে আপনার কাছে রেখেছেন। কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত, চোখের জ্যোতি, চিন্তা ও পেরেশানি দূর করার ওষুধ বানিয়ে দিন।" এ দুআ করলে আল্লাহ চিন্তা-পেরেশানি দূর করে সেগুলোকে আনন্দে রূপান্তরিত করে দেবেন।'

বলা হলো, 'আল্লাহর রাসুল, আমরা কি এটি শিখব?' তিনি বললেন, 'যারাই শুনবে, তারাই এটি শিখবে।'

ইমাম ইবনু হিব্বান রাহ. *সহিহ ইবনু হিব্বানে* হাদিসটি তাখরিজ করেছেন। মালিকি মাজহাবের ইমাম ইবনুল আরাবি রাহ. বলেন, কেউ কেউ কুরআন-সুন্নাহ থেকে আল্লাহর হাজারের বেশি নাম একত্রিত করেছেন।[৩]

ইবনু কাসিরের উল্লিখিত হাদিসে আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে এই দুআও করা হয়েছে যে, কিছু নাম আল্লাহর ইলমে রয়েছে। এর থেকে সহজেই প্রতিভাত হয়, আসলে ৯৯-এ আল্লাহর নাম সীমাবদ্ধ নয়।

ইমাম বায়হাকি রাহ. আল্লাহর ৯৯টি নাম-সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনার পর একটি পরিচ্ছেদ প্রতিষ্ঠা করেছেন এ নামে : باب بيان أن لله جل ثناؤه أسماء أخرى অর্থাৎ, ৯৯টি নাম ছাড়াও আল্লাহর অন্যান্য নাম-সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। এরপর তিনি বলেন,

وليس في قول النبي ﷺ لله تسعة وتسعون اسما نفي غيرها وإنما وقع التخصيص بذكرها لأنها أشهر الأسماء وأبينها معاني وفيها ورد الخبر أن من أحصاها دخل الجنة.

[৩] *তাফসিরু ইবনি কাসির* : ৮/১৯১।

যে হাদিসে রাসুল ﷺ বলেছেন আল্লাহর ৯৯টি নাম রয়েছে, সে হাদিস দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, আর কোনো নাম নেই। এখানে বিশেষভাবে ৯৯টি নাম উল্লেখের কারণ হলো, এগুলো প্রসিদ্ধ নাম এবং অর্থের দিক থেকে সুস্পষ্ট। এগুলোর ক্ষেত্রে হাদিসে এসেছে—এসব নাম যে মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৪]

এরপর আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-এর হাদিস বর্ণনা করে বায়হাকি বলেন,

في هذا الحديث دلالة على صحة ما وقعت عليه ترجمة هذا الباب.

অর্থাৎ, পরিচ্ছেদের নামকরণ বিশুদ্ধ হওয়ার দিকে এ হাদিস ইঙ্গিত করছে।[৫]

আল্লাহর নাম যে ৯৯-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর পক্ষে ইমাম বায়হাকি আরেকটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। আয়েশা সিদ্দিকা রা. বর্ণনা করেন,

أنها قالت : يا رسول الله علمني اسم الله الذي إذا دعي به أجاب قال لها ﷺ قومي فتوضئي وادخلي المسجد فصلي ركعتين، ثم ادعي حتى أسمع ففعلت، فلما جلست للدعاء قال النبي ﷺ اللّٰهُمَّ وفقها فقالت : اللّٰهُمَّ إني أسألك بجميع أسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وأسألك باسمك العظيم الأعظم، الكبير الأكبر، والذي من دعاك به أجبته، ومن سألك به أعطيته قال : يقول النبي ﷺ أصبته أصبته.

তিনি রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমাকে আল্লাহর এমন নাম শিখিয়ে দিন, যে নাম দিয়ে দুআ করলে তিনি কবুল করবেন।' রাসুল ﷺ বললেন, 'তুমি অজু করে মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করো, যাতে আমি শুনতে পাই।'

আয়েশা যখন নামাজ পড়ে দুআর জন্য বসলেন, রাসুল ﷺ বললেন, 'আল্লাহ, তাঁকে তাওফিক দাও।' আয়েশা বললেন, 'আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সকল আসমাউল হুসনা তথা সুন্দরতম নাম দিয়ে চাচ্ছি—চাই সে নাম আপনি আমাদের জানান অথবা না জানান। আমি আপনার কাছে সুমহান ও সর্বোচ্চ নাম দিয়ে চাচ্ছি, যে নাম ধরে দুআ করলে কবুল

[৪] *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত* : ১/১১।

[৫] প্রাগুক্ত : ১/১৩।

করেন। চাইলে আপনি দান করেন।' দুআ শুনে রাসুল ﷺ বললেন, 'তুমি সঠিক দুআ করেছ।'[৬]

আল্লাহর নামের কথা বলতে যেয়ে আয়েশা রা. একটি শর্ত যুক্ত করেছেন আর সেটি হলো, কিছু নাম এমন আছে, যেগুলো আমাদের জানানো হয়নি। দুআ শুনে রাসুল ﷺ-ও বললেন, 'তুমি সঠিক দুআ করেছ'। এর থেকে সহজেই অনুমেয়, আল্লাহর নাম ৯৯-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

আল্লাহর নাম ৯৯-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ কি না, এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. দুটি মত উল্লেখ করেছেন। কারও মতে সীমাবদ্ধ হলেও অধিকাংশ ইমামের মতে এ সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইবনু হাজার রাহ. বলেন,

وقد اختلف في هذا العدد هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذه العدة أو انها أكثر من ذلك ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة فذهب الجمهور إلى الثاني ونقل النووي اتفاق العلماء عليه فقال ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى وليس معناه انه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين وانما مقصود الحديث ان هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة فالمراد الاخبار عن دخول الجنة باحصائها لا الاخبار بحصر الأسماء ويؤيده قوله ﷺ في حديث بن مسعود الذي أخرجه احمد وصححه بن حبان.

নামের সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। নাম এই সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি এর চেয়ে বেশি? অধিকাংশ ইমামের মত হলো, ৯৯-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইমাম নববি রাহ. এ ব্যাপারে ইমামদের ঐকমত্য নকল করেছেন। তিনি বলেন, 'এই হাদিসে আল্লাহর নাম ৯৯-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। এর অর্থ এটি নয় যে, ৯৯ নাম ছাড়া আল্লাহর আর কোনো নাম নেই; বরং হাদিসের উদ্দেশ্য হলো, যারা এগুলো মুখস্থ করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।' এ ছাড়া হাদিসটির উদ্দেশ্য হলো এ কথা জানানো যে, এগুলো মুখস্থ করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে; ৯৯-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। এরপর তিনি এর পক্ষে পূর্বোল্লিখিত ইবনু মাসউদ ও আয়েশার বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।[৭]

---

[৬] প্রাগুক্ত : ১/১৪।

[৭] *ফাতহুল বারি* : ১১/২২০।

আরেকটি বিষয় হলো, রাসুল ﷺ হাদিসে বলেছেন, 'মান আহসা-হা দাখালাল জান্নাহ'। এর শাব্দিক অর্থ হবে এমন—অর্থাৎ, যে মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এখানে 'ইহসা' দ্বারা কী উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে ইবনু হাজার রাহ. বলেন,

وقال بن بطال الإحصاء يقع بالقول ويقع بالعمل فالذي بالعمل أن لله أسماء يختص بها كالأحد والمتعال والقدير ونحوها فيجب الإقرار بها والخضوع عندها وله أسماء يستحب الاقتداء بها في معانيها كالرحيم والكريم والعفو ونحوها فيستحب للعبد ان يتحلى بمعانيها ليؤدي حق العمل بها فبهذا يحصل الإحصاء العملي وأما الإحصاء القولي فيحصل بجمعها وحفظها والسؤال بها ولو شارك المؤمن غيره في العد والحفظ فان المؤمن يمتاز عنه بالإيمان والعمل به.

ইবনু বাত্তাল রাহ. বলেন, হাদিসে বর্ণিত 'ইহসা' কথা ও কর্ম উভয়ভাবে হয়। আমল তথা কর্মগতভাবে 'ইহসা' করার অর্থ হলো, আল্লাহর কিছু নাম এমন রয়েছে, যেগুলো তাঁর জন্য নির্ধারিত। যেমন : আহাদ, মুতাআল, কাদির ইত্যাদি। এগুলো স্বীকার করা ওয়াজিব, তাঁর সামনে নিজেকে নত করা আবশ্যক। আল্লাহর কিছু নাম এমন রয়েছে, অর্থগত দিক থেকে যেগুলোর অনুসরণ করার প্রয়োজন পড়ে। যেমন : রাহমান, রাহিম, আফওউ ইত্যাদি। তাই বান্দার জন্য আবশ্যক হলো, এগুলোর অর্থে নিজেকে সুসজ্জিত করা, যাতে আমলের হক আদায় হয়। এটাকে বলে কর্মের মাধ্যমে মুখস্থ করা।

আর কথার মাধ্যমে 'ইহসা'-এর অর্থ হলো, নামগুলো জমা করা, মুখস্থ করা এবং সেগুলোর মাধ্যমে চাওয়া। গণনা ও মুখস্থের ক্ষেত্রে মুমিন যদি অন্যকে শরিক করে, তাহলে ইমান ও আমলের মাধ্যমে তাঁর থেকে পৃথক হয়।[৮]

আগের আলোচনা থেকে আমরা জানলাম, আল্লাহর ৯৯টি নাম রয়েছে। মুহাদ্দিসদের বক্তব্য থেকেও এটা স্পষ্ট হয়েছে, আল্লাহর নাম ৯৯-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং বিশেষ ফজিলত বা মর্যাদার কারণে এটি বলা হয়েছে।

[৮] প্রাগুক্ত : ১৩/৩৭৮।



তিন. আল্লাহর নাম তাওকিফি নাকি কিয়াস করা যাবে

এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো, আল্লাহর নাম কুরআন-সুন্নাহ কিংবা উম্মাহর ইজমা তথা ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। কিয়াস করে যুক্তি দিয়ে কোনো নাম সাব্যস্ত করা যাবে না। এ ব্যাপারে ইমাম আবু মানসুর বাগদাদি রাহ. বলেন,

> إنَّ مأخَذَ أسماءِ اللهِ تعالى التوقيفُ عليها؛ إمَّا بالقُرآنِ، وإمَّا بالسُّنَّةِ الصَّحيحةِ، وإمَّا بإجماعِ الأمَّةِ عليه، ولا يجوزُ إطلاقُ اسمٍ عليه من طريقِ القياسِ.
>
> আল্লাহ তাআলার নামের ব্যাপারে মূল কথা হলো তাওকিফ। অর্থাৎ, নাম হয়তো কুরআন অথবা বিশুদ্ধ সুন্নাহ অথবা উম্মাহর ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত হবে। কিয়াস বা যুক্তি দিয়ে কোনো নাম সাব্যস্ত করা জায়িজ নেই।[১]

এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম বাগাবি রাহ. বলেন,

> وجملته: أن أسماء الله تعالى على التوقيف، فإنه يسمى جوادا ولا يسمى سخيا، وإن كان في معنى الجواد، ويسمى رحيما ولا يسمى رفيقا، ويسمى عالما ولا يسمى عاقلا وقال تعالى ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ وقال عز من قائل ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ ولا يقال في الدعاء: يا مخادع، يا مكار، بل يدعى بأسمائه التي ورد بها التوقيف على وجه التعظيم، فيقال: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا عزيز، يا كريم ونحو ذلك.
>
> এ ব্যাপারে মূল কথা হলো, আল্লাহ তাআলার নাম তাওকিফি। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহকে 'জাওয়াদ' (দানশীল) নামে নামকরণ করা যাবে। এর আরেকটি রূপক শব্দ আছে 'সাখি'। তবে 'সাখি' নামে নামরকণ করা যাবে না। 'রাহিম' নামে নামরকণ যাবে। একই অর্থের আরেক শব্দ 'রাফিক' নামে নামকরণ করা যাবে না। তাঁকে 'আলিম' নামে নামকরণ করা যাবে, তবে 'আকিল' নামে নামকরণ করা যাবে না।
>
> কুরআনে আল্লাহ বলেন, 'তারা আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে। বস্তুত

[১] *আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক ওয়া বায়ানিল ফিরকাতিন নাজিয়া* : ১/৩৩৬।

তিনি তাদের ধোঁকায় ফেলেন।' [সুরা নিসা : ১৪২] আরেক আয়াতে বলেন, 'তারা কূটকৌশল করেছিল, আল্লাহও কৌশল করেছিলেন।' [সুরা আলে ইমরান : ৫৪] এ আয়াতগুলোর আলোকে 'ইয়া মুখাদি' বা 'ইয়া মাক্কার' বলে দুআ করা যাবে না। বরং কুরআন-সুন্নাহতে সম্মান হিসেবে যে নামগুলো এসেছে, সেগুলো দিয়ে দুআ করতে হবে। বলা হবে, ইয়া আল্লাহ, ইয়া রাহমান, ইয়া রাহিম, ইয়া আজিজ, ইয়া কারিম ইত্যাদি।[১০]

হাফিজ জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহ. বলেন,

اعلم ان أسماء الله تعالى توقيفية بمعنى انه لا يجوز ان يطلق اسم ما لم يأذن له الشرع وإنكان الشرع قد ورد بإطلاق ما يرادفه واليه ذهب الأشعري وقالت المعتزلة والقاضي أبو بكر الباقلاني ان ذلك جائز بطريق العقل.

আল্লাহ তাআলার নামের ক্ষেত্রে শরিয়তের মূলনীতি হলো তাওকিফ। শরিয়ার অনুমোদন ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে কোনো নাম ব্যবহার করা জায়িজ নেই। যদিও যে নাম ব্যবহার করতে চাওয়া হচ্ছে, সে নামের প্রতিশব্দ পাওয়া পায়। এটি হলো আশআরিদের মত। তবে মুতাজিলা ও কাজি আবু বকর বাকিল্লানির মতে, আকল বা যুক্তি দিয়ে আল্লাহর নাম সাব্যস্ত করা জায়িজ আছে।[১১]

এখানে আরেকটি বিষয় হলো, আল্লাহর নামের অনুবাদ করা আর যুক্তি দিয়ে নাম সাব্যস্ত করা এক নয়। আমরা আল্লাহকে 'ক্ষমাশীল', 'দয়ালু' বলি। এগুলো আল্লাহর একেকটি নামের অনুবাদ। আর আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো, যেকোনো ভাষায় কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত নাম দিয়ে আল্লাহকে ডাকা যাবে।

চার. ৯৯ নাম-সংক্রান্ত হাদিসের তাহকিক

আমরা আগে আলোচনা করেছি, আল্লাহ তাআলার ৯৯টি নাম রয়েছে। এটাও আলোচনা হয়েছে যে, ৯৯টি নাম হলো তাওফিকি। তাতে কিয়াস করার সুযোগ নেই। এবার আমরা ৯৯টি নাম-সংক্রান্ত হাদিস নিয়ে পর্যালোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

---

[১০] *তাফসিরুল বাগাবি* : ৩/৩০৭।

[১১] *শারহু সুনান ইবনি মাজাহ* : ১/২৭৫।

إِنَّ لِلّٰهِ تَعالى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، إِلاَّ وَاحِداً، مَنْ أَحْصَاها دَخَلَ الجَنَّةَ، إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرِ، هُوَ اللهُ الَّذي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ، الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، المَلِكُ، القُدُّوسُ، السَّلامُ، المُؤْمِنُ، المُهَيْمِنُ، العَزِيزُ، الجَبَّارُ، المُتَكَبِّرُ، الخالِقُ، البارِئُ، المُصَوِّرُ، الغَفَّارُ، القَهَّارُ، الوَهَّابُ، الرَّزَّاقُ، الفَتَّاحُ، العَلِيمُ، الباسِطُ، الخَافِضُ، الرَّافِعُ، المُعِزُّ، المُذِلُّ، السَّمِيعُ، البَصِيرُ، الحَكَمُ، العَدْلُ، اللَّطِيفُ، الخَبِيرُ، الحَلِيمُ، العَظِيمُ، الغَفُورُ، الشَّكُورُ، العَلِيُّ، الكَبِيرُ، المُغِيثُ، الحَسِيبُ، الجَلِيلُ، الكَرِيمُ، الرَّقِيبُ، المُجِيبُ، الوَاسِعُ، الحَكِيمُ، الوَدُودُ، المَجِيدُ، الباعِثُ، الشَّهِيدُ، الحَقُّ، الوَكِيلُ، القَوِيُّ، المَتِينُ، الوَلِيُّ، الحَمِيدُ، المُحْصِي، المُبْدِئُ، المُعِيدُ، المُحْيِي، المُمِيتُ، الحَيُّ، القَيُّومُ، الوَاجِدُ، المَاجِدُ، الوَاحِدُ، الصَّمَدُ، القادِرُ، المُقْتَدِرُ، المُقَدِّمُ، المُؤَخِّرُ، الأَوَّلُ، الآخِرُ، الظَّاهِرُ، البَاطِنُ، الوَالِي، المُتَعالِ، البَرُّ، التَّوَّابُ، المُنْتَقِمُ، العَفُوُّ، الرَّؤُوف، مالِكُ المُلْكِ، ذُو الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، المُقْسِطُ، الجامِعُ، الغَنِيُّ، المُغْنِي، المَانِعُ، الضَّار، النَّافِعُ، النُّورُ، الهَادِي، البَدِيعُ، الباقِي، الوَارِثُ، الرَشِيدُ، الصَّبُورُ.

আল্লাহ তাআলার ৯৯টি নাম রয়েছে। যে এগুলো মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তাআলা বেজোড়। তিনি বেজোড় পছন্দ করেন। নামগুলো হলো :

ক্র.	নাম	অর্থ
১	আল্লাহ	আল্লাহ
২	আর-রাহমানু	পরম দয়ালু, করুণাময়
৩	আর-রাহিমু	অতিশয় মেহেরবান
৪	আল-মালিকু	সর্ব কর্তৃত্বময়
৫	আল-কুদ্দুসু	নিষ্কলুষ, অতি পবিত্র
৬	আস-সালামু	নিরাপত্তা-দানকারী, শান্তিদাতা
৭	আল-মুমিনু	নিরাপত্তা ও ইমান দানকারী

৮	আল-মুহাইমিনু	পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণকারী
৯	আল-আজিজু	পরাক্রমশালী, অপরাজেয়
১০	আল-জাব্বারু	দুর্নিবার
১১	আল-মুতাকাব্বিরু	নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী
১২	আল-খালিকু	সৃষ্টিকর্তা
১৩	আল-বারিউ	সঠিকভাবে সৃষ্টিকারী
১৪	আল-মুসাওয়িরু	আকৃতিদাতা
১৫	আল-গাফফারু	পরম ক্ষমাশীল
১৬	আল-কাহহারু	কঠোর
১৭	আল-ওয়াহহাবু	সবকিছু দানকারী
১৮	আর-রাজ্জাকু	রিজিকদাতা
১৯	আল-ফাত্তাহু	বিজয় দানকারী
২০	আল-আলিমু	সর্বজ্ঞ
২১	আল-কাবিজু	নিয়ন্ত্রণকারী, সরল পথ প্রদর্শনকারী
২২	আল-বাসিতু	প্রশস্তকারী
২৩	আল-খাফিজু	অবনতকারী (কাফির ও মুশরিকদের)
২৪	আর-রাফিউ	উন্নতকারী
২৫	আল-মুয়িজ্জু	সম্মান দানকারী
২৬	আল-মুজিল্লু	(অবিশ্বাসীদের) বেইজ্জতকারী
২৭	আস-সামিউ	সর্বশ্রোতা
২৮	আল-বাসিরু	সর্ববিষয় দর্শনকারী
২৯	আল-হাকামু	অটল বিচারক
৩০	আল-আদলু	পরিপূর্ণ ন্যায়বিচারক
৩১	আল-লাতিফু	সকল গোপন বিষয়ে অবগত
৩২	আল-খাবিরু	সকল ব্যাপারে জ্ঞাত
৩৩	আল-হালিমু	অত্যন্ত ধৈর্যশীল
৩৪	আল-আজিমু	সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল
৩৫	আল-গাফুরু	পরম ক্ষমাশীল
৩৬	আশ-শাকুরু	গুণগ্রাহী
৩৭	আল-আলিয়্যু	উচ্চ মর্যাদাশীল

৩৮	আল-কাবিরু	সুমহান
৩৯	আল-হাফিজু	সংরক্ষণকারী
৪০	আল-মুকিতু	সকলের জীবনোপকরণ দানকারী
৪১	আল-হাসিবু	হিসাব গ্রহণকারী
৪২	আল-জালিলু	পরম মর্যাদার অধিকারী
৪৩	আল-কারিমু	সুমহান দাতা
৪৪	আর-রাকিবু	তত্ত্বাবধায়ক
৪৫	আল-মুজিবু	জবাব দানকারী, কবুলকারী
৪৬	আল-ওয়াসিউ	সর্বব্যাপী, সর্বত্র বিরাজমান
৪৭	আল-হাকিমু	পরম প্রজ্ঞাময়
৪৮	আল-ওয়াদুদু	(বান্দাদের প্রতি) সদয়
৪৯	আল-মাজিদু	সকল মর্যাদার অধিকারী
৫০	আল-বায়িসু	পুনরুজ্জীবিতকারী
৫১	আশ-শাহিদু	সর্বজ্ঞ-সাক্ষী
৫২	আল-হাক্কু	পরম সত্য
৫৩	আল-ওয়াকিলু	পরম নির্ভরযোগ্য কর্ম-সম্পাদনকারী
৫৪	আল-কাওয়িউ	পরম শক্তির অধিকারী
৫৫	আল-মাতিনু	সুদৃঢ়
৫৬	আল-ওয়ালিয়ু	অভিভাবক ও সাহায্যকারী
৫৭	আল-হামিদু	সকল প্রশংসার অধিকারী
৫৮	আল-মুহসি	সকল সৃষ্টির ব্যাপারে অবগত
৫৯	আল-মুবদিউ	প্রথমবার সৃষ্টিকর্তা
৫০	আল-মুয়িদু	পুনরায় সৃষ্টিকর্তা
৬১	আল-মুহয়ি	জীবন দানকারী
৬২	আল-মুমিতু	মৃত্যু দানকারী
৬৩	আল-হাইয়্যু	চিরঞ্জীব
৬৪	আল-কাইউমু	সমস্ত কিছুর ধারক ও সংরক্ষণকারী
৬৫	আল-ওয়াজিদু	অফুরন্ত ভান্ডারের অধিকারী
৬৬	আল-মাজিদু	শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী
৬৭	আল-ওয়াহিদু	এক ও অদ্বিতীয়

৬৮	আস-সামাদু	অমুখাপেক্ষী
৬৯	আল-কাদিরু	সর্বশক্তিমান
৭০	আল-মুকতাদিরু	নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তের অধিকারী
৭১	আল-মুকাদ্দিমু	অগ্রসারক
৭২	আল-মুআখখিরু	অবকাশ দানকারী
৭৩	আল-আউয়ালু	অনাদি
৭৪	আল-আখিরু	অনন্ত, সর্বশেষ
৭৫	আজ-জাহিরু	সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত
৭৬	আল-বাতিনু	দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য
৭৭	আল-ওয়ালি	সবকিছুর অভিভাবক
৭৮	আল-মুতাআলি	সৃষ্টির গুণাবলির উর্ধ্বে
৭৯	আল-বার্	পরম উপকারী, অনুগ্রহশীল
৮০	আত-তাওয়াবু	তাওবার তাওফিক দান ও কবুলকারী
৮১	আল-মুনতাকিমু	প্রতিশোধ গ্রহণকারী
৮২	আল-আফুউ	পরম উদার
৮৩	আর-রাউফু	পরম স্নেহশীল
৮৪	মালিকুল-মুলক	সমগ্র জগতের বাদশাহ
৮৫	জুল-জালালি ওয়াল ইকরাম	মহিমান্বিত ও দয়াবান সত্তা
৮৬	আল-মুকসিতু	হকদারের হক আদায়কারী
৮৭	আল-জামিউ	একত্রকারী, সমবেতকারী
৮৮	আল-গানিউ	অমুখাপেক্ষী, ধনী
৮৯	আল-মুগনি	পরম অভাব মোচনকারী
৯০	আল-মানি	অকল্যাণরোধক
৯১	আজ-জার	ক্ষতিসাধনকারী
৯২	আন-নাফি	কল্যাণকারী
৯৩	আন-নুর	পরম আলো
৯৪	আল-হাদি	পথপ্রদর্শক
৯৫	আল-বাদি	অতুলনীয়
৯৬	আল-বাকি	চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর
৯৭	আল-ওয়ারিসু	উত্তরাধিকারী



৯৮	আর-রাশিদু	সঠিক পথপ্রদর্শক
৯৯	আস-সাবুরু	অত্যধিক ধৈর্যধারণকারী[১২]

এ হাদিস বর্ণনা করে ইমাম তিরমিজি রাহ. বলেন,

هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث .

وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث.

وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي ﷺ وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح.

হাদিসটি গারিব। সাফওয়ান ইবনু সালিহ থেকে ইবরাহিম ছাড়াও কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন। আর সাফওয়ান ইবনু সালিহ তাঁর উসতাজ থেকে এটি একাকী বর্ণনা করেছেন। তিনি মুহাদ্দিসদের কাছে সিকাহ।

এ হাদিস আরও অনেক সনদে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে যত হাদিসে আল্লাহর পবিত্র নামসমূহ বর্ণিত হয়েছে, এ হাদিস ছাড়া অধিকাংশ বর্ণনার সহিহ সনদ নেই।

আদম ইবনু আবু ইয়াস আবু হুরায়রা রা.-এর সনদ ছাড়াও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, যাতে আল্লাহর পবিত্র নামসমূহ বর্ণিত হয়েছে। তবে সেই বর্ণনার সনদ বিশুদ্ধ নয়।

এ হাদিসের ব্যাপারে মূল কথা হলো, ৯৯টি নামসহ সনদের দিক থেকে হাদিসটি বিশুদ্ধ নয়। সম্ভবত এই ৯৯টি নাম কোনো বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে ইদরাজ তথা সংযোজন করা। ইমাম ইবনু কাসির রাহ. এ হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন,

والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد

[১২] *সুনানুত তিরমিজি* : ৩৫০৭।

الصنعاني، عن زهير بن محمد: أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي: أنهم جمعوها من القرآن كما رود عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي، والله أعلم.

হাফিজুল হাদিসদের মতে নামগুলো মূলত কারও পক্ষ থেকে সংযোজন। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম ও আবদুল মালিক ইবনু মুহাম্মাদ আস-সানআনির পক্ষ থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন জুহায়ের ইবনু মুহাম্মাদ থেকে, তিনি অনেক আলিম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা নামগুলো কুরআন থেকে একত্রিত করেছেন। এ ধরনের কথা জাফর ইবনু মুহাম্মাদ, সুফিয়ান ইবনু উওয়াইনা এবং আবু জায়েদ লুগাবি থেকেও বর্ণিত হয়েছে।[১৩]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. বলেন,

أن التسعة والتسعين إسما لم يرد فى تعيينها حديث صحيح عن النبى وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذى الذى رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن ابى حمزة وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث.

আল্লাহ তাআলার ৯৯ নাম নির্ধারণের ব্যাপারে বিশুদ্ধ কোনো হাদিস বর্ণিত হয়নি। এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ বর্ণনা হলো ইমাম তিরমিজি রাহ.-এর বর্ণনা, যা তিনি ওয়ালিদ ইবনু মুসলিমের সূত্রে শুআইব ইবনু আবি হামজা থেকে বর্ণনা করেছেন। হাফিজুল হাদিসদের মত হলো, নামের অতিরিক্ত অংশটি ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম তাঁর হাদিস-বিশেষজ্ঞ শায়খদের থেকে একত্রিত করেছেন।[১৪]

এ জন্য আল্লাহ তাআলার এই ৯৯টি নাম মুখস্থ করতে আপত্তি নেই। তবে এটাও মাথায় রাখতে হবে যে, নামগুলো বিশুদ্ধ হলেও তা মূলত বর্ণনাকারীর ইদরাজ তথা তিনি সংযুক্ত করেছেন।



[১৩] *তাফসিরু ইবনি কাসির* : ৩/৫১৫।

[১৪] *মাজমুউল ফতাওয়া* : ২২/৪৮২।



দ্বিতীয় অধ্যায়

তাওহিদুর রুবুবিয়া

ইমাম আবু হানিফা থেকে ইমাম তাহাবি রাহ. পর্যন্ত কেউই আলাদাভাবে তাওহিদের প্রকারভেদ করেননি। আবু হানিফা রাহ. *আল-ফিকহুল আবসাতে* তাওহিদুর রুবুবিয়া ও উলুহিয়াকে একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তাহাবিও তাওহিদের ব্যাপারে সামগ্রিক আলোচনা করেছেন, যা আল্লাহর জাত, আসমা, সিফাত, রুবুবিয়া ও উলুহিয়া সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে।

রুবুবিয়া বলতে বোঝানো হয় সৃষ্টিকর্তা, জীবন, রিজিক ও মৃত্যুদানকারী হিসেবে আল্লাহকে স্বীকার করা। 'তাওহিদুর রুবুবিয়া' বলতে সাধারণত এটাকেই বোঝায়। আর 'তাওহিদুল উলুহিয়া' বলতে সাধারণত এটাই বোঝায় যে, পৃথিবীতে ইবাদতের একমাত্র মালিক আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করা যাবে না।

মানুষের সহজার্থে বা অনুধাবনের জন্য তাওহিদকে এভাবে ভাগ করা যেতে পারে। যদিও বর্তমানে এটা নিয়ে চরম বাড়াবাড়ি দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ মনে করেন, মূল হলো তাওহিদুল উলুহিয়া। এটাতে গুরুত্ব দিতে গিয়ে তারা বলেন, তাওহিদুর রুবুবিয়া তো মক্কার কাফিররাও স্বীকার করত!

ইবনু তাইমিয়া রাহ. লেখেন,

> وأما توحيد الربوبية مجردا فقد كان المشركون يقرون بأن الله وحده خالق السموات والأرض كما أخبر الله بذلك عنهم فيغير موضع من القرآن قال تعالى : ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ﴾
>
> শুধু 'তাওহিদুর রুবুবিয়া', এটা মক্কার কাফিররাও স্বীকার করত যে, আল্লাহ তাআলা আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের একাধিক জায়গায় বলেছেন। আল্লাহ বলেন, যদি

আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা বলবে, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।[১৫]

কুরআন-সুন্নাহ সামগ্রিকভাবে পড়লে দেখতে পারবেন, জায়গায় জায়গায় আল্লাহর রুবুবিয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তা ছাড়া কুরআনের অনেক আয়াত থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, মক্কার কাফিররা আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করত না; বরং রুবুবিয়াতের দিক থেকেও তারা শিরক করত।

কুরআনের সব আয়াতে সার্বিকভাবে খেয়াল করলে এটা পরিষ্কার হয় যে, অনেক কাফির রুবুবিয়াতের আংশিক স্বীকৃতি দিলেও সেটা কখনো তাওহিদ ছিল না। তারা মূলত সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করত; কিন্তু সেটা কখনো তাওহিদ ছিল না। কারণ, রুবুবিয়াতের মূল কথা হলো সৃষ্টির সবকিছুর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর, এটা কাফিররা অস্বীকার করত। তারা অসংখ্য সৃষ্টিকর্তা, অসংখ্য রিজিকদাতা এবং অসংখ্য পালনকর্তায় বিশ্বাসী ছিল। এ ব্যাপারে কিছু আয়াত উল্লেখ করা হলো :

প্রথম আয়াত

﴿وَ لَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَ النَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا﴾

তিনি তোমাদের এ নির্দেশ দেননি যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবিদের রব হিসেবে গ্রহণ করবে। [সুরা আলে ইমরান : ৮০]

এখানে আল্লাহ তাআলা নবি ও ফেরেশতাদের রব হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয়, মুশরিকরা অনেক রবের ধারণা লালন করত। আল্লাহ সেটা খণ্ডন করে বলেন, তিনি কখনো তোমাদের একাধিক রব গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন না।

দ্বিতীয় আয়াত

পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾

তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদেরকে পণ্ডিত এবং পুরোহিতদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। [সুরা তাওবা : ৩১]

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তারা রুবুবিয়ার দিক থেকে শিরক করত এবং আল্লাহ ছাড়া বিভিন্ন ধর্মবেত্তাকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

---

[১৫] *মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়া* : ৩/১৭৪।

তৃতীয় আয়াত

ইউসুফ আ. বন্দি থাকাবস্থায় তাঁর সাথিদের বলেছিলেন,

﴿يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

হে কারাগারের সঙ্গীরা, পৃথকভাবে অনেক রব উত্তম নাকি পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? [সুরা ইউসুফ : ৩৯]

ইউসুফ আ.-এর কথা থেকেই বোঝা যায়, রুবুবিয়াতের দিক থেকে তারা শিরক করত এবং তারা একাধিক রবের প্রবক্তা ছিল। এ ছাড়া তিনি তাদের আহ্বান করেছেন আল্লাহর রুবুবিয়াতের দিকে। এর থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, উলুহিয়াত ও রুবুবিয়াত একই।

চতুর্থ আয়াত

মুশরিকদের উদ্দেশ করে আল্লাহ বলেন,

﴿فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

কাজেই তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিয়ো না। [সুরা বাকারা : ২২]

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, কাফিররা তাদের প্রভুদের আল্লাহর রুবুবিয়াতের দিক থেকেও তাঁর সমকক্ষ মনে করত। রুবুবিয়াতকে শুধু আল্লাহর সঙ্গে নির্দিষ্ট মনে করত না। এ জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর সঙ্গে শরিক করতে নিষেধ করেছেন।

পঞ্চম আয়াত

﴿اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ﴾

জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা তাদের ইবাদত করি এ জন্য যে, তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় তাদের মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহ ফায়সালা করে দেবেন। মিথ্যাবাদী কাফিরদের আল্লাহ হিদায়াত দান করেন না। [সুরা জুমার : ৩]

এ আয়াতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, মূর্তিপূজার মাধ্যমে শুধু আল্লাহর উলুহিয়াতের লঙ্ঘন

হয় না; বরং রুবিবিয়্যাতেরও লঙ্ঘন হয়। কাফিররা মনে করত মূর্তি তাদের উপকার করতে পারে। অথচ এটা সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর রুবুবিয়াতের লঙ্ঘন।

ষষ্ঠ আয়াত

হুদ আ. নিজের সম্প্রদায়ের কাছে দাওয়াত নিয়ে গেলে জবাবে তারা বলল,

﴿قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّ مَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَ مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ○ اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَ اشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ﴾

তারা বলল, হে হুদ, আপনি আমাদের কাছে কোনো দলিল নিয়ে আসেননি। আপনার কথা শুনে আমাদের প্রভুদের ছাড়তে পারি না। আমরা আপনার প্রতি ইমান গ্রহণকারী নই। আমরা বলি, আমাদের কোনো প্রভু হয়তো আপনার ওপর মন্দ চাপিয়ে দিয়েছে। হুদ বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, তোমরাও সাক্ষী থাকো যে, তোমরা যে শিরক করছ, আমি তা থেকে মুক্ত। [সুরা হুদ : ৫৩-৫৪]

এ আয়াত থেকে কয়েকটি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়—আদ জাতি শুধু মূর্তি বা দেব-দেবীর পূজা করত, ব্যাপারটা এমন নয়; বরং এদের ব্যাপারে এমন অনেক বিষয় বিশ্বাস করত, যেসব বিষয় আল্লাহর একান্ত নিজের। ফলে তারা দেব-দেবীর পূজা করত। তারা মনে করত, দেব-দেবী তাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে।

বোঝা গেল, আল্লাহর ক্ষেত্রে তাদের রুবুবিয়াতের আকিদা ঠিক না থাকায় উলুহিয়াতের মধ্যে ভেজাল প্রবেশ করেছে। আর রুবুবিয়ার ক্ষেত্রে শিরক করায় তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করেছে।

এ ক্ষেত্রে মূল কথা হলো, তাওহিদ সহজভাবে অনুধাবনের জন্য আপনি তাওহিদের প্রকার করতে পারেন। কিন্তু এ প্রকারভেদকে চূড়ান্ত মনে করে যারা এ প্রকারভেদ মানে না, তাদের জাহমি বলা, বিদআতি বলা যাবে না। আবার তাওহিদুর রুবুবিয়াকে গৌণ করা যাবে না। নবি-রাসুলরা দুনিয়াতে আসার একমাত্র কারণ হলো তাওহিদুল উলুহিয়া প্রতিষ্ঠা করা বলা—বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু নয়।





তৃতীয় অধ্যায়

২৮টি মৌলিক আকিদা

আল্লাহর ব্যাপারে ২৮টি মৌলিক আকিদা

আল্লাহর ব্যাপারে আমাদের আকিদা কী, এ ব্যাপারে ইমাম তাহাবি রাহ. আকিদার ২৮টি দিক তুলে ধরে বলেছেন,

إن الله واحد لا شريك له ولا شي مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام. خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلْقِهِ لَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَتِهِ وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يزال عليها أبديا. ليس بعد خَلَقَ الْخَلْقَ اسْتَفَادَ اسْمَ (الْخَالِقِ) وَلَا بِإِحْدَاثِهِ البرية استفاد اسم (الباري) لَهُ مَعْنَى الرُّبُوبِيَّةِ وَلَا مَرْبُوبَ وَمَعْنَى الْخَالِقِ ولا مخلوق وكما أنه محيي الموتى بعدما أَحْيَا اسْتَحَقَّ هَذَا الِاسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ كَذَلِكَ استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَكُلُّ شيء إليه فَقِيرٌ وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

خلق الخلق بعمله وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ

وَمَشِيئَتُهُ تَنْفُذُ لَا مَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لم يكن يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيَعْصِمُ وَيُعَافِي فَضْلًا وَيُضِلُّ من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيئَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ وهو متعال عن الأضداد والأنداد لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَلَا غالب لأمره آمَنَّا بِذَلِكَ كُلِّهِ وَأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِنْ عنده.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর মতো কিছুই নেই। কোনোকিছু তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি আদিহীন অনাদি। তিনি অন্তহীন চিরন্তন, অর্থাৎ তাঁর আগেও কেউ নেই, কিছু নেই এবং তাঁর পরেও নেই। তাঁর বিনাশ নেই, অর্থাৎ তিনি অক্ষয়, অব্যয় ও অবিনাশী। তাঁর বিলোপ নেই, অর্থাৎ তাঁর ক্ষয় নেই, লয় নেই, পতন নেই। তিনি যা চান, কেবল তা-ই হয়। তিনি ধারণা, কল্পনা ও অনুমানের বাইরে এবং আকল-বুদ্ধির অগম্য, অর্থাৎ তিনি বুদ্ধিগ্রাহ্য নন। তিনি সৃষ্টির সদৃশ নন। তিনি শাশ্বত ও চিরঞ্জীব। তাঁর কোনো মৃত্যু নেই; তিনি চিরস্থায়ী। গোটা সৃষ্টিলোক তিনি দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন। তিনিই সকলকে রিজিক দেন; অথচ তাঁর কোনো কষ্ট হয় না।

তিনি নির্ভয়ে মৃত্যুদাতা, কোনো ধরনের কষ্ট ছাড়াই তিনি সকলকে পুনরুজ্জীবিত করেন। সমগ্র মাখলুক সৃষ্টির আগেই তিনি তাঁর সমস্ত গুণসহ অনাদিকাল থেকেই শাশ্বত সত্তারূপে বিদ্যমান আছেন। অস্তিত্বহীনতা থেকে মাখলুকের অস্তিত্বলাভের কারণে তাঁর গুণে কোনো সংযোজন ঘটেনি। যেভাবে তিনি তাঁর যাবতীয় গুণসহ শাশ্বত ও অনাদি, তেমনিভাবে তিনি সমস্ত গুণসহ অনন্ত ও চিরন্তন।

মাখলুককে সৃষ্টি করার পরেই কেবল তাঁর নাম খালিক বা স্রষ্টা হয়নি (বরং অনাদিকাল থেকেই তিনি এই গুণে গুণান্বিত); তদ্রুপ এই সৃষ্টি পরিকল্পনাকে অস্তিত্ব দেওয়া ও বাস্তবায়নের কারণেই তিনি 'বারি' বা বাস্তবায়নকারী ও বাস্তব রূপদানকারী অভিধা পাননি (বরং আগে থেকেই তিনি এই গুণে গুণান্বিত)।

প্রতিপালন ছাড়াই তিনি যেমন প্রতিপালক গুণে ভূষিত, তেমনি মাখলুক বা সৃষ্টির অবিদ্যমানেও তিনি খালিক বা স্রষ্টা গুণের অধিকারী। তিনি মাখলুককে জীবনদানের পর মৃত্যু দেবেন এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত

করবেন; কিন্তু মৃত্যুর পর পুনরায় জীবনদানের আগে থেকেই তিনি 'মুহয়ি' তথা জীবিতকারী নাম পাওয়ার যোগ্য। ঠিক যেমন মাখলুক সৃষ্টির আগেই তিনি খালিক তথা সৃষ্টিকর্তার গুণের অধিকারী।

এটা এ জন্য যে, আল্লাহ তাআলা সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান এবং গোটা সৃষ্টিলোকের সবকিছু তাঁরই মুখাপেক্ষী। তাঁর কাছে সব বিষয় অতিসহজ। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর অনুরূপ কোনোকিছু নেই এবং তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন।

আল্লাহ তাআলা নিজ জ্ঞানে মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। তিনি মাখলুকাতের তাকদির বা ভাগ্যের ফায়সালা করে রেখেছেন। তিনি সকলের মৃত্যু এবং শেষ পরিণতির সময়ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মাখলুকাত সৃষ্টির আগে তাদের কোনোকিছুই তাঁর কাছে গোপন ছিল না; বরং তারা কে কী করবে, তাদের সৃষ্টির আগেও তিনি তা জানতেন। তিনি সবাইকে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন।

মোটকথা, সবকিছু আল্লাহর পূর্ব-নির্ধারিত তাকদির এবং ইচ্ছা অনুসারে চালিত হয়। আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকর হয়ে থাকে; কিন্তু বান্দার ইচ্ছা কেবল ততটুকুই কার্যকর হয়, আল্লাহ তাদের জন্য যতটুকু ইচ্ছা করেন। সুতরাং তিনি বান্দাদের জন্য যা চান তা-ই হয়; আর যা চান না তা হয় না।

আল্লাহ তাআলা নিজ দয়ায় যাকে চান হিদায়াত দেন, বিপদ থেকে বাঁচান এবং নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করেন। আর তিনি যাকে চান সম্পূর্ণ ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে তাকে পথভ্রষ্ট ও অপমানিত করেন, নানা পরীক্ষায় ফেলেন।

আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার গণ্ডিতেই তাঁর ইনসাফ ও অনুগ্রহের মধ্যে সবাই আবর্তিত হয়। আল্লাহ কারও প্রতিপক্ষ-প্রতিদ্বন্দ্বী এবং শরিক বা সমকক্ষ হওয়ার অনেক ঊর্ধ্বে। তাঁর কোনো ফায়সালা কেউ রদ করতে পারে না। এমনিভাবে কেউ তাঁর কোনো হুকুম মুলতুবিও করতে পারে না। তাঁর কোনো আদেশ পরাভূত বা প্রভাবিত করারও কেউ নেই।

(তাওহিদ-সংক্রান্ত) উপরিউক্ত প্রতিটি বিষয়ের ওপর আমরা দৃঢ় ইমান এনেছি। এখনো আমরা দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করছি যে, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়।[১৬]

---

[১৬] *আকিদাতুত তাহাবি* : ৩-১৫।



চতুর্থ অধ্যায়

তাফওয়িজ

সিফাতের ক্ষেত্রে 'তাফওয়িজ'-এর পারিভাষিক অর্থে মোটামুটি তিনটি বিষয় সামনে আসে। তিনটি বিষয়ের সমন্বিত রূপকে 'তাফওয়িজ' বলে :

১. শরিয়তে সিফাত হিসেবে যা বর্ণিত হয়েছে, সব বিশ্বাস করা।

২. যে সিফাতের অর্থে সাদৃশ্যের সন্দেহ রয়েছে, সেগুলোর অর্থ না করে আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে দেওয়া। তবে যে সিফাতে সাদৃশ্যের কোনো আশঙ্কা নেই, সেগুলোর পূর্ণরূপে অর্থ সাব্যস্ত করা। এ ধরনের সিফাতের অর্থ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যে সিফাতের অর্থ সাব্যস্ত করলে শরীর, সাদৃশ্য বা অপূর্ণতার দিক চলে আসে, আমরা সেগুলো সাব্যস্ত করব না; বরং আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করে দেবো।

   উদাহরণস্বরূপ 'ইয়াদ'-এর কথা বলতে পারি। 'ইয়াদ'-এর শাব্দিক অর্থ হলো হাত। হাত মানুষের শরীরের একটি অঙ্গ। এখন যদি হাতের সম্বোধন আল্লাহর দিকে করা হয় এবং মূল শাব্দিক অর্থ সাব্যস্ত করা হয়, তখন আল্লাহর জন্য অঙ্গ এবং সাদৃশ্য আবশ্যক হয়ে যায়।

৩. বাহ্যিক এমন অর্থ অস্বীকার করা, যা সাদৃশ্যের অবকাশ রাখে। উদাহরণস্বরূপ 'ওয়াজহ', 'ইয়াদ' ইত্যাদি। এভাবে এমন অর্থকে অস্বীকার করা, যা নবসৃষ্ট বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ, 'জিহক', 'ফারহ' ইত্যাদি।

'জিহক'-এর শাব্দিক অর্থ হাসি। সাধারণত হাসির কথা চিন্তা করলেই শরীর চলে আসে। আর আল্লাহ তাআলা শরীর ও সাদৃশ্য থেকে পবিত্র। এ জন্য এগুলোর বাহ্যিক অর্থ করা যাবে না। এ ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ বলেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

কোনোকিছুই আল্লাহর অনুরূপ নয়। তিনি সব শোনেন, সব দেখেন। [সুরা শূরা : ১১]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদের মূলনীতি দিয়েছেন যে, কোন সিফাত সাব্যস্ত করব আর কোনটি করব না। সিফাতের এমন কোনো অর্থ করা যাবে না, যা আল্লাহর জন্য সাদৃশ্য আবশ্যক করে। তা ছাড়া এই আয়াত আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদার গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিত্তি। এখন কেউ যদি সিফাত-সংক্রান্ত আয়াতগুলোর বাহ্যিক অর্থ সাব্যস্ত করে, তাহলে সে তা এমন জায়গায় প্রয়োগ করল, যার দ্বারা সাদৃশ্য আবশ্যক হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ 'হাত'-এর কথা বলতে পারি। আরবি ভাষায় শাব্দিক অর্থে হাত বলতে একটি অঙ্গ বোঝা যায়, যার সীমা-পরিসীমা, দীর্ঘ-প্রস্থ রয়েছে। যে-কারও ক্ষেত্রে 'হাত' বললেই এগুলো আবশ্যক হয়ে যায়। এগুলো সাধারণত শরীরের সিফাত তথা গুণ। আর আল্লাহ তাআলা শরীর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঊর্ধ্বে। এ জন্য এ ক্ষেত্রে আমরা দুটি পথ অবলম্বন করি :

১. আমরা বিশ্বাস করি, এগুলোর আল্লাহর শানে উপযুক্ত অর্থ অবশ্যই আছে। নির্দিষ্ট কোনো অর্থ—সেটা আমরা বলতে পারব না; আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেবো। এটি হলো সালাফে সালিহিনের মাজহাব। পারিভাষিকভাবে আমরা যেটাকে 'তাফওয়িজ' বলে থাকি।

২. আল্লাহর শানে উপযুক্ত রূপক কোনো অর্থ ধরে নেওয়া।

এবার পূর্বোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যার দিকে যাওয়া যাক। ইমাম কুরতুবি রাহ. বলেন,

والذي يعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسنى أسمائه وعليّ صفاته، لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به، وإنما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق، فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي؛ إذ صفات القديم جل وعز بخلاف صفات المخلوق؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن الأغراض والأعراض، وهو تعالى منزه عن ذلك؛ بل لم يزل بأسمائه وبصفاته على ما بيناه في (الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وكفى في هذا قوله الحق : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وقد قال بعض العلماء المحققين : التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة من الصفات. وزاد الواسطي رحمه الله بيانا

فقال : ليس كذاته ذات، ولا كاسمه اسم، ولا كفعله فعل، ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ؛ وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة؛ كما استحال أن يكون للذات المحدثة صفة قديمة. وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة رضي الله عنهم.

এ সংক্রান্ত আকিদা হলো, বড়ত্বের দিক থেকে আল্লাহর নাম অনন্য, আল্লাহর নামগুলো সুন্দর, সিফাত তথা গুণগুলো সমুন্নত। তিনি সৃষ্টির কোনোকিছুর সাদৃশ্য নন, সৃষ্টিতেও তাঁরও কোনো সাদৃশ্য নেই। স্রষ্টা ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে শরিয়তে যেখানে সিফাতগুলো ব্যবহার হয়েছে, মূল অর্থের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। সৃষ্টির ক্ষেত্রে এগুলো কখনো সীমা-পরিসীমার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না; কিন্তু আল্লাহ তাআলা এগুলো থেকে পবিত্র। এ প্রসঙ্গে আমি (ইমাম কুরতুবি) *আল-আসনা ফি শারহি আসমাইল হুসনা* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এ ক্ষেত্রে সুরা শুরার ১১ নম্বর আয়াতটি যথেষ্ট, 'কোনোকিছু আল্লাহর অনুরূপ নয়।' কতিপয় মুহাক্কিক আলিম বলেন, এর অর্থ হলো কোনো সত্তার সঙ্গে সাদৃশ্য না রেখে আল্লাহর সত্তা সাব্যস্ত করা এবং কোনো সিফাতকে অর্থহীন সাব্যস্ত না করা।

ইমাম ওয়াসিতি রাহ. আরও বাড়িয়ে বলেন, আল্লাহর সত্তার মতো কোনো সত্তা নেই। তাঁর নামের মতো কোনো নাম নেই। তাঁর কর্মের মতো কোনো কর্ম নেই। তাঁর সিফাত তথা গুণের মতো কোনো সিফাত নেই। হ্যাঁ, শব্দগত দিক থেকে মিল থাকতে পারে; কিন্তু তাঁর 'কাদিম' সত্তার জন্য নবসৃষ্টি কোনো সিফাত হতে পারে না, যেভাবে নবসৃষ্ট সত্তার জন্য কাদিম কোনো গুণাবলি থাকা অসম্ভব। আর এটাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত।[১৭]

ইমাম রাজি রাহ. বলেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ وهذه الآية فيها مسائل : المسألة الأولى : احتج علماء التوحيد قديماً وحديثاً بهذه الآية في نفي كونه تعالى جسماً مركباً من الأعضاء والأجزاء وحاصلاً في المكان

[১৭] *তাফসিরুল কুরতুবি* : ১৬/১০।

والجهة، وقالوا لو كان جسماً لكان مثلاً لسائر الأجسام، فيلزم حصول الأمثال والأشباه له، وذلك باطل بصريح قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

'কোনোকিছুই আল্লাহর অনুরূপ নয়। তিনি সব শোনেন, দেখেন' [সুরা শুরা : ১১] এ আয়াতে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে। প্রথম মাসআলা হলো, সর্বযুগের তাওহিদপন্থি আলিমরা এর দ্বারা দলিল দিয়ে থাকেন যে, আল্লাহ তাআলা শরীর থেকে পবিত্র; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা গঠিত নয়। জায়গা এবং দিক থেকে পবিত্র। তাঁরা বলেন, যদি আল্লাহর শরীর থাকত, তাহলে সেটা সকল শরীরের জন্য উপমা হতো। তখন সাদৃশ্য হয়ে যেত আবশ্যক; কিন্তু কুরআনের এই আয়াত দ্বারা এটি সুস্পষ্ট বাতিল প্রমাণিত হলো—'কোনোকিছু আল্লাহর অনুরূপ নয়।'[১৮]

মূল কথা হলো, আল্লাহর তাআলার সিফাতের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক মূলনীতি হলো, কোনোকিছুর সঙ্গে সাদৃশ্য চলবে না। উপর্যুক্ত আয়াতে এটাই স্পষ্ট বলা হয়েছে।

এবার 'তাফওয়িজ' নিয়ে আমরা আলোচনা করব। শায়খ সাইফ ইবনু আলি আসরির *আল-কাওলুত তামাম বি ইসবাতিত তাফওয়িজ মাজহাবান লিস সালাফিল কিরাম* গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আমরা এখানে উদাহরণস্বরূপ কয়েকজন ইমামের বক্তব্য তুলে ধরব।

১. সুফিয়ান সাওরি

সুফিয়ান সাওরি রাহ. ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর সমযুগের। ১৬১ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন। 'তাফওয়িজ' সম্পর্কে তিনি লেখেন,

عن يحيى بن معين يقول : شهدت زكريا بن عدي سأل وكيعا فقال يا أبا سفيان هذه الأحاديث مثل حديث الكرسي موضع القدمين ونحو هذا. فقال كان اسماعيل بن ابي خالد والثوري ومسعر يروون الأحاديث لا يفسرون شيئا.

ইয়াহইয়া ইবনু মায়িন রাহ. বলেন, আমি জাকারিয়া ইবনু আদিকে দেখেছি, তিনি ওয়াকি ইবনু জাররাহকে দুই পায়ের জায়গায় কুরসি ইত্যাদি হাদিসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন। তিনি বলেন, ইসমাইল

[১৮] *তাফসিরুর রাজি* : ১৩/৪১৬।

ইবনু আবি খালিদ, সুফিয়ান সাওরি এবং মিসআর ইবনু কিদাম রাহ. এসব হাদিস বর্ণনা করতেন। কিন্তু তাঁরা কোনো হাদিসের ব্যাখ্যা করতেন না।[১৯]

আকিদার পরিভাষায় এটারই নাম 'তাফওয়িজ'। অর্থাৎ, কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না করে পড়ে যাওয়া। এখানে আমরা সালাফের তিনজন ইমামের বক্তব্য পড়লাম, তাঁরা আল্লাহর গুণাবলি-সংক্রান্ত হাদিসের ব্যাপারে 'তাফওয়িজ' করতেন।

২. ৩. ইমাম মালিক ও ইবনুল মুবারাক

ইমাম তিরমিজি রাহ. তাঁর *সুনানুত তিরমিজির* বেশ কয়েক জায়গায় ইমাম মালিক রাহ.-এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। যেমন :

وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَتْهُ الأَئِمَّةُ، نُؤْمِنُ بِهِ كَمَا جَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفَسَّرَ أَوْ يُتَوَهَّمَ، هَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ : الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ تُرْوَى هَذِهِ الأَشْيَاءُ وَيُؤْمَنُ بِهَا وَلاَ يُقَالُ كَيْفَ.

এ হাদিসটি ইমামরা বর্ণনা করেছেন। আমরা কোনো ধরনের ব্যাখ্যা ও ধারণা করা ছাড়া এর ওপর ইমান আনব। অনেক ইমাম এমনটি বলেছেন। সুফিয়ান সাওরি, মালিক ইবনু আনাস, ইবনু উয়াইনা, ইবনু মুবারাক এমনটি বলেছেন। তাঁদের মতে এগুলো বর্ণনা করা হবে এবং ইমান আনা হবে; কিন্তু কীভাবে বলে সেটা ব্যাখ্যা করা যাবে না।[২০]

সিফাত-সংক্রান্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম তিরমিজি রাহ. আরেক জায়গায় বলেন,

وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي هَذَا الحَدِيثِ وَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنَ الرِّوَايَاتِ مِنَ الصِّفَاتِ : وَنُزُولِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالُوا : قَدْ تَثْبُتُ الرِّوَايَاتُ فِي هَذَا وَيُؤْمَنُ بِهَا وَلَا يُتَوَهَّمُ وَلَا يُقَالُ : كَيْفَ. هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ : أَمِرُّوهَا بِلَا كَيْفٍ، وَهَكَذَا قَوْلُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ.

---

[১৯] *আল-উলু* : ১৪৬।

[২০] *জামি সুনানুত তিরমিজি* : ৩০৪৫।

আহলে ইলমরা এই হাদিস এবং আল্লাহর সিফাত-সংক্রান্ত অন্য মুতাশাবিহ বর্ণনা ও প্রতিরাতে তাঁর অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে বলেন, এখানে রিওয়ায়াত দ্বারা এগুলো প্রমাণিত হয়েছে এবং আমরা এগুলোর ওপর ইমান এনেছি। এগুলোর ব্যাপারে সন্দেহ করা যাবে না এবং জিজ্ঞেস করা যাবে না যে, কীভাবে? এমনটি বর্ণিত হয়েছে মালিক, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা এবং আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাক রাহ. থেকে। এসব ব্যাপারে তাঁরা বলেন, কোনো ধরনের ব্যাখ্যা ছাড়া এগুলো ছেড়ে দিন। আর এটাই হলো আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত।[২১]

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা সালাফে সালিহিনের কয়েকজন ইমামের বক্তব্য জানতে পারলাম। সুফিয়ান সাওরির বক্তব্য আগেই পড়েছি, এখানে ইমাম মালিক, ইবনুল মুবারাক, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা এবং ওয়াকি ইবনুল জাররাহ রাহ.-এর বক্তব্য সম্পর্কে জানলাম। তাঁরা আল্লাহর গুণাবলি-সংক্রান্ত আকিদা বর্ণনা করতে গিয়ে 'তাফওয়িজ'-কে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ, বিষয়গুলো আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে দিতে হবে। এ জন্য আমাদের কাজ এগুলো শুধু তিলাওয়াত করে যাওয়া। আমরা আল্লাহর জন্য বিশেষ কোনো অর্থ সাব্যস্ত করতে যাব না।

৪. ইমাম মুহাম্মাদ

ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. হলেন ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর অন্যতম ছাত্র। তাঁর বক্তব্য ইমাম লালাকায়ি রাহ. সনদসহ উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর গুণাবলি-সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

سمعت أبا سليمان داود بن طلحة سمعت عبد الله بن أبي حنيفة الدوسي يقول سمعت محمد بن الحسن يقول اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله ﷺ في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي ﷺ وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا.

ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. বলেন, আল্লাহর গুণাবলি-সংক্রান্ত যেসব বর্ণনা কুরআন

[২১] *সুনানুত তিরমিজি*: ৬৬২।

ও সহিহ হাদিসে এসেছে, এ ব্যাপারে পূর্ব-পশ্চিমের সকল ফকিহ একমত যে, এগুলো কোনো ধরনের ব্যাখ্যা ছাড়া বিশ্বাস করতে হবে। এমনিভাবে কোনো ধরনের গুণাবলি প্রমাণ বা সাদৃশ্য ছাড়া বিশ্বাস করতে হবে।

যদি কেউ এগুলোর ব্যাখ্যা করে, তাহলে সে রাসুল ﷺ-এর আদর্শ থেকে বেরিয়ে যাবে, আহলুস সুন্নাতের জামাআত থেকে সরে যাবে। কারণ, কেউ এগুলো দ্বারা মূল অর্থ সাব্যস্ত করেননি এবং ব্যাখ্যাও করেননি; বরং কুরআন-হাদিসে যা আছে, তাঁরা সে ফাতওয়া দিয়েছেন। এরপর চুপ থেকেছেন।[২২]

ইবনু কুদামা মাকদিসি রাহ. ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এভাবে,

وقال محمد بن الحسن في الأحاديث التي جاءت إن الله يهبط إلى السماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها.

আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমানে নেমে আসা-সংক্রান্ত হাদিসের ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. বলেন, এ হাদিসগুলো যেহেতু বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীরা বর্ণনা করেছেন, তাই আমরাও বর্ণনা করব এবং বিশ্বাস রাখব। তবে ব্যাখ্যা করতে যাব না।[২৩]

৫. সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা

ইমাম বুখারি রাহ.-এর উসতাজ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা রাহ. বলেন,

كُلُّ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ فَتَفْسِيرُهُ تِلَاوَتُهُ وَالسُّكُوتُ عَنْهُ.

আল্লাহ তাআলা কুরআনে তাঁর গুণাবলি-সংক্রান্ত যেসব আয়াত উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর তাফসির হলো তিলাওয়াত করা ও চুপ থাকা।[২৪]

তিলাওয়াত করার অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর জাত বা সিফাতের ব্যাপারে যা কিছু পবিত্র কুরআনে বলেছেন, সব সত্য। চুপ থাকার অর্থ এই নয় যে, এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করবেন না।

---

[২২] *শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ*, লালাকায়ি : ১/১৮৬।

[২৩] *জাহমুত তাবিল* : ১৪।

[২৪] *ফাতহুল বারি* : ১৩/৪০৬—ইমাম বায়হাকি রাহ. পুরো বক্তব্য সনদসহ *আল-ইতিকাদ* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

৬. ইমাম শাফিয়ি

ইমাম শাফিয়ি রাহ.-কে আল্লাহ তাআলার 'ইসতিওয়া' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

> امنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي في الأدراك وامسكت عن الخوض فيه كل الخوض.
>
> আমি এগুলোর ওপর কোনো ধরনের সাদৃশ্য ছাড়া ইমান রাখি এবং কোনো ধরনের উপমা ছাড়া বিশ্বাস করি। এগুলো বোঝা থেকে আমি নিজেকে বিরত রাখি এবং এগুলো নিয়ে আলোচনা করা থেকে নিজেকে সংযত রাখি।[২৫]

'বি লা তাশবিহ' অর্থাৎ, সাদৃশ্য ছাড়া ইমান ও বিশ্বাস রাখার কথা বলে ইমাম শাফিয়ি রাহ. প্রকৃত অর্থ নাকচ করেছেন। কারণ, প্রকৃত অর্থ ধরলে বান্দার সঙ্গে সাদৃশ্য হয়ে যায়; অথচ আল্লাহ তাআলা সাদৃশ্যের ঊর্ধ্বে।

৭. ইমাম হুমায়দি

ইমাম হুমায়দি রাহ.-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে ইমাম জাহাবি রাহ. বলেন,

> وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة والسموات مطويات بيمينه وما اشبه هذا لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي.
>
> কুরআন বা সুন্নাহে আল্লাহর গুণাবলি-সংক্রান্ত যা বলা হয়েছে—যেমন : এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'ইয়াহুদিরা বলেছে আল্লাহর হাত পরাজিত', অথবা 'আসমানসমূহ আল্লাহর ডান হাতে ভাজ করা'—এসব ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে বৃদ্ধি করব না। ব্যাখ্যাও করব না; বরং কুরআন-সুন্নাহর অবস্থানই হবে আমাদের অবস্থান। আমরা বলব, আল্লাহ আরশে 'ইসতিওয়া' করেছেন। এর বিপরীত কোনো ধারণা কেউ লালন করলে সে বাতিল ও জাহমি।[২৬]

---

[২৫] *লুমআতুল ইতিকাদ* : ১০।

[২৬] *তাজকিরাতুল হুফফাজ*, জাহাবি : ২/৪১৪।

৮. ইমাম আহমাদ

আল্লাহর হাত-পা সংক্রান্ত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আবু বকর খাল্লাল রাহ. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহ.-এর মাজহাব তুলে ধরে বলেন,

وَمذهب أبي عبد الله أَحْمد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنهُ أَن لله عز وَجل وَجها لَا كالصور المصورة والأعيان المخططة بل وجهة وَصفه بقوله ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ وَمن غير مَعْنَاهُ فقد أَلحد عَنهُ وَذَلِكَ عِنْده وَجه فِي الْحَقِيقَة دون الْمجَاز وَوجه الله بَاقٍ لَا يبْلى وَصفَة لَهُ لَا تفنى وَمن ادّعى أَن وَجهه نَفسه فقد أَلحد وَمن غير مَعْنَاهُ فقد كفر وَلَيْسَ معنى وَجه معنى جَسَد عِنْده وَلَا صُورَة وَلَا تخطيط وَمن قَالَ ذَلِك فقد ابتدع.

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের মাজহাব হলো, আল্লাহ তাআলার একটি 'ওয়াজহ' রয়েছে। তাঁর 'ওয়াজহ' প্রতিচ্ছবি বা আকৃতি নয় এবং অঙ্কিত বস্তুর মতোও নয়। বরং 'ওয়াজহ' তাঁর একটি সিফাত। ইমাম আহমাদের মতে মুখমণ্ডল অর্থ দেহ; ছবি বা আকৃতি নয়। কেউ যদি এমনটা বলে, তাহলে সে বিদআতি।[২৭]

وَكَانَ يَقُول إِن لله تَعَالَى يدان وهما صفة لَهُ فِي ذَاته ليستا بجارحتين وليستا بمركبتين وَلَا جسم وَلَا جنس من الْأَجْسَام وَلَا من جنس الْمَحْدُود والتركيب والأبعاض والجوارح وَلَا يُقَاس على ذَلِك لَا مرفق وَلَا عضد وَلَا فِيمَا يَقْتَضِي ذَلِك من إِطْلَاق قَوْلهم يَد إِلَّا مَا نطق الْقُرْآن بِهِ أَو صحت عَن رَسُول الله ﷺ السّنة.

ইমাম আহমাদ বলতেন, আল্লাহর দুটি হাত রয়েছে। এ দুটি তাঁর সত্তার সিফাত তথা বিশেষণ। হাত দুটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা দেহের অংশ বা দেহজাতীয় কিছু নয়। এমনকি সীমা, সংযোজন, অঙ্গপ্রতঙ্গ ইত্যাদিও কিছুই নয়। এ বিষয়ে কিয়াস ও যুক্তি চলবে না। আল্লাহর ব্যাপারে কনুই, বাহু ইত্যাদি কোনোকিছুর অস্তিত্ব কল্পনা করার সুযোগ নেই। কুরআন-হাদিসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, মানুষের ব্যবহার থেকে এর অতিরিক্ত

[২৭] *আল-আকিদা রিওয়ায়াতু আবি বাকর আল-খাল্লাল* : ১০৩।

কোনোকিছু সংযোজন করা যাবে না।[২৮]

৯. ইমাম তিরমিজি

ইতিপূর্বে *সুনানুত তিরমিজি* থেকে সালাফে সালিহিনের বক্তব্য আমরা উদ্ধৃত করেছি। ইমাম মালিক, সুফিয়ান সাওরি, ইবনুল মুবারাক, ওয়াকি ইবনুল জাররাহ রাহ.-এর বক্তব্য ইমাম তিরমিজি রাহ. নকল করেছিলেন। আরেক জায়গায় সালাফে সালিহিনের আমল বর্ণনার আগে তিনি নিজের মতও পেশ করেছেন। তিনি বলেন,

وتفسير هذه الآية ﴿وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ؕ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَ لُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ﴾ وهذا حديث قد روته الأئمة نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم هكذا قال غير واحد من الأئمة الثوري و مالك بن أنس و ابن عيينة و ابن المبارك إنه تروى هذه الأشياء ويؤمن بها فلا يقال كيف.

'ইয়াহুদিরা বলে আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের হাত বন্ধ হোক। এ কথা বলার কারণে তাদের ওপর অভিশাপ। আল্লাহর উভয় হাত বিস্তৃত। তিনি যেরুপ ইচ্ছে ব্যয় করেন।' [সুরা মায়িদা : ৬৪] এ সংক্রান্ত হাদিস ইমামরা বর্ণনা করেছেন। ফলে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা এবং ধারণা ছাড়া আমরাও সেগুলো বিশ্বাস করি। সুফিয়ান সাওরি, ইমাম মালিক, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা, ইবনুল মুবারাক রাহ.-সহ অন্য ইমামরাও এ ব্যাপারে মতামত পেশ করেছেন যে, এ ধরনের হাদিস বর্ণনা করা হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে; কিন্তু ধরন নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না।[২৯]

১০. ইমাম ইবনু খুজায়মা

হাদিসশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম ইবনু খুজায়মাও অন্য ইমামদের মতো আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে 'তাফওয়িজ'-এর আকিদাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহর আসমা ও সিফাতের ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب أئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك وأبي

[২৮] প্রাগুক্ত : ১০৪।

[২৯] *সুনানুত তিরমিজি* : ২০৪৫।

حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك وينهون أصحابهم عن الخوض فيه ويدلونهم على الكتاب والسنة.

উম্মাহর ইমামরা এ ব্যাপারে কথা বলতেন না। যেমন : ইমাম মালিক, সুফিয়ান সাওরি, আওজায়ি, শাফিয়ি, আহমাদ, ইসহাক, ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া, ইবনুল মুবারাক, আবু হানিফা, মুহাম্মাদ ইবনু হাসান, আবু ইউসুফ আল্লাহর গুণাবলি-সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসের ব্যাপারে কথা বলতেন না। তাঁরা তাঁদের সঙ্গীদের এসব বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হতে নিষেধ করতেন এবং কুরআন-সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে বলতেন।[৩০]

ইমাম তিরমিজি ও মাকদিসি রাহ. এখানে যাঁদের নাম বলেছেন, তাঁরা হচ্ছেন আমাদের সালাফ। তাঁদের সঙ্গে যাঁদের আকিদা মিল থাকবে, তাঁরাই সালাফের প্রকৃত অনুসারী হবেন। আর তাঁদের আকিদার সঙ্গে যাদের আকিদা মিলবে না, তারা কখনো প্রকৃত অনুসারী নয়।

'তাফওয়িজ'-এর ব্যাপারে শুধু ইমামদের বক্তব্য একত্রিত করলে স্বতন্ত্র একটি বইয়ের প্রয়োজন। আরবিতে এ ব্যাপারে *আল-কাওলুত তামাম বি ইসবাতিত তাফওয়িজ মাজহাবান লিস সালাফিল কিরাম* নামে সাইফ ইবনু আলি আসরি রাহ. স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাতে তিনি ১১১ জন ইমামের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। একেবারে শেষে সদ্যপ্রয়াত ইউসুফ কারজাবির বক্তব্যও এনেছেন।

১১. ইমাম বায়হাকি

আল্লাহর অবতরণ-সংক্রান্ত হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম বায়হাকি রাহ. বলেন,

وأما المتقدمون من أصحابنا فإنهم لم يفسروا أمثال هذه، ولم يشتغلوا بتأويلها، مع اعتقادهم أن الله تعالى واحد غير متبعض، ولا ذي جارحة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: سمعت العباس بن محمد، يقول: سمعت يحيى بن معين، يقول: شهدت زكريا بن عدي سأل وكيعا فقال: يا أبا سفيان، هذه الأحاديث يعني مثل: الكرسي موضع القدمين ونحو هذا؟ فقال وكيع: أدركنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعرا يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا.

[৩০] *আকাওয়িলুস সিকাত* : ৬২—মুআসসিসা রিসালা বৈরুত।

মুতাকাদ্দিম ইমামরা এ ধরনের হাদিসের ব্যাখ্যা করতেন না বা ব্যাখ্যার জন্য ব্যতিব্যস্তও হতেন না। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ তাআলার কোনো অংশ নেই। তিনি দেহবিশিষ্ট নন।

ইয়াহইয়া ইবনু মায়িন বর্ণনা করেন, আমি জাকারিয়া ইবনু আদিকে দেখেছি, তিনি ওয়াকি ইবনু জাররাহকে জিজ্ঞেস করছেন, 'আবু সুফিয়ান, দুই পায়ের মধ্যে কুরসি রাখার হাদিসের ব্যাপারে আপনার মতামত কী?' জবাবে ওয়াকি বলেন, 'আমি ইসমাইল ইবনু আবি খালিদ, সুফিয়ান ও মিসআর ইবনু কিদামকে দেখেছি, তাঁরা এসব হাদিস বর্ণনা করেছেন কিন্তু ব্যাখ্যা করেননি।'[৩১]

ইমাম বায়হাকি রাহ. আরেকটি বর্ণনা সনদসহ উল্লেখ করেছেন এভাবে,

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا محمد بن بشر بن مطر ثنا الهيثم بن خارجة حدثنا الوليد بن مسلم قال سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيفية.

ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম বর্ণনা করেন, ইমাম আওজায়ি, মালিক, সুফিয়ান সাওরি ও লাইস ইবনু সাআদ রাহ.-কে আল্লাহর গুণাবলি-সংক্রান্ত আয়াত-হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে তাঁরা বলেন, 'এ হাদিসগুলো যেভাবে এসেছে, কোনো ধরন সাব্যস্ত করা ছাড়াই সেভাবে ছেড়ে দিতে হবে।'[৩২]

আরেক জায়গায় ইমাম বায়হাকি রাহ. লিখেছেন,

وهذا حديث صحيح رواه جماعة من الصحابة عن النبي ﷺ وأصحاب الحديث فيما ورد به الكتاب والسنة من أمثال هذا ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين في تأويله على قسمين منهم من قبله وآمن به ولم يؤوله ووكل علمه إلى الله ونفى الكيفية والتشبيه عنه ومنهم من قبله وآمن به وحمله على وجه يصح استعماله في اللغة ولا يناقض التوحيد.

---

[৩১] *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*: ২/৩০১।

[৩২] প্রাগুক্ত: ২/৪৮৮।

আল্লাহর গুণাবলি-সংক্রান্ত এ হাদিস সহিহ। হাদিসটি একদল সাহাবি বর্ণনা করেছেন। কুরআন-সুন্নাহে এ সংক্রান্ত যত হাদিস আছে, সাহাবি ও তাবিয়িরা এগুলোর ব্যাপারে দুভাগে বিভক্ত হয়েছেন। তাঁদের একদল শুধু বিশ্বাস করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহর জন্য তাঁরা কোনো ধরন সাব্যস্ত করা এবং সাদৃশ্য অস্বীকার করেন। আরেকদল শাব্দিক অর্থ বিবেচনা করে আল্লাহর শান অনুযায়ী অর্থ সাব্যস্ত করেন, যে অর্থ তাওহিদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়।[৩৩]

ইমাম বায়হাকি রাহ. সালাফের আকিদার দুটি ধারা উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হলো 'তাফওয়িজ'। এ ব্যাপারে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করছি। আর দ্বিতীয়টি হলো 'তাবিল'। এ ব্যাপারে আমরা সামনে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

১২. ইবনু আবদিল বার মালিকি

ইমাম ইবনু আবদিল বার মালিকি রাহ. এ ব্যাপারে তাঁর কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তার কয়েকটি আমরা এখানে তুলে ধরব। যেমন :

الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة وما أشبهها الإيمان بما جاء عن النبي ﷺ فيها والتصديق بذلك وترك التحديد والكيفية في شيء منه أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن إبراهيم عن أحمد بن نصر أنه سأل سفيان بن عيينة قال حديث عبد الله إن الله عز وجل يجعل السماء على أصبع وحديث "إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن وإن الله يعجب أو يضحك ممن يذكره في الأسواق وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ونحو هذه الأحاديث فقال هذه الأحاديث نرويها ونقر بها كما جاءت بلا كيف قال أبو داود وحدثنا الحسن بن محمد قال سمعت الهيثم بن خارجة قال حدثني الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث

[৩৩] *আল-ইতিকাদ ওয়াল হিদায়া ইলা সাবিলির রাশাদ*, বায়হাকি : ১১৭।

التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف وذكر عباس الدوري قال سمعت يحي بن معين يقول شهدت زكريا بن عدي سأل وكيع بن الجراح فقال يا أبا سفيان هذه الأحاديث يعني مثل الكرسي موضع القدمين ونحو هذا فقال أدركت إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعرا يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا.

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত ও ফিকহের ইমামরা আল্লাহর গুণাবলির মাসআলায় একমত যে, এ ব্যাপারে বর্ণিত সকল হাদিস বিশ্বাস করতে হবে। তবে সীমা ও ধরন নির্ধারণ করা যাবে না। এরপর তিনি সনদসহ সুফিয়ান ইবনু উয়াইনার বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। হাদিসে এসেছে, 'আল্লাহ তাআলা পুরো আসমান আঙুলে রেখেছেন।' আরেক হাদিসে এসছে 'বান্দার কলব আল্লাহর দুটি আঙুলের মধ্যে বিদ্যমান।' আরেক বর্ণনায় এসেছে, 'আল্লাহ আশ্চর্য হন, হাসেন।' আরেক বর্ণনায় এসেছে, 'আল্লাহ প্রত্যেক রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন।' এ ধরনের হাদিসগুলো আমরা বর্ণনা করব এবং কোনো ধরনের ধরন সাব্যস্ত করা ছাড়া বিশ্বাস করব।

এরপর সনদসহ ওয়ালিদ ইবনু মুসলিমের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। ওয়ালিদ বর্ণনা করেন, ইমাম আওজায়ি, মালিক, সুফিয়ান সাওরি ও লাইস ইবনু সাআদ রাহ.-কে আল্লাহর গুণাবলি-সংক্রান্ত আয়াত-হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে তাঁরা বলেন, 'এ হাদিসগুলো যেভাবে এসেছে, সেভাবে ছেড়ে দিতে হবে কোনো ধরনের ধরন সাব্যস্ত করা ছাড়া।'

এরপর ইয়াহইয়া ইবনু মায়িনের বক্তব্য তিনি উল্লেখ করেছেন। ইবনু মায়িন বর্ণনা করেন, আমি জাকারিয়া ইবনু আদিকে দেখেছি, তিনি ওয়াকি ইবনু জাররাহকে জিজ্ঞেস করছেন, 'হে আবু সুফিয়ান, দুই পায়ের মধ্যে কুরসি রাখা-সংক্রান্ত হাদিসের ব্যাপারে আপনার মতামত কী?' জবাবে ওয়াকি বলেন, 'আমি ইসমাইল ইবনু আবি খালিদ, সুফিয়ান এবং মিসআর ইবনু কিদামকে দেখেছি, তাঁরা এসব হাদিস বর্ণনা করেছেন; কিন্তু ব্যাখ্যা করেননি।'[৩৪]

[৩৪] *আত-তামহিদ*: ৭/১৪৮।

ইমাম ইবনু আবদিল বার মালিকি রাহ. আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে 'তাফওয়িজ' এবং 'তাবিল' দুটি ধারাকেই সহিহ বলেছেন।

১৩. খতিব বাগদাদি

খতিব বাগদাদি রাহ. নানা কারণে উম্মাহর সকলের কাছে পরিচিত। আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে তিনিও 'তাফওয়িজ'-কে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ, এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে না গিয়ে আমরা আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করতে দেবো। আমাদের কাজ শুধু তিলাওয়াত করা। তিনি বলেন,

ولا نقول : إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل ونقول : إنما وجب إثباتها؛ لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

কুরআনে হাতের যে সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করা হয়েছে, আমরা এটা বলব না যে, এগুলো অঙ্গ। এমনিভাবে হাত, কান এবং দৃষ্টির সাদৃশ্য প্রদান করব না। কুরআনে এসেছে, সে হিসেবে আমরা সিফাত সাব্যস্ত করব; কিন্তু সাদৃশ্য থেকে বেঁচে থাকব। আল্লাহ বলেছেন, 'তাঁর মতো কিছুই নয়।' [সুরা শুরা : ১১] অন্য আয়াতে বলেন, 'তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই।'[৩৫] [সুরা ইখলাস : ৪]

উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম, খতিব বাগদাদি রাহ. হাত, পা, চোখ এগুলোর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নিতে নিষেধ করেছেন। কারণ, শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নিলে আল্লাহর জন্য সাদৃশ্য আবশ্যক হয়ে যায়।

১৪. ইবনু কুদামা আল মাকদিসি

ইবনু কুদামা মাকদিসি রাহ. তাঁর *জাম্মুত তাবিল* গ্রন্থে আল্লাহ গুণাবলির ক্ষেত্রে আমাদের আকিদা কী হবে, এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادة

[৩৫] *তাজকিরাতুল হুফফাজ* : ৩/২২৫।

عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها.

আল্লাহ তাআলার আসমা ও সিফাতের ক্ষেত্রে সালাফে সালিহিনের মাজহাব হলো, কুরআন-হাদিসে এ ব্যাপারে যেভাবে এবং যা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে কোনো ধরনের হ্রাস-বৃদ্ধি, সীমাতিক্রম এবং ব্যাখ্যা করা ছাড়া বিশ্বাস করতে হবে। তাতে এমন কোনো ব্যাখ্যা করা যাবে না, যা বাস্তবতার বিপরীত। এমনিভাবে সৃষ্টি এবং নব-আবিষ্কৃত কোনোকিছুর সঙ্গে সাদৃশ্য রাখা যাবে না; বরং যেভাবে এসেছে সেভাবে ছেড়ে দিতে হবে। এগুলোর ইলম আল্লাহ ও রাসুলের ওপর ন্যস্ত করে দিতে হবে।[৩৬]

১৫. ইবনু হাজার আসকালানি

সহিহ বুখারির প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ *ফাতহুল বারি* ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রাহ.-এর অমর কীর্তি। তাতে আল্লাহর আসমা ও সিফাত সম্পর্কে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা নিয়ে আলোচনায় তিনি বলেছেন,

وقد اختلف في معنى النزول على أقوال فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبة تعالى الله عن قولهم ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج والمعتزله وهو مكابرة والعجب إنهم أولوا ما في القرآن من نحو ذلك وانكروا ما في الحديث أما جهلا وأما عنادا ومنهم من اجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال منزها الله تعالى عن الكيفيه والتشبيه وهم جمهور السلف ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل في كلام العرب.

যে হাদিসে আল্লাহর অবতরণের কথা রয়েছে, সে হাদিস নিয়ে বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। একদলের মত হচ্ছে, সেটাকে বাহ্যিক অর্থে ধরতে হবে। তারা হলো মুশাব্বিহা তথা সাদৃশ্যবাদী। আবার কেউ কেউ এ জাতীয়

[৩৬] *জাম্মুত তাবিল* : ১১।

হাদিসগুলোর 'সহিহ' হওয়াকে অস্বীকার করে বসে। তারা হলো মুতাজিলা ও খারিজি। অথচ দেখা যায় তারা এ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা করে ঠিকই; কিন্তু এ সংক্রান্ত হাদিস অস্বীকার করে। আরেকদল ধরন ও সাদৃশ্য সাব্যস্ত করা ছাড়া যেভাবে এসেছে, সেভাবেই বিশ্বাস করেন। এটা হলো অধিকাংশ সালাফের কথা।

ইমাম বায়হাকি রাহ. চার মাজহাবের ইমাম, সুফিয়ান সাওরি, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা, হাম্মাদ, লাইস, আওজায়ি এবং অন্যান্য ইমাম থেকে এ মত বর্ণনা করেছেন। আরেকদল সিফাতের ক্ষেত্রে আরবি ভাষা হিসেবে উপযুক্ত তাবিল তথা ব্যাখ্যা করেন।[৩৭]

তাবিল তথা ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর ইবনু হাজার বলেন, এ ক্ষেত্রে 'তাফওয়িজ' তথা ব্যাপারটি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেওয়ার আকিদাই সবচেয়ে নিরাপদ ও সহজ।

১৬. ইমাম বদরুদ্দিন আইনি

সহিহ বুখারির আরেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ *উমদাতুল কারি*। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রাহ.-এর রচিত এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি পুরো পৃথিবীতে সমাদৃত। তাতে তিনি সিফাতের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

لا شك أن النزول انتقال الجسم من فوق إلى تحت والله منزه عن ذلك فما ورد من ذلك فهو من المتشابهات فالعلماء فيه على قسمين الأول المفوضة يؤمنون بها ويفوضون تأويلها إلى الله عز وجل مع الجزم بتنزيهه عن صفات النقصان والثاني المؤولة يؤولون بها على ما يليق به بحسب المواطن.

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নুজুল তথা অবতরণ বলতে শরীর উপর থেকে নিচে স্থানান্তর বোঝায়। আর আল্লাহ এগুলো থেকে পবিত্র। সুতরাং এ সংক্রান্ত বর্ণনা মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের বর্ণনার ব্যাপারে আলিমরা দুই দলে বিভক্ত—এক দলের মত হলো তাফওয়িজ। অর্থাৎ, সেগুলোর ওপর ইমান আনতে হবে এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আল্লাহর দায়িত্বে ছেড়ে দিতে হবে। তবে এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ

[৩৭] *ফাতহুল বারি* : ৭/৪৪৭।

তাআলা অপূর্ণতার গুণ থেকে পবিত্র। দ্বিতীয় দলের মত হলো, তাবিল। অর্থাৎ, জায়গা অনুপাতে উপযুক্ত ব্যাখ্যা করা।[৩৮]

এখানে আমরা উম্মাহর ১৬ জন ইমামের বক্তব্য তুলে ধরলাম। এর বিপরীতে আলবানি রাহ.-এর বক্তব্য দেখলে মনে হয়, পৃথিবীতে একমাত্র সহিহ আকিদা ছিল ইবনু তাইমিয়া ও মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নজদির। তাঁরা ছাড়া আর কোনো ইমামই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত নন!

মাওসুআতুল ইমাম আলবানি ফিল আকিদা গ্রন্থের একটি শিরোনাম দেওয়া হয়েছে এমন—

أبواب الكلام على بطلان مذهب التفويض وبراءة أهل السنة منه والرد على المفوضة.

সিফাতের ক্ষেত্রে তাফওয়িজের মাজহাব বাতিল, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত তাফওয়িজের আকিদা থেকে মুক্ত এবং তাফওয়িজকারীদের খণ্ডন-সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ![৩৯]

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ! আলবানির মতে যাঁরা তাফওয়িজের আকিদা লালন করেন, তাঁরা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত নন; অথচ সিফাতের ক্ষেত্রে সালাফে সালিহিনের প্রধানতম মাজহাব ছিল তাফওয়িজ।

এ ব্যাপারে কেউ বিস্তারিত জানতে চাইলে শায়খ সাইফ ইবনু আলি আসরির লিখিত *আল-কাওলুত তামাম বি ইসবাতিত তাফওয়িজ মাজহাবান লিস সালাফিল কিরাম* গ্রন্থটি পড়তে পারেন। সেখানে তাফওয়িজ সম্পর্কে উম্মাহর ১১১ জন মনীষীর বক্তব্য তুলে ধরেছেন, যাঁরা তাফওয়িজের প্রবক্তা ছিলেন। অথচ আলবানির মতে যাঁদের কেউই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত নন।



[৩৮] *উমদাতুল কারি*: ৭/২০০।

[৩৯] *মাওসুআতুল ইমাম আলবানি ফিল আকিদা*: ২৩৪



পঞ্চম অধ্যায়

সিফাতের ক্ষেত্রে 'তাবিল'

এক. সাহাবিদের যুগে কি সিফাতের ক্ষেত্রে তাবিল ছিল না

আল্লাহ তাআলার সিফাতের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো, আল্লাহ তাআলার সিফাত তথা গুণাবলির ধরন, আকৃতি ও স্বরূপ নেই। ধরন, স্বরূপ এবং প্রকৃতি সাব্যস্ত করা ছাড়াই বিশ্বাস করতে হবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা এগুলোর ঊর্ধ্বে। এগুলোর এমন অর্থ করা যাবে না, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার শরীর কিংবা অপূর্ণতা আবশ্যক হয়ে যায়। এমনিভাবে আল্লাহর শানের সঙ্গে যায় না, এমন কোনো অর্থও করা যাবে না।

এ ব্যাপারে সালাফে সালিহিনের আকিদা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ইমাম নববি রাহ.। সিফাতের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বেশকিছু জায়গায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এক জায়গায় তিনি বলেন,

> اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين : أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها بل يقولون : يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق، وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم. وَالْقَوْلُ الثَّانِي وَهُوَ مَذْهَبُ مُعْظَمِ الْمُتَكَلِّمِينَ أنها تتأول على مايليق بِهَا عَلَى حَسَبِ مَوَاقِعِهَا وَإِنَّمَا يَسُوغُ تَأْوِيلُهَا لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ بِأَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِلِسَانِ الْعَرَبِ وَقَوَاعِدِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ ذَا رِيَاضَةٍ فِي الْعِلْمِ.



আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলি-সংক্রান্ত আয়াত-হাদিসের ব্যাপারে ইমামদের দুটি মত রয়েছে। অধিকাংশ সালাফ বা সালাফের সব ইমামের মত হলো, এগুলোর অর্থের ব্যাপারে কোনো কথা বলা যাবে না। তাঁরা বলেন, আমাদের ওপর ওয়াজিব হলো আমরা এগুলোর ওপর ইমান আনব এবং আল্লাহ তাআলার মহান সত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ বিশ্বাস করব। পাশাপাশি আমরা দৃঢ়ভাবে এটাও বিশ্বাস করব যে, আল্লাহ তাআলা কোনোকিছুর মতো নন। তিনি শরীর, স্থানান্তর, দিক এবং সৃষ্টির সকল গুণ থেকে পবিত্র। মুতাকাল্লিমদের একটি জামাআতেরও মত এমন। তাঁদের মধ্যে মুহাক্কিকরা এ মত গ্রহণ করেছেন। আর আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে এটাই নিরাপদ আকিদা।

অর্থাৎ, দ্বিতীয় মত হলো অধিকাংশ মুতাকাল্লিমের। সেটা হলো আল্লাহর শানে উপযুক্ত কোনো তাবিল তথা ব্যাখ্যা করা। তবে তাবিল বা ব্যাখ্যা করবেন এমন ব্যক্তি, যিনি আরবি ভাষা ও এর মূলনীতি সম্পর্কে অবগত এবং গভীর ইলমের অধিকারী।[৪০]

আকিদার প্রথম ধারাকে বলা হয় তাফওয়িজ। এখানে আমরা দ্বিতীয় ধারা নিয়ে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ। দ্বিতীয় ধারার মূল কথা হলো, আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে মূল অর্থ সাব্যস্ত না করে আল্লাহর শান অনুযায়ী সেগুলোর তাবিল তথা ব্যাখ্যা করা।

আকিদার প্রথম ধারা যেমন অসংখ্য ইমাম থেকে প্রমাণিত, তেমনিভাবে দ্বিতীয় ধারা তথা তাবিলও অসংখ্য ইমাম থেকে প্রমাণিত। আকিদার এ ধারা সাহাবিদের থেকেও প্রমাণিত। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. কুরআন-বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত সাহাবি। রাসুল ﷺ-এর আপন চাচাতো ভাই। বিখ্যাত এ সাহাবি থেকে সিফাতের ক্ষেত্রে তাবিল সহিহ সনদে প্রমাণিত।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّ يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ﴾

স্মরণ করুন সেদিনের কথা, যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হবে, সেদিন তাদের ডাকা হবে সিজদা করার জন্য; কিন্তু তারা সক্ষম হবে না।
[সুরা কলম : ৪২]

বাহ্যিকভাবে এ আয়াতে গোছা পর্যন্ত পা উন্মোচন করে সিজদার আহ্বানের কথা বলা হয়েছে। আমরা জানি পা একটি অঙ্গ; আর সৃষ্টি অঙ্গের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ

[৪০] *মিনহাজ শরহে সহিহ মুসলিম :* ১০/৩০।

সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে পবিত্র। তাহলে এ আয়াতের মর্ম কী? এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদার প্রথম ধারা হলো, আমাদের কাজ শুধু এগুলো পড়ে যাওয়া। অর্থ ও মর্ম কী হবে, সেটা আমরা আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে দেবো। আকিদার পরিভাষায় এটাকে বলে 'তাফওয়িজ'। আরেকটি হলো, আল্লাহর শান অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা, সেটাকে বলে 'তাবিল'।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। হাকিম নিশাপুরি রাহ. বলেন,

حدثنا أبو زكريا العنبري ثنا الحسين بن محمد بن القباني ثنا سعيد بن يحيى الأموي ثنا عبد الله بن المبارك أنبأ أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم : أنه سئل عن قوله عز و جل : ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ قال : إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب أما سمعتم قول الشاعر : أصبر عناق إنه شر باق قد سن قومك ضرب الأعناق و قامت الحرب بنا عن ساق. قال ابن عباس : هذا يوم كرب و شدة.

আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাক রাহ. উসামা ইবনু জায়েদ থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন; তাঁকে কুরআনের এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'যেদিন পায়ের গোছা উন্মোচন করা হবে।' জবাবে তিনি বলেন, 'কুরআনের কোনো বিষয় আরবের কবিতায় অনুসন্ধান করো।' এরপর তিনি নিজেই কবিতা আবৃত্তি করে বলেন, 'কুরআনে পায়ের গোছা উন্মোচন দ্বারা কিয়ামতের প্রচণ্ডতা বোঝানো হয়েছে।'[৪১]

এই হাদিস বর্ণনা করে হাকিম নিশাপুরি রাহ. বলেন,

هذا حديث صحيح الإسناد و هو أولى من حديث روي عن ابن مسعود بإسناد صحيح لم أستجز روايته في هذا الموضع.

সনদের দিক থেকে এ বর্ণনা সহিহ। ইমাম জাহাবি রাহ.-ও তাঁর *তালখিসুল মুসতাদরাকে* বর্ণনাটিকে সহিহ বলেছেন।

[৪১] *আল-মুসতাদরাক* : ৩৮৪৫।



এখানে ইবনু আব্বাস রা. 'পায়ের গোছা উন্মোচন'-কে ব্যাখ্যা করেছেন প্রচণ্ডতা দিয়ে। আকিদার পরিভাষায় এটাকে বলে 'তাবিল'।

কুরআনের আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ﴾

তারা কি এটার দিকে তাকিয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আসবেন কিংবা আপনার রব আসবেন? [সুরা আনআম : ১৫৮]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলার আগমনের কথা বলা হয়েছে বাহ্যিকভাবে। অথচ আল্লাহ আগমন, প্রস্থান, স্থানান্তর ইত্যাদি থেকে পবিত্র। আল্লাহ সৃষ্টির সবধরনের সাদৃশ্য থেকে পবিত্র। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে এর ব্যাখ্যা কী? এর ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবি রাহ. লেখেন,

﴿اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ﴾ قال ابن عباس والضحاك : أمر ربك فيهم بالقتل أو غيره.

ইবনু আব্বাস ও জাহহাক বলেন, এখানে আল্লাহর আগমন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে হত্যা এবং অন্যান্য আজাবের নির্দেশ আসা।[৪২]

ইবনু আব্বাস রা. 'আল্লাহর আগমন' দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে 'শাস্তি আসা' ব্যাখ্যা করেছেন। আকিদার পরিভাষায় এটাকে 'তাবিল' বলা হয়।

কুরআনের আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿وَ السَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّ اِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ﴾

আমি আইদ (ইয়াদ-এর বহুবচন, শাব্দিক অর্থ হাত) দ্বারা আসমান নির্মাণ করেছি। [সুরা জারিয়াত : ৪৭]

এ আয়াতের শাব্দিক অর্থ হিসেবে হাতের সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করা হয়েছে; অথচ আল্লাহ তাআলা সবধরনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র। তাহলে এ আয়াতের উদ্দেশ্য কী? এর তাফসিরে ইবনু জারির তাবারি রাহ. লেখেন,

حدثني علي، قال : ثنا أبو صالح، قال : ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله : والسماء بنيناها بأيد يقول : بقوة.

ইবনু জারির তাবারি রাহ. আলি থেকে, তিনি আবু সালিহ থেকে, তিনি মুআবিয়া থেকে, তিনি আলি থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা

[৪২] *তাফসিরুল কুরতুবি* : ৭/১১৪।

করেছেন, এখানে হাত দ্বারা উদ্দশ্য হলো শক্তি।[৪৩]

ইবনু আব্বাস রা. এখানে হাতের ব্যাখ্যা করেছেন 'শক্তি' দ্বারা। আকিদার পরিভাষায় এটাকে 'তাবিল' বলে। শুধু ইবনু আব্বাস নয়, প্রসিদ্ধ তাবিয়ি মুজাহিদ এবং কাতাদা থেকেও এমন 'তাবিল' বর্ণিত হয়েছে। ইবনু জারির তাবারি বলেন,

حدثني محمد بن عمرو، قال : ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال : ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: بأيد قال بقوة. حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة والسماء بنيناها بأيد : أي بقوة.

মুজাহিদ এবং কাতাদাও এখানে হাত দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন শক্তি।[৪৪]

কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ﴾

আজ আমি তাদের ভুলে যাব, যেভাবে তারাও এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল। [সুরা আরাফ : ৫১]

বাহ্যিকভাবে এখানে 'আল্লাহর ভুলে যাওয়া'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে; অথচ আমরা জানি ভুলে যাওয়া একমাত্র সৃষ্টির গুণ। আল্লাহ তাআলা এটা থেকে পবিত্র। তাহলে এ আয়াতের উদ্দেশ্য কী হতে পারে? এর তাফসির করতে গিয়ে ইমাম ইবনু জারির তাবারি রাহ. লিখেছেন,

حدثني المثنى، قال : ثنا عبد الله، قال : ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا أي ففي هذا اليوم وذلك يوم القيامة ننساهم، يقول : نتركهم في العذاب المبين جياعا عطاشا بغير طعام ولا شراب، كما تركو العمل للقاء يومهم هذا ورفضوا الاستعداد له بإتعاب أبدانهم في طاعة الله.

ইবনু জারির মুসান্না থেকে, তিনি আবদুল্লাহ থেকে, তিনি মুআবিয়া থেকে, তিনি আলি থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, 'আজ আমি তোমাদের ভুলে যাব।' এখানে দিন দ্বারা কিয়ামত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ,

[৪৩] *তাফসিরুত তাবারি* : ২৪৯৬৩, ২৪৯৬৪।

[৪৪] প্রাগুক্ত : ২২/৪৩৮

আমি তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, অনাহার এবং তৃষ্ণায় নিক্ষেপ করব।[৪৫]

এখানে ইবনু আব্বাস রা. 'আল্লাহর ভুলে যাওয়া' দ্বারা জাহান্নামে তাদের কঠিন শাস্তি উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আকিদার পরিভাষায় এটাকেই বলে 'তাবিল'।

আলবানি রাহ. ইমাম বুখারিকে 'তাবিল' করেছেন বলে তাঁর ইমান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। জানি না ইবনু আব্বাস রা.-এর মতো মহান সাহাবির ব্যাপারে আলবানি কী বক্তব্য দেবেন?

কথিত সালাফিদের একজন হলেন মুজাফফার ইবনু মুহসিন। তিনি *ভ্রান্ত আকিদা বনাম সঠিক আকিদা* নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থটির ৩৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে,

> কিছু বাতিল ফিরকা ও আকিদাভ্রষ্ট কতিপয় মুফাসসির আল্লাহর হাত, পা, চোখ ও চেহারার রূপক অর্থ করেছেন।

প্রিয় পাঠক, ইবনু আব্বাস রা. আল্লাহর হাত দ্বারা 'শক্তি' রূপক অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর পা দ্বারা 'প্রচণ্ডতা' উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এবার একদিকে ইবনু আব্বাস রা.-এর তাবিল রাখুন, তারপর মুজাফফারের মন্তব্য পড়ে হৃদয়ের গভীর থেকে তাঁর হিদায়াতের দুআ করুন।

দুই. আলবানির ফাতওয়ায় ইমাম বুখারি ও আহমাদ মুসলিম নন

উপরের আলোচনায় আমরা দেখিয়েছিলাম ইবনু আব্বাস রা.-এর তাবিল। এখানে আমরা দেখাব ইমাম বুখারি ও ইমাম আহমাদ রাহ.-এর তাবিল।

মজার কথা হলো, বর্তমানের কথিত নব্য সালাফি ধারার অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহ.-এর মতে, সিফাতের তাবিল কোনো মুসলিম করতে পারে না। আসুন আলবানির বক্তব্যের পর্যালোচনার আগে আমরা ইমাম বুখারির তাবিল দেখে আসি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

আল্লাহর ওয়াজহ (চেহারা) ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল। [সুরা কাসাস : ৮৮]

'ওয়াজহুন'-এর শাব্দিক অর্থ চেহারা। বাহ্যিকভাবে এ আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহর চেহারা ছাড়া সবকিছু ধ্বংসশীল। এখানে চেহারা দ্বারা কী উদ্দেশ্য? ইমাম বুখারি রাহ. এ আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে বলেন,

---

[৪৫] প্রাগুক্ত : ১২/৪৭৫।

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ إِلَّا مُلْكَهُ.

সবকিছু ধ্বংসশীল আল্লাহর চেহারা ছাড়া। অর্থাৎ, তাঁর রাজত্ব ছাড়া কারও রাজত্ব থাকবে না।[৪৬]

'ওয়াজহ' এটি গুণবাচক শব্দ। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো আল্লাহর আকৃতি নেই। কারণ, আকৃতি হয় মাখলুকের। এ জন্য ইমাম বুখারি 'ওয়াজহ'-এর ব্যাখ্যা করেছেন রাজত্ব দিয়ে। অর্থাৎ, সবার রাজত্বের সমাপ্তি থাকলেও আল্লাহর রাজত্ব কখনো শেষ হবে না। এখানে তিনি 'ওয়াজহ' দ্বারা যে রাজত্ব বুঝিয়েছেন, আকিদার পরিভাষায় এটাকে বলে 'তাবিল'। এখান থেকে প্রতীয়মান হলো, ইমাম বুখারিও তাবিল করেছেন।

এ ব্যাপারে আমরা নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহ.-এর বক্তব্য দেখব। আলবানিকে বুখারি রাহ.-এর তাবিলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

لأن تفسير قوله تعالى : ﴿وَّ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ﴾ أي : ملكه، يا أخي! هذا لا يقوله مسلم مؤمن، وقلت أيضاً : إن كان هذا موجوداً فقد يكون في بعض النسخ، فإذاً الجواب تقدم سلفاً.

ইমাম বুখারি 'ওয়াজহ'-এর তাবিল করেছেন 'রাজত্ব' বলে—প্রিয় ভাই, এমনটা কোনো মুমিন-মুসলিম বলতে পারে না। এ ছাড়া বুখারির এ বক্তব্য থাকলেও কিছু নুসখায় আছে। এর উত্তর ইতিমধ্যে প্রদান করা হয়েছে।[৪৭]

তিনি ইমাম বুখারির ব্যাপারে কত বড় স্পর্ধা দেখিয়েছেন! ইমাম বুখারির তাবিলের ব্যাপারে বলছেন যে, 'এটা কোনো মুমিন-মুসলিম করতে পারে না!'

আলবানিকে জিজ্ঞেস করা দরকার যে, বাস্তবেই কি আপনি ইমাম বুখারিকে মুমিন-মুসলিম মনে করেন না?

প্রিয় পাঠক, শাখাগত মাসআলার ক্ষেত্রে এরা একদিকে যেমন বুখারির কথা বলে মিছিল দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করে, অন্যদিকে তারাই আবার আকিদার প্রশ্নে ইমাম বুখারির ইমান নিয়ে প্রশ্ন ওঠায়!

এবার আমরা ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহ.-এর তাবিল দেখব। আলবানির ফাতওয়া অনুযায়ী ইমাম আহমাদও ইসলাম ও ইমান থেকে বেরিয়ে গেছেন! ইমাম ইবনু কাসির

[৪৬] *সহিহ বুখারি* : ১৭৮৭।

[৪৭] *মাওসুআতুল আলবানি ফিল আকিদা* : ৬/৩২৬।

রাহ. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ায়* সনদসহ বর্ণনা করেছেন,

وروى البيهقي عن الحاكم عن أبي عمرو بن السماك عن حنبل أن أحمد بن حنبل تأول قول الله تعالى : ﴿وَّ جَآءَ رَبُّكَ﴾ أنه جاء ثوابه. ثم قال البيهقي : وهذا إسناد لا غبار عليه.

ইমাম বায়হাকি বর্ণনা করেছেন হাকিম থেকে, তিনি আবু আমর ইবনু সিমাক থেকে, তিনি হাম্বল থেকে, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার বাণী—'আর এখন আপনার রব আসবেন' [সুরা ফাজর : ২২]-এর তাবিল করেছেন। 'রব আসা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রবের পক্ষ থেকে বিনিময় আসবে। ইমাম বায়হাকি বলেন, এই বর্ণনার সনদে কোনো অস্পষ্টতা নেই।[৪৮]

ইবনু কাসির রাহ. ইমাম আহমাদের আরেকটি 'তাবিল' উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন,

وروى البيهقي من طريق إسماعيل بن محمد بن إسماعيل السلمي عن أحمد أنه قال : من قال : القرآن محدث فهو كافر. ومن طريق أبي الحسن الميموني عن أحمد أنه أجاب الجهمية حين احتجوا عليه بقوله تعالى : ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَ هُمْ يَلْعَبُوْنَ﴾ الانبياء :قال : يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث، لا الذكر نفسه هو المحدث. وعن حنبل عن أحمد أنه قال : يحتمل أن يكون ذكر آخر غير القرآن، وهو ذكر رسول الله ﷺ أو وعظه إياهم.

ইমাম বায়হাকি রাহ. ইসমাইল ইবনু মুহাম্মাদের সূত্রে ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, কেউ যদি বলে কুরআন নবসৃষ্ট, তাহলে সে কাফির।

কুরআন নবসৃষ্টি হওয়ার পক্ষে জাহমিরা একটি আয়াত দিয়ে দলিল দিয়ে থাকে। আয়াতটি হলো—'যখন তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে নতুন কোনো বিষয় আসে, তারা সেটা নিয়ে খেলতামাশা করে।' [সুরা আম্বিয়া : ২] এ আয়াতের জবাবে ইমাম আহমাদ বলেন, হতে পারে আমাদের কাছে অবতীর্ণ হওয়া নবসৃষ্ট; কিন্তু মূল কুরআন নবসৃষ্ট নয়।

হাম্বল রাহ. ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, এখানে

[৪৮] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* : ১০/৩৬১।

কুরআন ছাড়া অন্য কিছুর কথা বলা হয়েছে। সেটা হলো, রাসুল ﷺ-এর বিধান কিংবা নসিহত।[৪৯]

ব্যাপারটি একটু খুলে বলি। আরবিতে একটি শব্দ আছে 'মুহদাস'। এর অর্থ হলো, নবসৃষ্ট। কুরআন যেহেতু আল্লাহর কালাম, এ জন্য এটি মুহদাস নয়। ইমাম আহমাদের মতে, কুরআনকে কেউ 'মুহদাস' তথা নবসৃষ্ট বললে সে কাফির। এখন যে আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে 'মিন রাব্বিহিম মুহদাস' তথা 'মুহদাস' শব্দ অবতীর্ণ হওয়া কুরআনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

ইমাম আহমাদ রাহ. এর দুটি ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত, এটি ব্যবহার করা হয়েছে আমাদের কাছে অবতীর্ণ হওয়া আয়াতের ব্যাপারে; মূল কুরআন নয়। দ্বিতীয়ত, এখানে কুরআনের আয়াত অস্বীকারের কথা বলা হয়নি; বরং রাসুল ﷺ-এর নির্দেশাবলি অস্বীকারের কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাখ্যাদ্বয়কে আকিদার পরিভাষায় বলা হয় 'তাবিল'।

এবার একপাশে আপনি ইমাম বুখারি আর ইমাম আহমাদের তাবিল রাখুন। আরেক পাশে রাখুন আলবানির ফাতওয়া। আলবানির ফাতওয়ামতে ইমাম বুখারি ও আহমাদ যে কাজ করেছেন, সেটা কোনো মুমিন, মুসলিম করতে পারে না! ইমানবিধ্বংসী কাজ উভয় ইমাম করে ফেলেছেন! লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

তিন. ইমাম বুখারির আরেকটি তাবিল ও আলবানির ফাতওয়া

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, সিফাতের ক্ষেত্রে 'তাফওয়িজ' ও 'তাবিল' দুটোই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা। তাবিলের আলোচনা করতে গিয়ে আমরা ইমাম বুখারি ও আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহ.-এর দুটি তাবিল পেশ করেছিলাম। বুখারি রাহ. মন্তব্যের ব্যাপারে আলবানি রাহ.-এর বক্তব্য দেখিয়েছিলাম যে, তাঁর মতে বুখারি যে 'তাবিল' করেছেন, সেটা কোনো মুমিন-মুসলমান করতে পারে না। এখন আমরা ইমাম বুখারির আরেকটি তাবিল নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

يَضْحَكُ اللهُ لِرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ يُقْتَلُ هَذَا فَيَلِجُ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الآخَرِ فَيَهْدِيهِ إِلَى الإِسْلاَمِ ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشْهَدُ.

[৪৯] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*: ১০/৩৬১।

আল্লাহ তাআলা এমন দুই ব্যক্তির জন্য হাসবেন, যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করবে; অথচ তাদের উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবিরা বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, এটা কীভাবে সম্ভব?' তিনি বললেন, তাদের একজনকে হত্যা করা হয়। সে জান্নাতে প্রবেশ করে। এরপর হত্যাকারীর ওপর আল্লাহ সদয় হবেন এবং তাকেও ইসলামের হিদায়াত দান করবেন। তারপর সে-ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে এবং শহিদ হয়ে যাবে।[৫০]

এ হাদিসে সিফাত হিসেবে 'জিহক' তথা হাসির কথা বলা হয়েছে। আর আমরা জানি হাসি মূলত বান্দার একটি গুণ। আর আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির সবধরনের সাদৃশ্য থেকে পবিত্র। তাহলে এ হাদিসে হাসি দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

এ ব্যাপারে ইমাম বুখারির বক্তব্য অনেকেই নকল করেছেন। ইমাম বায়হাকি রাহ. বলেন,

وأما الضحك المذكور في الخبر فقد روى الفربري عن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أنه قال : معنى الضحك فيه الرحمة.

হাদিসে যে 'জিহক' তথা হাসির কথা বর্ণিত হয়েছে, ইমাম ফারাবরি ইমাম বুখারি থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, এখানে হাসি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রহমত।[৫১]

এখানে বুখারি রাহ. হাসির ব্যাখ্যা করেছেন রহমত দ্বারা। আল্লাহ হাসেন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন। এই যে ইমাম বুখারি হাসি দ্বারা রহমত উদ্দেশ্য নিয়েছেন, আকিদার পরিভাষায় এটাকে বলে 'তাবিল'।

ইমাম খাত্তাবি রাহ. বলেন,

قال أبو عبد الله : معنى الضحك الرحمة.

ইমাম বুখারি রাহ. বলেন, এ হাদিসে 'হাসি' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রহমত।

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. তাঁর কাছে থাকা *সহিহ বুখারির* নুসখায় না পেলেও ইমাম খাত্তাবির সূত্রে বক্তব্যটি নকল করেছেন। তিনি বলেন,

وقال الخطابي إطلاق العجب على الله محال ومعناه الرضا فكأنه قال

---

[৫০] *সহিহ বুখারি* : ২৮২৬; *সহিহ মুসলিম* : ৫০০০।

[৫১] *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত* : ৬৩০।

أن ذلك الصنيع حل من الرضا عند الله حلول العجب عندكم قال وقد يكون المراد بالعجب هنا أن الله يعجب ملائكته من صنيعهما لندور ما وقع منهما في العادة قال وقال أبو عبد الله معنى الضحك هنا الرحمة قلت ولم أر ذلك في النسخ التي وقعت لنا من لبخاري.

আল্লাহর ওপর আশ্চর্য হওয়া ব্যবহার করা অসম্ভব। এ জন্য 'আল্লাহ আশ্চর্য হন' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি...।

ইমাম বুখারি রাহ. বলেন, 'হাসি' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রহমত। ইবনু হাজার রাহ. বলেন, আমার হাতে থাকা *সহিহ বুখারি*র নুসখায় আমি এ বক্তব্য পাইনি। ইবনু হাজার না পেলেও ইমাম খাত্তাবি ও বায়হাকি পেয়েছেন। এ জন্য শাস্ত্রীয়ভাবে এ ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আপত্তি নেই।[৫২]

আমরা দেখতে পেলাম ইমাম বুখারি তাবিল করেছেন। এবার আপনারা আলবানি রাহ.-এর বক্তব্য আবার পড়ুন। তিনি লেখেন,

يا أخي! هذا لا يقوله مسلم مؤمن.

প্রিয় ভাই, এমনটি কোনো মুসলিম-মুমিন বলতে পারে না।[৫৩]

শাখাগত আমলের মাসআলার ক্ষেত্রে তাঁরা সারা দিন বুখারি বুখারি করলেও আকিদার প্রশ্নে বুখারির ইমান নিয়েও প্রশ্ন তুলতে পারেন! আল্লাহ তাঁদের থেকে উম্মাহকে রক্ষা করুন।

চার. ইবনু হিব্বানও আকিদাভ্রষ্ট

জাহান্নাম-সংক্রান্ত একটি হাদিস ইমাম ইবনু হিব্বান রাহ. তাঁর *সহিহ ইবনু হিব্বানে* বর্ণনা করেছেন। আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

يُلْقَى فِي النَّارِ فَتَقُولُ : هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ الرَّبُّ جَلَّ وَعَلَا قَدَمَهُ فِيهَا، فَتَقُولُ : قَطْ قَطْ.

জাহান্নামে (মানুষকে) নিক্ষেপ করা হবে আর জাহান্নাম বলতে থাকবে, 'আরও আছে কি?' একপর্যায়ে আল্লাহ তাআলা স্বীয় কদম জাহান্নামের

[৫২] *ফাতহুল বারি* : ৮/৬৩২।

[৫৩] *মাওসুআতুল আল্লামা আলবানি* : ৭/৩২৬।

ওপর রাখবেন। তখন বলবে, কাত কাত অর্থাৎ, যথেষ্ট, যথেষ্ট।[৫৪]

এই হাদিসে জাহান্নামের ওপর আল্লাহর পা রাখার কথা এসেছে। ইমাম ইবনু হিব্বান রাহ. সেটার তাবিল তথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

وَذَلِكَ أَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الْأُمَمِ وَالْأَمْكِنَةِ الَّتِي عُصِيَ اللهُ عَلَيْهَا، فَلَا تَزَالُ تَسْتَزِيدُ حَتَّى يَضَعَ الرَّبُّ جَلَّ وَعَلَا مَوْضِعًا مِنَ الْكُفَّارِ وَالْأَمْكِنَةِ فِي النَّارِ، فَتَمْتَلِئُ فَتَقُولُ : قَطْ قَطْ، تُرِيدُ : حَسْبِي حَسْبِي، لِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ الْقَدَمِ عَلَى الْمَوْضِعِ، قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا : ﴿لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ يُرِيدُ : مَوْضِعَ صِدْقٍ، لَا أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي النَّارِ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَى عَنْ مِثْلِ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ

কিয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মত এবং যে জায়গায় আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয়েছিল, সেটাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর আরও বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহ তাআলা কাফিরদের কিছু জায়গা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তখন সেটা ভরে যাওয়ার পর জাহান্নাম বলবে, 'কাত কাত' অর্থাৎ, যথেষ্ট যথেষ্ট।

আরবি ভাষায় 'কাদাম' তথা 'পা' শব্দটি জায়গা অর্থে ব্যবহার হয়। কুরআনে আল্লাহ বলেন, لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ। এখানে 'কাদাম' এর শাব্দিক অর্থ হলো, তাদের জন্য সত্যের পা রয়েছে তাদের রবের কাছে। আর 'কাদাম' দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো জায়গা। তবে আয়াতে এটা উদ্দেশ্য নয় যে, আল্লাহ তাআলা জাহান্নামে পা রাখবেন। কেননা, আল্লাহ তাআলা এ ধরনের উপমা ও সাদৃশ্যের ঊর্ধ্বে।

ইবনু হিব্বান রাহ. আল্লাহর পা রাখার তাবিল করেছেন কাফিরদের আবাসস্থল রাখার দ্বারা। এর পক্ষে কুরআনের একটি আয়াত দিয়ে তিনি দলিলও পেশ করেছেন, যে আয়াতে 'কাদাম' শব্দটি জায়গা অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

সালাফি ভাইয়েরা এখন ফাতওয়া দিতে শুরু করুন যে, ইমাম ইবনু হিব্বান রাহ. আকিদাভ্রষ্ট হয়ে গেছেন!

পাঁচ. সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর তাবিল

সিফাতের ক্ষেত্রে তাবিলের কথা বললেই নামধারী সালাফিরা তেড়ে আসেন। আলবানি

[৫৪] *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ২৬৮।

রাহ. তো তাবিল করার কারণে ইমাম বুখারির ইমান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন! অথচ মুজাফফারদের মাজহাবে আকিদাভ্রষ্টরা সিফাতের তাবিল করে! আসুন, *মুসলিমের* একটি হাদিস পড়ি। রাসুল ﷺ বলেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي.

কিয়ামতের দিন আল্লাহ বান্দাদের বলবেন, হে আদমসন্তান, আমি অসুস্থ হয়েছিলাম; তোমার আমার সেবা করোনি। আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম; তোমরা আমাকে খাবার দাওনি।[৫৫]

এখানে আল্লাহ বলেছেন 'আমি অসুস্থ হই'। সালাফিদের দাবি অনুযায়ী হাদিসের কথামতো আমরা কি এখন আল্লাহর জন্য 'অসুস্থ' এবং 'ক্ষুধা' সিফাত সাব্যস্ত করব? নাউজুবিল্লাহ! অথচ আল্লাহর সিফাত হিসেবে 'অসুস্থ' কিংবা 'ক্ষুধা' সাব্যস্ত করা কুফরি। কারণ, আল্লাহ তাআলা সবধরনের অপূর্ণতার গুণ থেকে মুক্ত।

তাহলে আল্লাহ অসুস্থ হওয়া বা ক্ষুধার্ত হওয়ার ব্যাখ্যা কী? আল্লাহ নিজেই বলেন,

قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟

আল্লাহ জিজ্ঞেস করার পর বান্দা বলবে, আমরা কীভাবে আপনার সেবা করব, আপনি তো পুরো জাহানের রব? আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল। তুমি তার সেবা করোনি। যদি তুমি তার সেবা করতে, তাহলে তুমি আমাকে তার কাছে পেতে।[৫৬]

এখানে আল্লাহ অসুস্থ হওয়ার তাবিল করেছেন বান্দা অসুস্থ হওয়ার দ্বারা। কথিত আকিদা-বিশেষজ্ঞরা কি এবার আল্লাহর দিকে অভিযোগের আঙুল তুলবেন?

'আমাকে কাছে পেতে'—এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইমাম নববি রাহ. বলেন,

قَالُوا وَمَعْنَى وَجَدْتَنِي عِنْدَهُ أَيْ وَجَدْتَ ثَوَابِي وَكَرَامَتِي.

আলিমরা বলেন, 'তার কাছে আমাকে পেতে' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমার সাওয়াব ও কারামত পেতে।[৫৭]

---

[৫৫] *সহিহ মুসলিম* : ২৫৬৯।

[৫৬] প্রাগুক্ত : ২৫৬৯।

[৫৭] *আল-মিনহাজ* : ১৬/১২৫।

আল্লাহকে পাওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাওয়াব পাওয়া। আকিদার পরিভাষায় এটাকেই বলে 'তাবিল'। তাবিল করলেই যদি আকিদাভ্রষ্ট হয়ে যায়, জানি না সালাফি নামধারীরা কতজন ইমামকে আকিদাভ্রষ্ট বলবেন!

ছয়. আল্লাহ কোথায় : দাসীর হাদিস এবং একটি পর্যালোচনা

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অবস্থান-সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের আকিদা বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম আবু হানিফা রাহ. বলেন,

أَرَأَيْت لَو قيل أَيْن الله تَعَالَى فَقَالَ يُقَال لَهُ كَانَ الله تَعَالَى وَلَا مَكَان قبل ان يخلق الْخلق وَكَانَ الله تَعَالَى وَلم يكن أَيْن وَلَا خلق كل شَيْء وَهُوَ خَالق كل شَيْء.

আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় 'আল্লাহ কোথায়?' ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর উত্তরে বলেন, তাকে বলা হবে সৃষ্টির অস্তিত্বের আগে যখন কোনো স্থানই ছিল না, তখনো আল্লাহ তাআলা ছিলেন। আল্লাহ তখনো ছিলেন, যখন কোনো স্থান ছিল না। এমনকি কোথাও বলার মতো কোনো স্থান ছিল না। সৃষ্টির একটি পরমাণুও যখন ছিল না, তখনো আল্লাহ ছিলেন। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা।[৫৮]

এখান থেকে আমরা স্পষ্ট জানতে পারলাম, যখন 'আইনা' তথা প্রশ্ন করার মতো কোনো জায়গা ছিল না, তখনো আল্লাহ ছিলেন। এ জন্য তিনি জায়গা, দিক, সীমা-পরিসীমা এগুলোর ঊর্ধ্বে। এ ব্যাপারে ইমাম তাহাবি রাহ. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা বর্ণনা করেছেন এভাবে,

قوله : وتعالى عن الحدود والغايات، والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.

আল্লাহ তাআলা সবধরনের সীমা-পরিসীমা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সহায়ক বস্তু এবং উপায়-উপকরণ থেকে পবিত্র। অন্যান্য সৃষ্টি বস্তুর মতো ছয় দিক তাঁকে বেষ্টন করে না।[৫৯]

এবার আমরা যাব আলোচিত দাসীর হাদিসের দিকে। রাসুল ﷺ দাসীকে 'আইনা আল্লাহ' তথা সরল অর্থে 'আল্লাহ কোথায়?' জিজ্ঞেস করেছিলেন। জবাবে দাসী বলেছিল, তিনি

---

[৫৮] *আল-ফিকহুল আবসাত* : ৫৭।

[৫৯] *আকিদাতুত তাহাবি* : ১৫।

আসমানের মধ্যে। পুরো ঘটনা উল্লেখ না করে আমরা হাদিসের আলোচিত অংশ আপনাদের সামনে পেশ করছি,

فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: ائْتِنِي بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

আমি দাসীকে নিয়ে রাসুল ﷺ-এর দরবারে গিয়ে বললাম, আমি কি তাকে মুক্ত করে দেবো? তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। আমি তাকে নিয়ে গেলে রাসুল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ কোথায়?' সে বলল, 'আসমানের মধ্যে।' জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কে?' সে বলল, 'আপনি আল্লাহর রাসুল।' রাসুল ﷺ তখন বললেন, 'তাকে আজাদ করে দাও। কারণ, সে মুমিন।'[৬০]

সনদের দিক থেকে এ বর্ণনা সহিহ। এখানে তো আমরা দেখতে পেলাম, রাসুল ﷺ তাকে 'আল্লাহ কোথায়' এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন!

এ হাদিস নিয়ে পর্যালোচনা করার আগে মোটাদাগে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখুন। এখানে রাসুল ﷺ-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল, দাসীর ইমান আছে কি না, সেটা পরীক্ষা করা। আর ইমান পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহর তাওহিদের সাক্ষী দেওয়া শর্ত। রাসুল ﷺ দাসী ছাড়াও আরও অনেকের ইমান যাচাই করেছেন; কিন্তু কাউকে 'আল্লাহ কোথায়' এ প্রশ্ন করেননি।

রাসুল ﷺ দাসীকে কী প্রশ্ন করেছিলেন? ব্যাপারটি বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্নভাবে এসেছে। এখানে কয়েকটি বর্ণনা আমরা তুলে ধরব।

একই ঘটনা ইমাম আবদুর রাজ্জাক সানআনি রাহ. তাঁর *মুসান্নাফে* বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনার শব্দ হলো,

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ائْتِنِي بِهَا فَسَأَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ: أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ قَالَتْ نَعَمْ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.....

রাসুল ﷺ তাকে বললেন, দাসীকে আমার কাছে নিয়ে আসো। আসার পর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি সাক্ষ্য দাও, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' এরপর আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি সাক্ষ্য

[৬০] *সহিহ মুসলিম :* ৫৩৭।

দাও, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল?' সে বলল, 'হ্যাঁ।'[৬১]

এ বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই, রাসুল ﷺ তাকে 'আল্লাহ কোথায়?' এটা জিজ্ঞেস করেননি; বরং জিজ্ঞেস করেছেন, 'তুমি কি সাক্ষী দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই?' আর কেউ যদি আল্লাহকে একমাত্র রব মানে, তাহলেই সে ইমানদার। আল্লাহকে একমাত্র রব না মেনে যদি বিশ্বাস করে, আল্লাহ আসমানে আছেন, তাহলে তাকে ইমানদার বলা যাবে না।

আকিদা প্রমাণের জন্য قطعي الدلالة তথা আপনি যে বিষয়টি প্রমাণের জন্য দলিল পেশ করছেন, সে ব্যাপারে অকাট্য হওয়া শর্ত। এমন যেন না হয়, ভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে।

উপর্যুক্ত হাদিসে আমরা দেখেছি, রাসুল ﷺ দাসীকে 'আল্লাহ কোথায়' এমন প্রশ্ন করেছেন, এটা অকাট্যভাবে বলার সুযোগ নেই। কারণ, *মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকের* বর্ণনায় ভিন্ন প্রশ্নের কথা এসেছে। তাই মূল বিষয়ের সঙ্গে *মুসান্নাফের* প্রশ্নটি বেশি প্রাসঙ্গিক।

ইমাম মালিক রাহ. দাসীকে প্রশ্ন করার ভিন্ন আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ. فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً. فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَتَشْهَدِينَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ. قَالَ : أَفَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ. قَالَ : أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَعْتِقْهَا.

একজন আনসারি ব্যক্তি রাসুল ﷺ-এর কাছে একজন দাসী নিয়ে এসে বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমার ওপর একজন মুমিন দাসী আজাদ করা ওয়াজিব। আপনি যদি তাকে মুমিন মনে করেন, তবে আমি তাকে স্বাধীন করে দেবো।' রাসুল ﷺ তখন ওই দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি সাক্ষী দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি সাক্ষী দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি

[৬১] *মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক* : ১৬৮১৫।

মৃত্যুর পর পুনরায় উত্থিত হওয়া বিশ্বাস করো?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' রাসুল ﷺ তখন ওই আনসারিকে বললেন, 'তুমি তাকে স্বাধীন করে দাও।'[৬২]

এখানে ভালোভাবে খেয়াল করুন। ওই ব্যক্তি রাসুল ﷺ-এর কাছে এসেছিলেন দাসী ইমানদার কি না, সেটা যাচাই করতে। রাসুল ﷺ তখন ওই দাসীকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি সাক্ষী দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো রব নেই?' কিন্তু এটা জিজ্ঞেস করেননি যে, 'আল্লাহ কোথায়?'

দাসীকে প্রশ্ন করার ব্যাপারে আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন ইমাম দারিমি রাহ.। ঘটনাটি হলো,

أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ الشَّرِيدِ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : إِنَّ عَلَى أُمِّي رَقَبَةً، وَإِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً سَوْدَاءَ نُوبِيَّةً، أَفَتُجْزِئُ عَنْهَا، قَالَ ادْعُ بِهَا فَقَالَ أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

শারিদ বলেন, আমি রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, আমার ওপর একটি দাসী আজাদ করা ওয়াজিব। আমার কাছে একটি কালো দাসী রয়েছে, সেটা কি যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, 'তাকে ডেকে নিয়ে আসো।' আসার পর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি সাক্ষী দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'তাকে আজাদ করে দাও। কারণ, সে মুমিন।'[৬৩]

এ হাদিসেও আমরা দেখলাম দাসীর ইমান আছে কি না, সেটা পরীক্ষার জন্য রাসুল ﷺ তাওহিদের কথা জিজ্ঞেস করেছেন। এ থেকে এ ধারণা প্রবল হয় যে, দাসীকে মূলত তিনি এটাই জিজ্ঞেস করেছিলেন—আল্লাহ কোথায়—এটা দৃঢ়ভাবে বলার সুযোগ নেই। আর সন্দেহ চলে এলে এমন হাদিস দিয়ে আকিদার ক্ষেত্রে দলিল দেওয়া যায় না।

আমাদের আলোচিত হাদিসেও রাসুল ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল দাসীর ইমান আছে কি না, সেটা পরীক্ষা করা। এ কারণে এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববি রাহ. বলেন,

هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ وَفِيهَا مَذْهَبَانِ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمَا مَرَّاتٍ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَحَدُهُمَا الْإِيمَانُ بِهِ مِنْ غَيْرِ خَوْضٍ فِي مَعْنَاهُ مَعَ اعْتِقَادِ

[৬২] *মুওয়াত্তা মালিক* : ৬১৬।
[৬৩] *সুনানুদ দারিমি* : ২৩৯৩।

أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَتَنْزِيهِهِ عَنْ سِمَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ وَالثَّانِي تَأْوِيلُهُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ فَمَنْ قَالَ بِهَذَا قَالَ كَانَ الْمُرَادُ امْتِحَانَهَا هَلْ هِيَ مُوَحِّدَةٌ تُقِرُّ بِأَنَّ الْخَالِقَ الْمُدَبِّرَ الْفَعَّالَ هُوَ اللهُ وَحْدَهُ وَهُوَ الَّذِي إِذَا دَعَاهُ الدَّاعِي اسْتَقْبَلَ السَّمَاءَ كَمَا إِذَا صَلَّى الْمُصَلِّي اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُنْحَصِرٌ فِي السَّمَاءِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مُنْحَصِرًا فِي جِهَةِ الْكَعْبَةِ بَلْ ذَلِكَ لِأَنَّ السَّمَاءَ قِبْلَةُ الدَّاعِينَ كَمَا أَنَّ الْكَعْبَةَ قِبْلَةُ الْمُصَلِّينَ أَوْ هِيَ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ الْعَابِدِينَ لِلْأَوْثَانِ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَلَمَّا قَالَتْ فِي السَّمَاءِ عَلِمَ أَنَّهَا مُوَحِّدَةٌ وَلَيْسَتْ عَابِدَةً لِلْأَوْثَانِ.

এ হাদিস সিফাত-সংক্রান্ত হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। সিফাতের ব্যাপারে দুটি মাজহাব রয়েছে, যা কিতাবুল ইমানের একাধিক জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে। একটি হলো, কোনো ধরনের অর্থ সাব্যস্ত করা ছাড়া সেগুলো বিশ্বাস করা। সঙ্গে এই বিশ্বাস থাকা যে, আল্লাহ তাআলা কোনোকিছুর মতো নন। তিনি মাখলুকের সবধরনের সাদৃশ্য থেকে পবিত্র।

দ্বিতীয় মত হলো, আল্লাহর সত্তার শান অনুযায়ী কোনো ব্যাখ্যা করা। এখানে রাসুল ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল, দাসী আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী কি না, সেটা পরীক্ষা করা। সে এটা বিশ্বাস করে কি না যে, সৃষ্টিকর্তা, পরিকল্পনাকারী, কর্ম সম্পাদনকারী একমাত্র আল্লাহ। কেউ তাঁর কাছে দুআ করলে আসমানের দিকে মনোনিবেশ করে, যেমনভাবে নামাজে কিবলার দিকে মনোনিবেশ করে। আসমানের দিকে মনোনিবেশ করার অর্থ এই নয় যে, তিনি আকাশেই সীমাবদ্ধ, এমনভাবে তিনি কাবাঘরেও সীমাবদ্ধ নন। বরং উদ্দেশ্য হলো, দুআর কিবলা হলো আসমান, যেমনভাবে নামাজের কিবলা হলো কাবা।

আরেকটি ব্যাখ্যা হলো, আগত দাসী মূর্তির উপাসনাকারী ছিল। যখন সে আসমানের কথা বলল, তখন তিনি জানতে পারলেন যে, সে এক আল্লাহে বিশ্বাসী; মূর্তিপূজক নয়।[৬৪]

ইমাম নববি রাহ. মূলত সিফাতের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদার মৌলিক দুটি ধারার কথা বলেছেন। প্রথমটিকে আকিদার পরিভাষায় বলা

[৬৪] *আল-মিনহাজ* : ৫/২৪।

হয় 'তাফওয়িজ'। দ্বিতীয়টিকে বলা হয় 'তাবিল'। এখানে তিনি স্পষ্ট বলেছেন, রাসুল ﷺ-এর প্রশ্ন করার দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল, সে একত্ববাদে বিশ্বাসী কি না, সেটা পরীক্ষা করা। এ জন্য *মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক*সহ হাদিসের অন্যান্য কিতাবে যে প্রশ্ন এসেছে, সেটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ, এ ঘটনা ছাড়া অন্যান্য ঘটনায়ও দেখেছি তিনি ওই প্রশ্ন করেছেন। যেহেতু প্রশ্ন কী করেছেন, সে ব্যাপারে একাধিক মত চলে এসেছে, এ জন্য আকিদার ক্ষেত্রে এমন বর্ণনার মাধ্যমে দলিল পেশ করা যায় না।



ষষ্ঠ অধ্যায়

তাবিজ বনাম তামিমা

এক. তাবিজ বনাম তামিমা : একটি পর্যালোচনা

উকবা ইবনু আমির রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هٰذَا؟ قَالَ : إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ.

আল্লাহর রাসুর ﷺ-এর কাছে (বায়আত করার উদ্দেশ্যে) ১০ জন লোক এলেন। এর মধ্যে তিনি ৯ জনের কাছ থেকে বায়আত নিলেন; কিন্তু মাত্র একজনের থেকে নিলেন না। তখন উপস্থিত সবাই বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, আপনি ৯ জনের বায়আত নিলেন; কিন্তু ওর নিলেন না কেন?' জবাবে নবিজি বললেন, 'ওর দেহে কবচ রয়েছে।' এরপর ওই ব্যক্তি নিজ হাতে তা ছিঁড়ে ফেললেন। সুতরাং তাঁর কাছ থেকেও বায়আত নিলেন এবং বললেন, 'যে তাবিজ লটকালো, সে শিরক করল।'[৬৫]

আমাদের সমাজে যারা ব্যাপকভাবে তাবিজকে শিরক বলেন, তারা এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। মূলত এ হাদিসে রাসুল ﷺ-এর 'তামিমা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তারা 'তামিমা' দ্বারা উদ্দেশ্য নেন সবধরনের তাবিজ। এ জন্য কুরআনের আয়াত, হাদিসের ইবারত বা অর্থবোধক কোনো কথা কিংবা দুআ লিখে লটকালে সেটাকে তারা শিরক বলে ফাতওয়া দিয়ে দেন। অথচ কুরআনের আয়াত, হাদিস কিংবা কোনো দুআ বা অর্থবোধক কোনোকিছু লিখে লটকালে সেটাকে কখনো 'তামিমা' বলা হয় না। এটা শিরক কিংবা হারামও নয়। আর 'তামিমা' বলা হয় ছোট ছোট পাথর কিংবা হিংস্র প্রাণীর হাড্ডি কিংবা নখ ইত্যাদি লটকানো, সেটা কেউই জায়িজ বলেন না।

---

[৬৫] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৭৪২২; *সিলসিলাতুস সাহিহা* : ৪৯২।

আসুন প্রথমে আমরা লা-মাজহাবিদের গ্রহণযোগ্য কয়েকজন আলিমের বক্তব্য থেকে 'তামিমা'র অর্থ জেনে আসি, 'তামিমা' দ্বারা তাঁরা কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন?

১. নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহ. বলেন,

التمائم جمع تميمة، وأصلها خرزات تعلقها العرب على رأس الولد لدفع العين، ثم توسعوا فيها فسموا بها كل عوذة.

'তামায়িম' শব্দটি 'তামিমা' এর বহুবচন। মূল অর্থ হলো ছোট ছোট পাথর। আরবের লোকজন শিশুদের বদনজর থেকে রক্ষার জন্য বাচ্চাদের গলায় ছোট ছোট পাথর ঝুলিয়ে দিত। এরপর অর্থে প্রশস্ততা এসেছে। এখন সবধরনের বস্তুকে 'তামিমা' বলা হয়।[৬৬]

আলবানির বক্তব্য থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, রাসুল ﷺ-এর যুগে ছোট ছোট পাথর লটকানোকে 'তামিমা' বলা হতো। সেটাকে আমরাও জায়িজ মনে করি না।

আরেক জায়গায় তিনি বলেন,

التميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام كما في النهاية لابن الأثير.

'তামিমা' বলা হয় ছোট ছোট পাথরকে। আরবের লোকজন তাদের ধারণামতে মানুষের বদনজর থেকে বাঁচাতে শিশুদের গলায় ছোট ছোট পাথর লটকিয়ে দিত। ইসলাম একে বাতিল করে দিয়েছে। যেমনটি ইমাম ইবনুল আসির রাহ. *আন-নিহায়াতে* বলেছেন।[৬৭]

আলবানির বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি, কুরআনের আয়াত লিখে লটকালে আরবের লোকজন সেটাকে 'তামিমা' বলত না; বরং ছোট ছোট পাথর লটকানোকে তারা 'তামিমা' মনে করত।

২. শায়খ মুনাবি রাহ. বলেন,

والتمائم واحدتها تميمة خرزات تعلقها العرب على أولادها لاتقاء العين فأبطلها الشارع ونهى عنها.

'তামায়িম' শব্দটি 'তামিমা' এর বহুবচন। আর তামিমা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ছোট ছোট পাথর। আরবের লোকজন তাদের ধারণামতে মানুষের বদনজর

[৬৬] *সিলসিলাতুল আহাদিসিস সাহিহা* : ১/৬৫০

[৬৭] প্রাগুক্ত : ১/৮৯০।

থেকে হিফাজতের জন্য শিশুদের গলায় তা লটকিয়ে দিত। ইসলাম একে বাতিল করে দিয়েছে এবং ছোট ছোট পাথর লটকাতে নিষেধ করেছে।[৬৮]

আরেক জায়গায় তিনি বলেন,

والتميمة خرزات تعلق على الأولاد للعين فأبطل النبي ﷺ ذلك.

'তামিমা' বলা হয় ছোট ছোট পাথরকে, আরবের লোকজন বদনজর থেকে বাঁচাতে তাদের শিশুদের গলায় লটকিয়ে দিত। রাসুল ﷺ সেটা বাতিল করে দিয়েছেন।[৬৯]

৩. আবদুর রাহমান মুবারাকপুরির দৃষ্টিতেও তাবিজ ও তামিমা এক নয়। তিনি বলেন,

مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا أَيْ مَنْ عَلَّقَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ التَّعَاوِيذِ وَالتَّمَائِمِ وَأَشْبَاهِهَا مُعْتَقِدًا أَنَّهَا تَجْلُبُ إِلَيْهِ نَفْعًا أَوْ تَدْفَعُ عَنْهُ ضَرًّا.

যে ব্যক্তি তামিমা, তাবিজ কিংবা এ জাতীয় কোনোকিছু লটকালো এ আকিদা রেখে যে, লটকানো বস্তু তার উপকার কিংবা ক্ষতি করবে, তাহলে সেটা শিরক হবে।[৭০]

এখানে তিনি তামিমা ও তাবিজকে আলাদা করে উল্লেখ করেছেন। বোঝা গেল তাঁর কাছে তামিমা ও তাবিজ ভিন্ন ভিন্ন জিনিস; দুটো এক নয়।

৪. শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ বলেন,

التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان أو الكبار أو يوضع على البيوت أو السيارات من خرزات وعظام لدفع الشر وخاصة العين أو لجلب النفع.

'তামিমা' বলা হয় ছোট ছোট পাথর ও হাড্ডিকে, যা শিশু ও বড়দের গলায় লটকানো হয়; অথবা ঘর কিংবা গাড়িতে এ উদ্দেশ্যে রাখা হয় যে, এ হাড্ডি কিংবা ছোট পাথর অনিষ্টতা দূর করবে বা উপকার করবে।[৭১]

৫. শাওকানি রাহ. বলেন,

والتمائم جمع تميمة، وهي خرزات كان العرب تعلقها على أولادهم

[৬৮] *ফায়জুল কাদির* : ৬/১৮১।

[৬৯] প্রাগুক্ত : ৩/৩২১।

[৭০] *তুহফাতুল আহওয়াজি* : ৬/১৯৯।

[৭১] *ইসলাম ওয়েব* : ১০৫৪৩।

يمنعون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام.

'তামায়িম' শব্দটি 'তামিমা' এর বহুবচন। 'তামিমা' বলা হয় ছোট ছোট পাথরকে, আরবের লোকজন বদনজর থেকে বাঁচাতে তাদের শিশুদের গলায় লটকিয়ে দিত। রাসুল ﷺ সেটা বাতিল করে দিয়েছেন।[৭২]

৬. আবুল হাসান সিন্ধি রাহ. বলেন,

التمائم جمع تميمة أريد بها الخرزات التي يعلقها النساء في أعناق الأولاد على ظن أنها تؤثر وتدفع العين.

'তামায়িম' শব্দটি 'তামিমা' এর বহুবচন। 'তামিমা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ছোট ছোট পাথর, আরবের মহিলারা যে পাথরগুলো তাদের শিশুদের গলায় এ ধারণায় লটকিয়ে দিত যে, পাথরগুলো নিজস্ব ক্ষমতায় বদনজর থেকে বাচ্চাদের রক্ষা করবে।[৭৩]

আরেক জায়গায় তিনি বলেন,

المراد تمائم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع وعظامها، أما ما يكون بالقرآن والأسماء الإلهية فهو خارج عن هذا الحكم بل جائز لحديث عبد الله بن عمرو أنه كان يعلق على الصغار بعض ذلك، وقيل القبح إذا علق شيئًا معتقدًا جلب نفع أو دفع ضرر أما للتبرك فيجوز.

যে হাদিসে 'তামিমা' লটকাতে নিষেধ করা হয়েছে, সে হাদিসে 'তামিমা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাহিলি যুগের তামিমা; আর সেটা হলো ছোট ছোট পাথর, হিংস্র প্রাণীর নখ ও হাড্ডি লটকানো। এখন যদি কেউ কুরআনের আয়াত কিংবা আল্লাহর নাম লিখে লটকায়, তাহলে সেটা এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা.-এর হাদিস দ্বারা জায়িজ প্রমাণিত। কারণ, তিনি ছোট বাচ্চাদের গলায় কুরআনের আয়াত লিখে রেখেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, যদি কেউ এ বিশ্বাস রেখে লটকায় যে, এ লটকানো বস্তুই তার উপকার কিংবা ক্ষতি করার সামর্থ্য রাখে, তখন সেটা শিরক হবে। তবে বরকত মনে করে লটকালে জায়িজ হবে।[৭৪]

---

[৭২] *নাইলুল আওতার*: ৮/২২১।

[৭৩] *ফাতহুল ওয়াদুদ*: ৪/১৩।

[৭৪] তদেব।

৭. শায়খ নুরুদ্দিন আজিজি রাহ. বলেন,

والتمائم جمع تميمه خرزات تعلقها العرب على أولادها لدفع العين.

তামিমা বলা হয় ছোট ছোট পাথরকে, আরবের লোকজন মানুষের বদনজর থেকে বাঁচতে শিশুদের গলায় লটকিয়ে রাখত।[৭৫]

৮. সাইয়িদ মুহাম্মাদ সাবিক বলেন,

هي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم، فأبطله الاسلام ونهى عنه.

তামিমা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ছোট ছোট পাথর। আরবের লোকজন তাদের ধারণামতে মানুষের বদনজর থেকে শিশুদের বাঁচাতে তাদের তা গলায় লটকিয়ে দিত। ইসলাম একে বাতিল করে দিয়েছে এবং ছোট ছোট পাথর লটকাতে নিষেধ করেছে।[৭৬]

এখানে আমি লা-মাজহাবিদের গ্রহণযোগ্য আটজন ইমামের বক্তব্য তুলে ধরলাম। তারা সকলেই 'তামিমা' অর্থ করেছেন ছোট ছোট পথর লটকানো। আরবের মহিলারা এই উদ্দেশ্যে বাচ্চাদের গলায় ছোট ছোট পাথর লটকিয়ে রাখত যে, এ পাথর বদনজর থেকে বাচ্চাদের রক্ষা করবে। এটা সর্বসম্মত মতে শিরক।

মূলত আলোচনার টপিক হলো কুরআনের আয়াত, হাদিস, দুআ বা অর্থবোধক কোনোকিছু লিখে লটকানো শিরক কি না। আমরা বলি জায়িজ আর তারা বলেন শিরক। তাদের দলিল হলো 'তামিমা'র হাদিস। অথচ তামিমা ও তাবিজ সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

আমাদের আলোচনা শুধু লা-মাজহাবিদের গ্রহণযোগ্য আলিমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছি না; বরং ১৪ শত বছরে উম্মাহর গ্রহণযোগ্য ইমামরা 'তামিমা'র কী অর্থ করেছেন, সে ব্যাপারেও আলোচনা করছি।

দুই. ইমামদের দৃষ্টিতে 'তামিমা'র অর্থ

১. আরবি ভাষার প্রাচীন গ্রন্থ *কিতাবুল জিমের* লেখক আবু আমর শায়বানি রাহ. লেখেন,

قال الأكوعي التمائم الخرز الذي يعلق على الإنسان أو الدابة مخافة العين.

[৭৫] শায়খের ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

[৭৬] *ফিকহুস সুন্নাহ* : ১/১৯৫।

ইমাম আকুয়ি রাহ. বলেন, তামিমা হলো সেই ছোট ছোট পাথরের নাম, যেগুলো মানুষ কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর গলায় লটকানো হয় বদনজর থেকে রক্ষা পেতে।[৭৭]

২. একই সময়ের আরেক আরবি ভাষাবিদ ইমাম আবু জায়েদ বলেন,

التميمة خرزة رقطاء تنظم في السير ثم يعقد في العنق.

তামিমা বলা হয় ছোট কালো পাথরকে, যেগুলো সুতোয় গেঁথে ঘাড়ে লটকানো হয়।[৭৮]

৩. যে হাদিসে ঝাড়ফুঁক ও তামিমাকে শিরক বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে প্রখ্যাত ফকিহ ও ভাষাবিদ আবু উবায়েদ কাসিম ইবনু সাল্লাম রাহ. বলেন,

إنما أراد بالرقى والتمائم عندي ما كان بغير لسان العربية مما لا يدرى ما هو.

ঝাড়ফুঁক ও তামিমা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো, যেটা আরবি ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় হয় এবং অর্থ অস্পষ্ট হয়।[৭৯]

আবু উবায়েদের কথা থেকে বোঝা যায়, তামিমা দুই ধরনের—১. যা আল্লাহর নাম, কুরআনের আয়াত বা জিকির দিয়ে হয়। ২. যা কুফরি কালাম বা অন্য কিছু দিয়ে হয় অথবা অবোধ্য কোনো ভাষায় হয়।

আবু উবায়েদ রাহ. হাদিসের দুর্বোধ্য শব্দাবলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের নিমিত্তে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তাতে বেশকিছু ভুল ছিল। ফলে এসব ভুল সংশোধন করে ভাষাবিদ ইবনু কুতায়বা রাহ. إصلاح الغلط নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে আবু উবায়েদের উপর্যুক্ত বক্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেন,

وهذا يدل أن التمائم عند أبي عبيد المعوذات التي يكتب فيها وتعلق. قال أبو محمد : و ليست التمائم إلا الخرز وكان أهل الجاهلية يسترقون بها ويظنون بضروب منها أنها تدفع عنهم الآفات.

আবু উবায়েদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, তিনি সবধরনের তাবিজকে তামিমা মনে করেন। তবে তাঁর বক্তব্য সঠিক নয়; বরং তামিমা হলো সেসব ছোট পাথর, জাহিলি যুগের লোকেরা যা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করত এবং

[৭৭] *কিতাবুল জিম* : ১/৩২।
[৭৮] *গারিবুল হাদিস* : ১/১৮৩।
[৭৯] *ইসলাহুল গালাত* : ৫৪।

ধারণা করত যে, এটা বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করবে।[৮০]

৪. ইমাম মুনজিরি রাহ. বলেন,

لتميمة يقال: إنها خرزة كانوا يعلقونها، يرون أنها تدفع عنهم الآفات.

তামিমা বলা হয় ছোট ছোট পাথরকে, জাহিলি যুগের লোকেরা যা লটকাত এবং মনে করত, এগুলো বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করবে।[৮১]

৫. খাত্তাবি রাহ. বলেন,

إنها خرزة كانوا يتعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات. واعتقاد هذا الرأي جهل وضلال إذ لا مانع ولا دافع غير الله سبحانه ولا يدخل في هذا التعوذ بالقرآن والتبرك والاستشفاء به لأنه كلام الله سبحانه والاستعاذة.

তামিমা হলো ছোট ছোট পাথর, যেগুলো তারা লটকিয়ে রাখত এবং মনে করতে, এগুলো তাদের বিপদ দূর করে। এ আকিদা মূর্খতা এবং ভ্রষ্টতাপূর্ণ। কারণ, বিপদ থেকে বাঁচানোর এবং বিপদ দূর করার একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ।[৮২]

৬. ইবনু আবদিল বার মালিকি রাহ. বলেন,

التَّمِيمَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْقِلَادَةُ هَذَا أَصْلُهَا فِي اللُّغَةِ وَمَعْنَاهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَا عُلِّقَ فِي الْأَعْنَاقِ مِنَ الْقَلَائِدِ خَشْيَةَ الْعَيْنِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ.

আরবি ভাষায় 'তামিমা' বলা হয় 'মালা'-কে। আর আলিমদের কাছে তামিমার অর্থ হলো বদনজর এবং অন্যান্য বিপদ থেকে বাঁচতে গলায় লটকানো মালার নাম।[৮৩]

৭. ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. বলেন,

وَالتَّمَائِمُ جَمْعُ تَمِيمَةٍ وَهِيَ خَرَزٌ أَوْ قِلَادَةٌ تُعَلَّقُ فِي الرَّأْسِ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ

---

[৮০] প্রাগুক্ত : ৫৪।

[৮১] *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব* : ৪/২০০।

[৮২] *মাআলিমুস সুনান* : ৪/২২০।

[৮৩] *ফাতহুল বারি* : ১০/১৯৬; *আত তামহিদ* : ১৭৮/১৬২।

يَعْتَقِدُونَ أَنَّ ذَلِكَ يَدْفَعُ الْآفَاتِ.

তামিমা বলা হয় ছোট পাথর ও মালাকে, যা মাথায় লটকানো হয়। জাহিলি যুগের লোকজন মনে করত, এগুলো বিপদ দূর করবে।[৮৪]

৮. জালালুদ্দিন সুয়ুতি রাহ. বলেন,

التَّمَائِمِ جَمْعُ تَمِيمَةٍ وَهِيَ خَرَزَاتٌ كَانَتِ الْعَرَبُ تُعَلِّقُهَا عَلَى أَوْلَادِهِمْ يَتَّقُونَ بِهَا الْعَيْنَ فِي زَعْمِهِمْ فَأَبْطَلَهُ الْإِسْلَامُ.

তামিমা বলা হয় ছোট পাথরকে, বদনজর থেকে বাঁচতে জাহিলি যুগের লোকজন যা লটকিয়ে রাখত। ইসলাম সেটাকে বাতিল করে দিয়েছে।[৮৫]

৯. জুরকানি রাহ. বলেন,

وَالتَّمِيمَةُ : مَا عُلِّقَ مِنَ الْقَلَائِدِ خَشْيَةَ الْعَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

তামিমা বলা হয় বদনজর ইত্যাদি থেকে বাঁচতে যে মালা লটকানো হয় সেটাকে।[৮৬]

১০. আশরাফ সিদ্দিক আজিমাবাদি রাহ. বলেন,

التَّمَائِمُ جَمْعُ تَمِيمَةٍ وَهِيَ خَرَزَاتٌ كَانَتِ الْعَرَبُ تُعَلِّقُهَا عَلَى أَوْلَادِهِمْ يَتَّقُونَ بِهَا الْعَيْنَ فِي زَعْمِهِمْ فَأَبْطَلَهَا الْإِسْلَامُ.

তামিমা বলা হয় ছোট পাথরকে, বদনজর থেকে বাঁচতে জাহিলি যুগের লোকজন যা লটকিয়ে রাখত। ইসলাম সেটা বাতিল করে দিয়েছে।[৮৭]

১১. ইবনু কুতায়বা রাহ. বলেন,

وَالتَّمَائِمُ خَرَزُ رُقُطٍ، كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَجْعَلُهَا فِي الْعُنُقِ وَالْعَضُدِ، تَسْتَرْقِي بِهَا، وَتَظُنُّ أَنَّهَا تَدْفَعُ عَنِ الْمَرْءِ الْعَاهَاتِ، وَتَمُدُّ فِي الْعُمُرِ.

তামিমা বলা হয় ছোট কালো পাথরকে। জাহিলি যুগের লোকেরা যেটা গলায় ও বাহুতে লটকিয়ে রাখত এবং ঝাড়ফুঁক করত। তারা মনে করত এটা বিপদ দূর করবে এবং বয়স বাড়াবে।[৮৮]

---

[৮৪] *ফাতহুল বারি* : ১০/১৯৬।

[৮৫] *হাশিয়াতুস সুয়ুতি আলা সুনানিন নাসায়ি* : ৮/১৩৯।

[৮৬] *শারহুজ জুরকানি* : ৩/৬৫১।

[৮৭] *আউনুল মাবুদ ওয়া হাশিয়াতু ইবনিল কাইয়িম* : ১০/২৬২।

[৮৮] *তাওয়িলু মুখতালিফিল হাদিস* : ১/৪৬৬।

১২. ইমাম বায়হাকি রাহ. বলেন,

قال البيهقي يقال : إن التميمة خرزة كانوا يتعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات.

তামিমা বলা হয় ছোট পাথরকে, বিপদ দূর করবে এ ধারণায় লোকেরা পাথর লটকাত।[৮৯]

১৩. ইমাম কুরতুবি রাহ. বলেন,

التَّمِيمَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْقِلَادَةُ، وَمَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَا عُلِّقَ فِي الْأَعْنَاقِ مِنَ القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء.

আরবি ভাষায় তামিমা বলা হয় 'মালা'-কে। আর আলিমদের কাছে তামিমার অর্থ হলো, বদনজর এবং অন্যান্য বিপদ থেকে বাঁচতে গলায় লটকানো মালার নাম।[৯০]

১৪. আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম আদ দিনাওয়ারি বলেন,

وَبَعض النَّاس يتَوَهَّم أَن المعاذات هِيَ التمائم وَيَقُول فِي قَول عبد الله إِن التمائم والرقى والتولة من الشّرك والرقى الْمَكْرُوهَة مَا كَانَ بِغَيْر لِسَان الْعَرَبيَّة وَلَيْسَ كَذَلِك إِنَّمَا التميمة الخرز وَلَا بَأْس بالمعاذات إِذا كتب فِيهَا الْقُرْآن وَأَسْمَاء الله عز وَجل.

কিছু কিছু মানুষ মনে করে, সবধরনের তাবিজ হলো তামিমা। বাস্তবে ব্যাপারটি এমন নয়। তামিমা বলা হয় ছোট ছোট পাথরকে। যদি কুরআনের আয়াত লিখে কিংবা আল্লাহর নাম লিখে তাবিজ লটকায়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই।[৯১]

১৫. আবু মানসুর আজহারি রাহ. বলেন,

وَالْأَصْل فِي ذَلِك أَن الصبيَّ مَا دَامَ طِفلاً تعلّق عَلَيْهِ أمُّه التمائمَ، وَهِي الخَرَزُ تعوِّذه بهَا من الْعين، فَإِذا كبِر قُطعتْ عَنهُ.

তামিমা হলো বদনজর থেকে বাঁচতে ছোট বাচ্চাদের গলায় লটকানো

[৮৯] *তাফসিরুল কুরতুবি* : ১০/৩২০।
[৯০] প্রাগুক্ত : ১০/৩২০।
[৯১] *তাহজিবুল লুগাহ* : ১/৫০।

পাথরের নাম। বাচ্চা বড় হয়ে যাওয়ার পর যা কেটে ফেলা হতো।[৯২]

১৬. আবুল হাসান মুরসি রাহ. বলেন,

التّميمة : خرَزة رقْطاء تُنظَم فِي السّير ثمَّ يُعقَد فِي الْعُنُق، وَقيل هِيَ قلادة يُجعَل فِيهَا سُيورٌ وعُوَذٌ وَالْجمع تمائم.

তামিমা বলা হয় ছোট ছোট কালো পাথরকে, যেগুলো গলায় লটকানো হয়। কেউ কেউ মালা লটকানোকেও তামিমা বলেছেন।[৯৩]

১৭. ইবনুল জাওজি রাহ. বলেন,

فِي الحَدِيث أَن التمائم من الشّرك وَهِي خَرَزَات كَانَت الْعَرَب تعلقهَا عَلَى الصّبيان يَتَّقُونَ بهَا الْعين بزعمهم.

তামিমা বলা হয় ছোট ছোট পাথরকে, জাহিলি যুগের লোকেরা তাদের ধারণা অনুযায়ী বদনজর থেকে বাঁচতে বাচ্চার গলায় লটকিয়ে রাখত।[৯৪]

১৮. ইমাম আবুল ফাতহ খাওয়ারিজমি রাহ. বলেন,

وَبَعْضُهُمْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُعَاذَاتِ هِيَ التَّمَائِمُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا التَّمِيمَةُ هِيَ الْخَرَزَةُ وَلَا بَأْسَ بِالْمُعَاذَاتِ إِذَا كُتِبَ فِيهَا الْقُرْآنُ أَوْ أَسْمَاءُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

কেউ কেউ তাবিজকে তামিমা মনে করেন; কিন্তু বাস্তবতা এমন নয়। তামিমা একমাত্র ছোট পাথরের নাম। কুরআন কিংবা আল্লাহর নাম দিয়ে তাবিজ লটকাতে সমস্যা নেই।[৯৫]

১৯. ইবনু মানজুর আফরিকি রাহ. বলেন,

التَّمَائِمَ، وَهِيَ الْخَرَزُ، تُعَوِّذه مِنَ الْعَيْنِ.

তামিমা বলা হয় ছোট পাথরকে, এর মাধ্যমে বদনজর থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়।[৯৬]

আরেক জায়গায় তিনি বলেন,

---

[৯২] প্রাগুক্ত : ১৪/১৮৪;

[৯৩] *আল-মুখাসসাস* : ৪/২১—খলিল ইবরাহিম জাফফাল তাহকিক, দারু ইহইয়াতিত তুরাসিল আরাবি থেকে প্রকাশিত।

[৯৪] *গারিবুল হাদিস* : ১/১১২।

[৯৫] *আল-মাগরিব* : ১/৬২।

[৯৬] *লিসানুল আরব* : ১০/২৫৯

والتَّمِيمُ : العُوَذ، وَاحِدُتُهَا تَمِيمةٌ. قَالَ أَبو مَنْصُورٍ : أَراد الخَرز الَّذِي يُتَّخَذ عُوَذاً. والتَّمِيمةُ : خَرزة رَقْطاء تُنْظَم فِي السَّير ثُمَّ يُعقد فِي العُنق، وَهِيَ التَّمائم.

আবু মানসুর বলেন, তামিমা বলা হয় ছোট ছোট পাথরকে, যা ধারাবাহিকভাবে মালায় গাঁথা হতো। এরপর বাচ্চাদের গলায় লটকানো হতো।[৯৭]

২০. মুরতাজা হাসান আজ জাবিদি রাহ. বলেন,

التَّمائمَ خَرَزٌ يُثْقَبُ ويُجْعَل فِيهَا سُيُورٌ وخُيوط تُعَلّق بهَا. قَالَ وَلم أَرَ بَيْنَ الْأَعْرَاب خِلافًا أنّ التَّمِيمَةَ هِيَ الخَرَزَةُ نَفْسُها.

তামিমা বলা হয় ছোট পাথরকে, যা আরবের লোকজন মালা কিংবা সুতায় গেঁথে বাচ্চাদের গলায় লটকিয়ে রাখত। এ ব্যাপারে আমি আরবদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ দেখিনি।[৯৮]

২১. শামসুদ্দিন জাহাবি রাহ. বলেন,

التمائم جمع تَمِيمَة وَهِي خَرَزَات وحروز يعلقها الْجُهَّال على أنفسهم وَأَوْلَادهمْ ودوابهم يَزْعمُونَ أَنَّهَا ترد الْعين وَهَذَا من فعل الْجَاهِلِيَّة وَمن اعْتقد ذَلِك فقد أشرك.

তামিমা বলা হয় ছোট পাথরদানাকে, মূর্খরা যেগুলো নিজেদের সন্তান ও পশুর গলায় লটকাত এবং মনে করত, এটা বদনজর থেকে তাদের রক্ষা করবে। এটা জাহিলি যুগের কাজ। যে এমন আকিদা লালন করবে, সে মুশরিক হয়ে যাবে।[৯৯]

এখানে আমি উম্মাহর সর্বজনস্বীকৃত ২১ জন ইমামের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি। তাঁরা সকলেই তামিমার যে অর্থ করেছেন, আশা করি সেটা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাঁদের সকলের মতেই গলায় ছোট পাথর লটকালে সেটাকে তামিমা বলা হয়। আয়াত কিংবা দুআ লটকালে সেটা তামিমা নয়। এরপরও যারা তামিমার হাদিস দিয়ে তাবিজকে শিরক বলেন, তাদের জন্য হিদায়াতের দুআ করা ছাড়া করার কিছুই নেই।

---

[৯৭] প্রাগুক্ত : ১২/৬৯।

[৯৮] *তাজুল আরুস* : ৩১/৩৩৫।

[৯৯] *আল-কাবায়ির* : ১৬।

তিন. যুগে যুগে ইমামদের মতে কুরআন-হাদিস দ্বারা তাবিজ দেওয়ার বিধান

উপরে আমরা ইমামদের মতামতের আলোকে প্রমাণ করেছি, তামিমা ও তাবিজ ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। কুরআনের আয়াত কিংবা দুআ লিখে তাবিজ দিলে সেটা কখনো তামিমা নয়। তাই সেটা জায়িজ; শিরক নয়। এ ব্যাপারে আমরা ১৪ শত বছরের ইমামদের মতামত আপনাদের সামনে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি।

১. সম্প্রতি কুয়েত সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত *আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যাহ*তে বলা হয়েছে,

لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التميمة إذا كان فيها اسم لا يعرف معناه؛ لأن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك، ولأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله، وبأسمائه. أما إذا كانت التميمة، لا تشتمل إلا على شيء من القرآن، وأسماء الله تعالى وصفاته، فقد اختلفت الآراء فيها على النحو التالي : ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وأحمد في رواية إلى جواز ذلك، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وحملوا حديث : إن الرقى، والتمائم، والتولة شرك. على التمائم التي فيها شرك.

এ ব্যাপারে ফকিহদের কোনো মতানৈক্য নেই যে, অর্থ বোঝা যায় না এমন কোনোকিছু লিখে লটকালে সেটা জায়িজ নেই। কারণ, যার অর্থ বোঝা যায় না, সেটার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে না যে, তাতে শিরক আছে কি না। কারণ, রোগ নিরাময়কারী আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। এ জন্য আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কোনোকিছু দিয়ে রোগ থেকে মুক্তি চাওয়া যাবে না। যদি কেউ কুরআনের আয়াত, আল্লাহর নাম কিংবা গুণাবলি লিখে লটকায়, সেটা জায়িজ কি না, এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফি, মালিকি, শাফিয়ি এবং এক বর্ণনামতে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের মতে জায়িজ আছে। আয়েশা রা. থেকেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা.-এরও মত এটি। যে হাদিসে 'তামিমা'-কে শিরক বলা হয়েছে, তাঁদের মতে সে হাদিস দ্বারা এমন

তামিমা উদ্দেশ্য, যার মধ্যে শিরক রয়েছে।[১০০]

২. তাবিজ-সংক্রান্ত ইমামদের মতামত উল্লেখ করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ সালাফি আলিম সাইয়িদ মুহাম্মাদ সাবিক বলেন,

هل يجوز تعليق الادعية الواردة في الكتاب والسنة؟ روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي ﷺ قال : إذا فزع أحدكم في النوم فليقل : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبها في صك ثم علقها في عنقه. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال : حسن غريب، والحاكم وقال : صحيح الاسناد. وإلى هذا ذهبت عائشة ومالك وأكثر الشافعية ورواية عن أحمد.

কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত দুআ লিখে তাবিজ লটকানো জায়িজ কি না, এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে; তিনি বলেন, তোমাদের কেউ ঘুমে খারাপ কিছু দেখলে সে যেন এ দুআ পড়ে—

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ.

'আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় চাই, আল্লাহর ক্রোধ ও তাঁর শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অপকারিতা থেকে এবং শয়তানের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে। আর তারা যেন আমার কাছে উপস্থিত হতে না পারে।'

আবদুল্লাহ ইবনু আমর তাঁর সন্তানদের যারা এ দুআ মুখস্থ করতে পারত, তাদের মুখস্থ করাতেন। যারা পারত না, তাদের জন্য কাগজে লিখে গলায় লটকিয়ে দিতেন। এ হাদিসটি ইমাম তিরমিজি, নাসায়ি এবং আবু দাউদ রাহ. বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজি হাদিসকে হাসান গারিব বলেছেন। তবে এর সনদকে হাকিম নিশাপুরি রাহ. সহিহ বলেছেন। এই হাদিস অনুযায়ী কুরআনের আয়াত কিংবা দুআ লিখে তাবিজ লটকানো

[১০০] *আল-মাওসুয়াতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুওয়াইতিয়াহ* : ৬/৪১৯।

জায়িজ হওয়ার মতামত দিয়েছেন আয়েশা রা., ইমাম মালিক, অধিকাংশ শাফিয়ি ইমাম এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহ.।[১০১]

চার. মালিকি মাজহাবের কিতাবাদি থেকে দলিল

১. ইমাম মালিক রাহ. বলেন,

قيل : فيكتب للمحموم القرآن؟ قال : لابأس به، ولابأس أن يرقى بالكلام الطيب، ولا بأس بالمعاذة تعلق، وفيها القرآن وذكر الله إذا أحرز عليها أدم.

ইমাম মালিককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, জরাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য কুরআন থেকে কিছু লিখে দেওয়া যাবে কি না। তিনি বলেন, কোনো সমস্যা নেই। এমনভাবে পবিত্র কথা দিয়ে ঝাড়ফুঁক কিংবা কুরআনের আয়াত অথবা আল্লাহর জিকির লিখে তাবিজ লটকাতেও কোনো সমস্যা নেই। যদি সেটা চামড়াতে না হয়।[১০২]

২. মালিকি মাজহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব *শারহুস সাগিরে* বলা হয়েছে,

وَتَجُوزُ التَّمِيمَةُ أَيْ الْوَرَقَةُ الْمَشْمُولَةُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى وَالْقُرْآنِ لِمَرِيضٍ وَصَحِيحٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَبَهِيمَةٍ بَعْدَ جَعْلِهَا فِيمَا يَقِيهَا، وَلَا يُرْقَى بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي لَمْ يُعْرَفْ مَعْنَاهَا قَالَ مَالِكٌ مَا يُدْرِيك لَعَلَّهَا كُفْرٌ.

আল্লাহ তাআলার নাম অথবা কুরআনের আয়াত লিখে যদি সুস্থ-অসুস্থ কিংবা হায়িজগ্রস্ত কোনো মহিলার গলায় লটকানো হয়, তাহলে সেটা জায়িজ আছে। তবে অর্থ বোঝা যায় না, এমন অস্পষ্ট কথা লিখে লটকানো যাবে না। ইমাম মালিক রাহ. বলেন, হতে পারে অস্পষ্ট কথায় কোনো কুফরি কথা রয়েছে।[১০৩]

৩. মালিকি মাজহাবের প্রখ্যাত ইমাম ইবনু রুশদ কুরতুবি রাহ. বলেন,

وفي جواز تعليق هذه الأحراز والتمائم على أعناق الصبيان والمرضى

[১০১] *ফিকহুস সুন্নাহ* : ১/৪৯৫।

[১০২] *কিতাবুল জামি*, আবু জায়েদ কায়রুওয়ানি : ২৩৭।

[১০৩] *হাশিয়াতুস সাওয়ি আলাশ শারহিস সাগির* : ৪/৭৬৯।

والحبالى والخيل والبهائم إذا كانت بكتاب الله تعالى وما هو معروف من ذكره وأسمائه، للاستشفاء بها من المرض، أو في حال الصحة لدفع ما يتوقع من العين والمرض بين أهل العلم اختلاف، فظاهر قول مالك في هذه الرواية إجازة ذلك، وروي عنه أنه قال: لا بأس بذلك للمرضى، وكرهه مخافة العين وما يتقى من المرض للأصحاء. وأما التمائم بغير ذكر الله تعالى وبالكتاب العبراني وما لا يعرف ما هو فلا يجيزه بحال، لا لمريض ولا صحيح؛ لما جاء في الحديث من أن من تعلق شيئا وكل إليه، ومن علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له.

কোনো শিশু, অসুস্থ কিংবা গর্ভবতী মহিলার গলায়, একইভাবে ঘোড়া বা চতুষ্পদ প্রাণীর গলায় কোনোকিছু লটকানো, যখন সেটা আল্লাহর কুরআন বা তাঁর নাম দিয়ে হবে, সেটা জায়িজ কি না—এ ব্যাপারে আলিমদের মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিকের মতে জায়িজ, তবে সুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে তিনি এটা অপছন্দ করতেন। আর যদি আল্লাহর নাম ছাড়া অথবা অস্পষ্ট কোনোকিছু লিখে লটকায়, তাহলে সুস্থ-অসুস্থ কারও জন্য সেটা জায়িজ নেই। কারণ, হাদিসে এসেছে—'যে কোনোকিছু লটকালো, তার ওপর সেটা ন্যস্ত করে দেওয়া হয়।'[১০৪]

৪. মালিকি মাজহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আদাওয়ি রাহ. বলেন,

وَلَا بَأْسَ بِالْمُعَاذَةِ وَهِيَ التَّمَائِمُ وَالتَّمَائِمُ الْخُرُوزُ الَّتِي تُعَلَّقُ فِي الْعُنُقِ وَفِيهَا الْقُرْآنُ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمَرِيضُ وَالصَّحِيحُ وَالْجُنُبُ وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ.

কুরআন লিখে সুস্থ-অসুস্থ, জুনুবি, হায়িজ কিংবা নিফাসগ্রস্ত মহিলার গলায় লটকানো হলে কোনো সমস্যা নেই।[১০৫]

৫. মালিকি মাজহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম কারাফি রাহ. বলেন,

وَأَجَازَ مَرَّةً تَعْلِيقَ التَّمَائِمِ من الْقُرْآنِ وَكَرِهَهَا مَرَّةً فِي الصِّحَّةِ مَخَافَةَ الْعَيْنِ أَوْ لِمَا يُتَّقَى مِنَ الْمَرَضِ وَأَجَازَهَا مَرَّةً بِكُلِّ حَالٍ.

---

[১০৪] *আল-বায়ানু ওয়াত তাহসিল* : ১/৪৩৯; *হাশিয়াতুল আদাওয়ি আলা কিফায়াতিত তালিবির রাব্বানি* : ২/৪৯২—দারুল ফিকর, বৈরুত।

[১০৫] *হাশিয়াতুল আদাওয়ি আলা কিফায়াতিত তালিবির রাব্বানি* : ২/৪৯২—দারুল ফিকর বৈরুত।

ইমাম মালিক রাহ. অসুস্থ ব্যক্তির জন্য কুরআন লিখে লটকানোর অনুমতি দিয়েছেন। তবে সুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে কখনো তিনি মাকরুহ বলেছেন। এরপর সবার জন্য ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।[১০৬]

৬. আবুল ওয়ালিদ কুরতুবি রাহ. বলেন,

وإنما اختلف أهل العلم في جواز تعليق الأحراز والتمائم على أعناق الصبيان والمرضى والحبالى والخيل والبهائم إذا كانت بكتاب الله عز وجل، وما هو معروف من ذكره وأسمائه؛ للاستشفاء من المرض، أو في حال الصحة؛ لدفع ما يتوقع من المرض والعين، فظاهر قول مالك من رواية أشهب من كتاب الصلاة إجازة ذلك، وروي عنه أنه قال: لا بأس بذلك للمرضى وكرهه للأصحاء مخافة العين وما يتقى من المرض. وأما التمائم بغير ذكر الله وهي بالكتاب العبراني وما لا يعرف ما هو فلا يجيزه بحال لمريض ولا صحيح؛ لما جاء في الحديث.

যদি আল্লাহর কিতাব, তাঁর নাম কিংবা গুণাবলি লিখে অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতার জন্য লটকায়, তাহলে সেটা জায়িজ আছে কি না, এ ব্যাপারে আলিমদের মতানৈক্য আছে। ইমাম মালিক রাহ. এটার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম মালিক বলেন, অসুস্থ ব্যক্তির জন্য অনুমতি আছে, তবে সুস্থ ব্যক্তির জন্য মাকরুহ। তবে আল্লাহর নাম ছাড়া অস্পষ্ট কোনো কথা লিখে লটকালে সেটা সুস্থ-অসুস্থ কারও জন্যই জায়িজ নয়।[১০৭]

৭. ইবনু আবদিল বার মালিকি রাহ. বলেন,

وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ لَا بَأْسَ بِتَعْلِيقِ الْكُتُبِ الَّتِي فِيهَا أَسْمَاءُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَعْنَاقِ الْمَرْضَى عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّكِ بِهَا إِذَا لَمْ يُرِدْ مُعَلِّقُهَا بِتَعْلِيقِهَا مُدَافَعَةَ الْعَيْنِ وَهَذَا مَعْنَاهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الْعَيْنِ وَلَوْ نَزَلَ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الْعَيْنِ جَازَ الرَّقْيُ عِنْدَ مَالِكٍ وَتَعْلِيقُ الْكُتُبِ.

ইমাম মালিক রাহ. বলেন, বরকতলাভের জন্য আল্লাহর নাম লিখে অসুস্থ ব্যক্তির গলায় লটকাতে কোনো সমস্যা নেই—যদি লটকানোর দ্বারা এটা

[১০৬] *আজ-জাখিরা*: ১৩/৩১১—দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

[১০৭] *আল-মুকাদ্দিমাত আল-মুমহিদাত*: ৩/৪৬৫—দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত।

উদ্দেশ্য না হয় যে, লটকানো বস্তুই তাকে সুস্থ করবে।[১০৮]

পাঁচ. শাফিয়ি মাজহাবের দলিল

১. ইমাম বায়হাকি রাহ. তাঁর প্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থ *আস-সুনানুল কুবরা*তে বাবুত তামায়িমে উকবা ইবনু আমির আল জুহানি রা.-এর হাদিস উল্লেখ করে বলেন,

وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ النَّهْيِ وَالْكَرَاهِيَةِ فِيمَنْ تَعَلَّقَهَا وَهُوَ يَرَى تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَزَوَالَ الْعِلَّةِ مِنْهَا عَلَى مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَصْنَعُونَ فَأَمَّا مَنْ تَعَلَّقَهَا مُتَبَرِّكًا بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى فِيهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا كَاشِفَ إِلَّا اللهُ وَلَا دَافِعَ عَنْهُ سِوَاهُ فَلَا بَأْسَ بِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ.

যেসব হাদিসে লটকাতে নিষেধ করা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাহিলি যুগের লোকদের মতো যখন সে মনে করবে যে, এই বস্তুই তাকে সুস্থ করবে। তবে কেউ যদি বরকতলাভের জন্য আল্লাহর নাম লিখে লটকায় এবং সে এটা বিশ্বাসও করে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রোগ নিরাময়কারী নেই, তাহলে তবিজ লটকাতে কোনো সমস্যা নেই।[১০৯]

২. ইমাম নববি রাহ. বলেন,

إِنَّ التَّمِيمَةَ خَرَزَةٌ كَانُوا يُعَلِّقُونَهَا يَرَوْنَ أَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْهُمُ الْآفَاتِ وَيُقَالُ قِلَادَةٌ يُعَلَّقُ فِيهَا الْعُودُ وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَقَالَ هُوَ أَيْضًا رَاجِعٌ إِلَى مَعْنَى مَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وما اشبه مِنْ النَّهْيِ وَالْكَرَاهَةِ فِيمَنْ يُعَلِّقُهَا وَهُوَ يَرَى تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَزَوَالَ الْعِلَّةِ بِهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ وَأَمَّا مَنْ يُعَلِّقُهَا مُتَبَرِّكًا بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى فِيهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا اللهُ وَلَا دَافِعَ عَنْهُ سِوَاهُ فَلَا بَأْسَ بِهَا إِنْ شَاءَ الله تعالى.

তামিমা বলা হয় ছোট ছোট পাথরকে, লোকেরা মনে করত এ পাথরই তাদের অনিষ্ট দূর করবে। আবার কারও মতে তামিমা বলা হয় মালাকে,

---

[১০৮] *আত-তামহিদ* : ১৭/১৬১।

[১০৯] *আস-সুনানুল কুবরা* : ১৯৬০৫।

সেখানে তারা বিভিন্ন পাথরকণা লটকাত। উতবা ইবনু আমির রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন, 'যে এ ধরনের ছোট ছোট পাথর লটকাবে, আল্লাহ যেন তাকে সুস্থ না করেন।' এ হাদিসটি বায়হাকি রাহ. বর্ণনা করেছেন।

তাই যেসব হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যারা এটা মনে করবে যে, লটকানো বস্তুই তাকে সুস্থ করবে। যেমন ধারণা লালন করত জাহিলি যুগের লোকেরা। তবে যদি কেউ বরকতলাভের জন্য আল্লাহর নাম লিখে লটকায় এবং তার এটা জানাও আছে যে, রোগ নিরাময়কারী আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই, তাহলে কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ।[১১০]

৩. ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. বলেন,

هَذَا كُلُّهُ فِي تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ قُرْآنٌ وَنَحْوُهُ فَأَمَّا مَا فِيهِ ذِكْرُ اللهِ فَلَا نَهْيَ فِيهِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُجْعَلُ لِلتَّبَرُّكِ بِهِ وَالتَّعَوُّذِ بِأَسْمَائِهِ وَذِكْرِهِ وَكَذَلِكَ لَا نَهْيَ عَمَّا يُعَلَّقُ لِأَجْلِ الزِّينَةِ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْخُيَلَاءَ أَوِ السَّرَفَ.

যেসব হাদিসে 'তামিমা' লটকাতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোতে 'তামিমা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যার মধ্যে কুরআন বা আল্লাহর নাম জাতীয় কোনোকিছু লেখা নেই। আল্লাহর নাম লেখা থাকলে লটকাতে সমস্যা নেই। কারণ, এটা লটকানো হয় বরকতলাভের জন্য। এমনিভাবে যদি কেউ অহংকার বা অপচয় এড়িয়ে সৌন্দর্যের জন্য লটকায়, তাহলেও সমস্যা নেই।[১১১]

৪. ইমাম খাত্তাবি রাহ. বলেন,

والتميمة يقال إنها خرزة كانوا يتعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات. واعتقاد هذا الرأي جهل وضلال إذ لا مانع ولا دافع غير الله سبحانه ولا يدخل في هذا التعوذ بالقرآن والتبرك والاستشفاء به لأنه كلام الله سبحانه والاستعاذة به ترجع إلى الاستعاذة بالله سبحانه.

'তামিমা' বলা হয় ছোট ছোট পাথরকে, জাহিলি যুগের লোকেরা এ বিশ্বাস রেখে লটকাত যে, পাথরই তাদের আপদ দূর করবে। এ ধরনের বিশ্বাস

[১১০] *আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব* : ৯/৬৬।

[১১১] *ফাতহুল বারি* : ৬/১৪২।

মূর্খতা ও ভ্রষ্টতা। কারণ, আল্লাহ ছাড়া রোগ-বালাই দূরকারী আর কেউ নেই। তবে বরকতলাভের জন্য কুরআনের আয়াত লিখে লটকানো এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়।[১১২]

৫. ইমাম ইবনু বাত্তাল রাহ. বলেন,

ولا بأس بتعليق التمائم والخرز التى فيها الدعاء والرقى بكتاب الله عند جميع العلماء؛ لأن ذلك من التعوذ بأسماء الله.

দুআ লিখে তাবিজ লটকানো এবং কুরআন দিয়ে ঝাড়ফুঁক করতে সকল আলিমের মতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া হয়।[১১৩]

৬. ইমাম জুরকানি রাহ. বলেন,

هَذَا كُلُّهُ فِي تَعْلِيقِ تَمَائِمَ وَغَيْرِهَا لَا قُرْآنَ فِيهَا وَنَحْوَهُ. فَأَمَّا مَا فِيهِ ذِكْرُ اللهِ، فَلَا يُنْهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُجْعَلُ لِلْبَرَكَةِ بِهِ، وَالتَّعَوُّذِ بِأَسْمَائِهِ وَذِكْرِهِ.

যেসব হাদিসে তামিমাকে শিরক বলা হয়েছে, সেসবে তামিমা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যেখানে কুরআন বা এ জাতীয় কোনোকিছু লেখা নেই। তবে যদি আল্লাহর নাম লেখা থাকে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, এটা করা হয়ে থাকে বরকতলাভের জন্য। এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া হয়।[১১৪]

৭. ইমাম কুরতুবি রাহ. বলেন,

القول الأول أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى. وما روي عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما كره تعليقه غير القرآن أشياء مأخوذة عن العراقيين والكهان، إذ الاستشفاء بالقرآن معلقا وغير معلق لا يكون شركا، وقوله عليه السلام : من علق شيئا وكل إليه، فمن علق القرآن ينبغي أن يتولاه الله ولا يكله إلى غيره، لأنه تعالى هو المرغوب إليه والمتوكل عليه في الاستشفاء بالقرآن.

---

[১১২] *মাআলিমুস সুনান* : ৪/২১১।

[১১৩] *শারহু সাহিহিল বুখারি লি ইবনি বাত্তাল* : ৫/১৫৯।

[১১৪] *শারহুস জুরকানি আলা মুওয়াত্তা* : ৪/৫০৩।

এ ব্যাপারে প্রথম মতটি অধিক বিশুদ্ধ। ইবনু মাসউদ রা. থেকে যে মত বর্ণিত হয়েছে, হয়তো তাঁর এ মত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কুরআন ছাড়া অন্য কোনোকিছু লটকানো। কারণ, কুরআন লটকিয়ে বা না লটকিয়ে চিকিৎসাগ্রহণ শিরক নয়। রাসুল ﷺ বলেছেন, 'যে কোনোকিছু লটকালো, তার ওপর সেটা ন্যস্ত করা হয়।' যদি কুরআন লটকায়, সে তো ব্যাপারটি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে দিয়েছে। অন্য কারও ওপর ন্যস্ত করেনি; বরং সে আল্লাহকেই তার অভিভাবক বানিয়েছে।[১১৫]

ছয়. হাম্বলি মাজহাবের কিতাবাদি থেকে দলিল

১. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের ছেলে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন,

رأيت أبي يكتب التعويذ للذي يفزع، وللحمى.

আমার পিতা ইমাম আহমাদকে দেখেছি, তিনি চিন্তাগ্রস্ত ও জ্বরাক্রান্তের জন্য তাবিজ লিখে দিচ্ছেন।[১১৬]

২. মায়মুনি ও আবু দাউদ রাহ. বলেন,

قال الميموني سمعت من سأل أبا عبد الله عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس.ونقل أبو داود في مسائله قال رأيت على ابن أحمد وهو صغير تميمة في رقبته في أديم. وفعله الإمام أحمد بنفسه كما في مسائل عبد الله، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، وبدائع الفوائد. قال الخلال قد كتب هو أي الإمام أحمد من الحمى بعد نزول البلاء، والكراهة من تعليق ذلك، قبل وقوع البلاء.

মায়মুনি রাহ. বলেন, আমি শুনেছি বিপদ আসার পর তাবিজ লটকানোর ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আশা করি কোনো সমস্যা নেই।' ইমাম আবু দাউদ তাঁর মাসায়িলেও এটি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি আলি ইবনু আহমাদকে ছোটকালে দেখেছি, তাঁর হাতে চামড়ার তাবিজ লটকানো।'

ইমাম আহমাদ নিজেই তাবিজ লিখেছেন। আবু বকর খাল্লাল রাহ. বলেন,

---

[১১৫] *আহকামুল কুরআন :* ১০/২৬৬।

[১১৬] *জাদুল মাআদ :* ৪/৩২৬।



'জ্বরাক্রান্তের জন্য ইমাম আহমাদ তাবিজ লিখে দিতেন। তবে বিপদ আসার আগে তাবিজ লটকানোকে তিনি মাকরুহ মনে করতেন।'[১১৭]

৩. ইবনু মুফলিহ হাম্বলি রাহ. বলেন,

وَيُكْرَهُ تَعْلِيقُ التَّمَائِمِ وَنَحْوِهَا، وَيُبَاحُ تَعْلِيقُ قِلَادَةٍ فِيهَا قُرْآنٌ أَوْ ذِكْرٌ غَيْرُهُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَكَذَا التعاويذ، وَيَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ أَوْ ذِكْرٌ غَيْرُهُ بالعربية، ويعلق على مريض، وَلَا بَأْسَ بِالْقِلَادَةِ يُعَلِّقُهَا فِيهَا الْقُرْآنُ، وَكَذَا التَّعَاوِيذُ.

তামিমা ও এ জাতীয় কোনোকিছু লটকানো মাকরুহ। তবে কুরআনের আয়াত বা জিকির লিখে লটকাতে পারেন। এমনিভাবে কুরআন বা আরবিতে জিকির লিখে অসুস্থ ব্যক্তির শরীরে লটকানো জায়িজ আছে।[১১৮]

৪. মুসতাফা ইবনু সাআদ হাম্বলি রাহ. বলেন,

وَ تَحْرُمُ تَمِيمَةٌ، وَهِيَ خَرَزَةٌ أَوْ خَيْطٌ وَنَحْوُهُ، كَعُوذَةٍ يَتَعَلَّقُهَا، فَنَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ، وَدَعَا عَلَى فَاعِلِهِ، وَقَالَ لَا يَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، انْبِذْهَا عَنْكَ، لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ، مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَالْإِسْنَادُ حَسَنٌ. يَجُوزُ حَمْلُ الْأَخْبَارِ عَلَى حَالَيْنِ فَنَهْيٌ، إِذَا كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا النَّافِعَةُ لَهُ، وَالدَّافِعَةُ عَنْهُ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ النَّافِعَ هُوَ اللهُ. وَالْمَوْضِعُ الَّذِي أَجَازَهُ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ اللهَ هُوَ النَّافِعُ الدَّافِعُ، وَلَعَلَّ هَذَا خَرَجَ عَلَى عَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ.

তামিমা লটকানো হারাম। তামিমা বলা হয় ছোট ছোট পাথর কিংবা তাগা লটকানোকে। রাসুল ﷺ সেটা লটকাতে নিষেধ করেছেন। যে হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে, সেটার দুই অবস্থা—প্রথমত, নিষেধ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে যদি এই বিশ্বাস রাখে যে, লটকানো বস্তুই তার উপকার করবে। তাহলে এটা জায়িজ নেই। কারণ, উপকারকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ। আর যদি সে এই আকিদা রাখে যে, উপকার ও রোগ নিরাময়কারী একমাত্র আল্লাহ, তাহলে সেটা জায়িজ আছে। কারণ, সেটা জাহিলি যুগের রীতির

---

[১১৭] *মাসায়িলুল ইমাম আহমাদ ওয়া ইসহাক ইবনু রাহুয়াহ* : ৯/৭১২—মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাবিভাগ থেকে প্রকাশিত।

[১১৮] *কিতাবুল ফুরু* : ৩/২৪৮।

সঙ্গে মেলেনি।[১১৯]

৫. ইমাম আবুন নাজা মাকদিসি রাহ. বলেন,

وتحرم التميمة وهو عوذة أو خرزة أو خيط ونحوه يتعلقها ولا بأس بكتب قرآن.

তামিমা হলো হারাম। তামিমা বলা হয় ছোট ছোট পাথর কিংবা তাগা বা এ জাতীয় কোনোকিছু লটকানো। তবে কুরআনে লিখতে কোনো সমস্যা নেই।[১২০]

৬. ইবনু কুতায়বা রাহ. বলেন,

ألتميمة خرزة كَانَت الْجَاهِلِيَّة تعلقهَا فِي الْعُنُق وَفِي الْعَضُد تتوق بهَا وتظن أَنَّهَا تدفع عَن الْمَرْء العاهات وَكَانَ بَعضهم يظنّ أَنَّهَا تدفع الْمنية قَالَ أَبُو زيد التميمة خرزة رقطاء روى عقبَة بن عَامر أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ من تعلق تَمِيمَة فقد أشرك وَبَعض النَّاس يتَوَهَّم أَن المعاذات هِيَ التمائم وَيَقُول فِي قَول عبد الله إِن التمائم والرقى والتولة من الشّرك والرقى الْمَكْرُوهَة مَا كَانَ بِغَيْر لِسَان الْعَرَبيَّة وَلَيْسَ كَذَلِك إِنَّمَا التميمة الخرز وَلَا بَأْس بالمعاذات إِذا كتب فِيهَا الْقُرْآن وَأَسْمَاء الله عز وَجل.

তামিমা বলা হয় ছোট ছোট পাথরকে, জাহিলি যুগে লোকেরা গলায় ও বাহুতে তা লটকিয়ে রাখত। তারা মনে করত পাথর তাদের থেকে বিপদ দূর করে রাখবে। আবার কেউ কেউ মনে করত, এটা তাদের থেকে মৃত্যুকে দূরে রাখবে। উকবা ইবনু আমির রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন, 'যে তামিমা লটকালো সে শিরক করল।' কেউ কেউ তাবিজকে তামিমা মনে করেন। তারা ইবনু মাসউদ রা.-এর হাদিসের কারণে এটাকে হারাম বলেন; অথচ বাস্তবতা এমন নয়। তামিমা বলা হয় ছোট ছোট পাথরকে। কুরআন বা আল্লাহর নাম লিখে তাবিজ লটকাতে কোনো সমস্যা নেই।[১২১]

---

[১১৯] *মাতালিবু উলান নাহয়ি ফি শারহি গায়াতিল মুনতাহি*: ১/৮৩৪।

[১২০] *আল-ইকনা ফি ফিকহিল ইমাম আহমাদ*: ১/২১০।

[১২১] *গারিবুল হাদিস*: ১/৪৫০।

সাত. সালাফিদের বরণীয় আলিমদের মতামত

১. মুনাবি রাহ. বলেন,

المراد من علق تميمة من تمائم الجاهلية يظن أنها تدفع أو تنفع فإن ذلك حرام والحرام لا دواء فيه وكذا لو جهل معناها وإن تجرد عن الاعتقاد المذكور فإن من علق شيئا من أسماء الله الصريحة فهو جائز بل مطلوب محبوب فإن من وكل إلى أسماء الله أخذ الله بيده.

'যে তামিমা লটকালো সে শিরক করল'—এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাহিলি যুগের তামিমা। তারা মনে করত ছোট ছোট পাথর তাদের উপকার ও বিপদ দূর করবে। অথচ এটা হারাম। আর হারাম দ্বারা কোনো চিকিৎসা নেই। এমনিভাবে অর্থ জানা না থাকলে সেটা লটকানো জায়িজ নেই। যদি উপরিউক্ত আকিদা থেকে মুক্ত হয়, আর স্পষ্টভাবে আল্লাহর নাম লিখে লটকায়, তাহলে সেটা জায়িজ। বরং সেটা প্রশংসিত। কারণ, যে তার সমস্যা আল্লার হাওয়ালা করে দেবে, আল্লাহ তাকে নিজ হাতে ধরবেন।[১২২]

২. আবুল হাসান মুবারাকপুরি রাহ. বলেন,

اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله تعالى وصفاته فقالت طائفة: يجوز ذلك وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ظاهر ما روى عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية وحملوا الحديث، يعني حديث ابن مسعود قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول إن الرقى والتولة والتمائم شرك. رواه أبو داود، وابن ماجة، وابن حبان، والحاكم، وقال صحيح وأقره الذهبي على التمائم التي فيها شرك والقرينة على هذا الحمل اقتران التمائم بالرقى، ومن المعلوم أن المراد من الرقى ها هنا هي التي فيها شرك.

আল্লাহ কিংবা আল্লাহর গুণবাচক নাম লিখে তাবিজ লটকানো জায়িজ কি না, এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা.-সহ একদলের মতে জায়িজ। আয়েশা রা. থেকেও এমনটি বর্ণিত

[১২২] *ফায়জুল কাদির* : ৬/১০৭।

হয়েছে। আবু জাফর বাকির এবং ইমাম আহমাদও এমনটি বলেছেন। তাঁরা ইবনু মাসউদের হাদিসের ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, রাসুল ﷺ এই হাদিসে শিরকযুক্ত তামিমা উদ্দেশ্য নিয়েছেন।[১২৩]

৩. ইবনু তাইমিয়া রাহ. বলেন,

وَيَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ لِلْمُصَابِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَرْضَى شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَذِكْرُهُ بِالْمِدَادِ الْمُبَاحِ وَيُغْسَلُ وَيُسْقَى كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَد وَغَيْرُهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَد : قَرَأْت عَلَى أَبِي ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ؛ ثَنَا سُفْيَانُ؛ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ؛ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إذَا عَسِرَ عَلَى الْمَرْأَةِ وِلَادَتُهَا فَلْيَكْتُبْ : بِسْمِ اللهِ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا﴾ ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَٰسِقُونَ﴾. قَالَ أَبِي ثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ بِإِسْنَادِهِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ : يُكْتَبُ فِي إنَاءٍ نَظِيفٍ فَيُسْقَى قَالَ أَبِي : وَزَادَ فِيهِ وَكِيعٌ فَتُسْقَى وَيُنْضَحُ مَا دُونَ سُرَّتِهَا قَالَ عَبْدُ اللهِ : رَأَيْت أَبِي يَكْتُبُ لِلْمَرْأَةِ فِي جَامٍ أَوْ شَيْءٍ نَظِيفٍ. وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَد بْنِ حَمْدَانَ الحيري : أَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ النسوي؛ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَد بْنِ شبوية؛ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ؛ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ؛ عَنْ سُفْيَانَ؛ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى؛ عَنْ الْحَكَمِ؛ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إذَا عَسِرَ عَلَى الْمَرْأَةِ وِلَادُهَا فَلْيَكْتُبْ : بِسْمِ اللهِ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ؛ سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ؛ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا﴾ ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَٰسِقُونَ﴾. قَالَ عَلِيٌّ : يُكْتَبُ فِي كاغدة فَيُعَلَّقُ عَلَى عَضُدِ الْمَرْأَةِ

[১২৩] *মিরআতুল মাফাতিহ* : ৮/২৩৯।

قَالَ عَلِيٌّ : وَقَدْ جَرَّبْنَاهُ فَلَمْ نَرَ شَيْئًا أَعْجَبَ مِنْهُ فَإِذَا وَضَعَتْ تُحِلُّهُ سَرِيعًا ثُمَّ تَجْعَلُهُ فِي خِرْقَةٍ أَوْ تُحْرِقُهُ.

রোগাক্রান্ত ইত্যাদি ব্যক্তির জন্য পবিত্র কালি দ্বারা কুরআনের আয়াত বা আল্লাহর জিকির লেখা এবং তা দিয়ে রোগীকে গোসল ও পান করানো জায়িজ আছে। ইমাম আহমাদ রাহ.-সহ অন্যান্য ইমাম এ কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। যেমন, ইমাম আহমাদ রাহ. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, যদি কোনো মহিলার প্রসব কঠিন হয়, তাহলে যেন নিচের বাক্যগুলো লিখে দেওয়া হয়—

بِسْمِ اللهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِين. ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحٰهَا﴾ ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْٓا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلٰغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ﴾

আল্লাহর নামে শুরু—আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি ধৈর্যশীল ও মহামহিম। মহান আরশের মালিক আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত পবিত্র। যাবতীয় প্রশংসা সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য। যেদিন তারা তা দেখতে পাবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে। [সুরা নাজিআত : ৪৬]

যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছে, তা যেদিন তারা দেখতে পাবে, সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিনের একদণ্ডের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা এক স্পষ্ট ঘোষণা, সুতরাং পাপাচারী সম্প্রদায়কেই কেবল ধ্বংস করা হবে। [সুরা আহকাফ : ৩৫]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেন, এই দুআ একটি পরিষ্কার পাত্রে লিখে তাকে পান করানো হবে এবং নাভির নিচে পানি ছিটানো হবে।

আবদুল্লাহ বলেন, আমি আমার পিতাকে (ইমাম আহমাদ রাহ.) দেখেছি, তিনি এ বাক্যগুলো এ ধরনের নারীদের জন্য পরিষ্কার পাত্রে লিখতেন।

অন্য বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে এই দুআ ভিন্ন শব্দে বর্ণিত;

بِسْمِ اللهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَكِيْمُ الْكَرِيْمِ. ..إلخ

আলি ইবনু হাসান রাহ. বলেন, এই দুআটি কাগজে লিখে উক্ত মহিলার বাহুতে বেঁধে দেবে।

তিনি আরও বলেন, আমরা এটি পরীক্ষা করে দেখেছি এবং এর চেয়ে অধিক কার্যকারী কোনোকিছু পাইনি। এরপর প্রসব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা খুলে ফেলবে এবং ওই কাগজটি কোনো কাপড়ের টুকরোয় রেখে দেবে বা জ্বালিয়ে দেবে।[১২৪]

ইবনু তাইমিয়ার মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা করে তাঁর ছাত্র ইবনু কাসির রাহ. বলেন,

إِنَّ الْخَيْطَ الَّذِي كَانَ فِيهِ الزِّئْبَقُ الَّذِي كَانَ فِي عُنُقِهِ بِسَبَبِ الْقَمْلِ، دُفِعَ فِيهِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا.

ইবনু তাইমিয়ার গলায় তাগার মধ্যে জিবাক তথা পারদের পাথর ছিল, যা তিনি উকুনের কারণে ব্যবহার করেছেন। ১৫০ দিরহামে সেটা বিক্রি করা হয়।[১২৫]

৪. ইবনুল কাইয়িম রাহ. বলেন,

وكل ما تقدم من الرقى فإن كتابته نافعة.

আগে যেসব দুআ দিয়ে ঝাড়ফুঁকের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো লিখে দিলেও উপকার হয়।[১২৬]

এভাবে দলিল-প্রমাণ দিতে চাইলে আরও বহু কিতাবের দলিল দেওয়া যাবে। আমরা ১৪ শত বছরের গ্রহণযোগ্য অনেক ইমামের মতামত আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। আশা করি সত্যান্বেষী পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তামিমা ও তাবিজ কখনো এক নয়। উম্মাহর হাজার বছরের সকল ইমামই একমত ছিলেন যে, কুরআনের আয়াত, হাদিস, আল্লাহর নাম বা অর্থবোধক কোনো কথা লিখে তাবিজ লটকানো জায়িজ। তাই যারা শিরক শিরক জিকির করেন, তারা ১৪ শত বছরের এমন একজন ইমামেরও বক্তব্য দেখাতে পারবেন না, যিনি কুরআনের আয়াত বা দুআ লিখে তাবিজ লটকানোকে শিরক বলেছেন। এরপরও যদি কেউ অপপ্রচার করে, তাহলে আমরা তার হিদায়াতের দুআ করি।

---

[১২৪] *মাজমুউল ফাতাওয়া* : ১৯/৬৪-৬৫।

[১২৫] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* : ১৪/১৩৬।

[১২৬] *জাদুল মাআদ* : ৪/৩২৪।



সপ্তম অধ্যায়

তাহারাত ও মাসসে কুরআন

এক. একসঙ্গে কুলুখ ও পানি ব্যবহার : একটি পর্যালোচনা

সম্প্রতি এ মাসআলা নিয়ে আমাদের দেশে বিতর্ক ছড়ানো হয়। যুগ যুগ থেকে চলে আসা একটি মাসআলার বিপরীতে কিছু ভাই মূর্খতার কারণে ভিন্নমত পেশ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি করছেন। তাঁরা ফাতওয়া দিচ্ছেন, ইসতিনজায় গিয়ে একসঙ্গে কুলুখ ও পানি ব্যবহার করা জায়িজ নয়।

বাংলাদেশের লা-মাজহাবি ধারার আলিম আবদুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ *রাসুল ﷺ-এর সালাত বনাম প্রচলিত সালাত* নামে একটি বই লিখেছেন। তাতে তিনি লেখেন, 'অতএব আগে ঢিলা বা টিস্যু ব্যবহার করে, পরে পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করার এই নিয়ম শরিয়তে জায়িজ নয়।'[১২৭]

আরেক লা-মাজহাবি আলিম মুজাফফার বিন মুহসিন লিখেছেন, 'পানি থাকা অবস্থায় কুলুখ নেওয়া শরিয়তসম্মত নয়। পানি পাওয়া না গেলে কুলুখ নেওয়া যাবে। তবে পুনরায় পানি ব্যবহার করতে হবে না।'[১২৮]

এখানে আমরা লা-মাজহাবিদের বাংলাদেশি দুজন আলিমের বক্তব্য তুলে ধরলাম। তাদের একজনের মতে টিস্যু ও পানি নিয়ে একসঙ্গে ইসতিনজা করা জায়িজ নয়। আরেকজনের মতে শরিয়তসম্মত নয়। এবার আমরা দেখব এ ব্যাপারে সৌদি আরবের সালাফি আলিমরা কী বলেন।

সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ লা-মাজহাবাবিদের বরেণ্য আলিম শায়খ ইবনু বাজ রাহ. বলেন,

فالماء عند جميع أهل العلم يكفي عن الحجر، والنبي ﷺ ثبت عنه
أنه كان يستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أنه يكفي،

[১২৭] *রাসুল ﷺ-এর সালাত বনাম প্রচলিত সালাত* : ২৫।

[১২৮] *জাল হাদিসের কবলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত* : ৩৭।

والحجر وحده يكفي، إذا استجمر بالحجر أو باللبن، أو بالمناديل الطيبة الطاهرة الخشنة حتى يزيل الأذى، وتمسح بها ثلاث مرات أو أكثر فإنه يجزي كما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تمسح عن الأذى عن الغائط أو البول بالحجر أو باللبن أو بالخرق النظيفة الطاهرة ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل إنقاء تاماً فإنه يجزئه عن الماء، وإن جمع بينهما فاستنجى بالحجر أو باللبن ثم استنجى بالماء مع ذلك، كان أكمل وأطهر.

ইসতিনজায় পাথর ব্যবহার না করে শুধু পানিতে সীমাবদ্ধ থাকা সবার মতে যাবে। রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত, তিনি পানি দ্বারা ইসতিনজা করেছেন। এমনভাবে এককভাবে শুধু পাথর দ্বারাও ইসতিনজা করা যাবে। যদি উভয়টি একত্রিত করে, প্রথমে কুলুখ ব্যবহার করে এবং তারপর পানি ব্যবহার করে; তাহলে সেটা সবচেয়ে পরিপূর্ণ এবং পবিত্রতা অর্জনের সর্বোচ্চ পন্থা।[১২৯]

শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ বলেন,

لا مانع عند الاستنجاء فيما نعلم من استعمال الماء في أحد المخرجين، والاقتصار على الحجر أو ما في معناه في المخرج الآخر؛ فالواجب فيهما هو إنقاء المحل، حتى تزول النجاسة بالكلية، سواءكان ذلك بالماء أو بالحجر. والأفضل للمسلم عند قضاء الحاجة أن يجمع في استنجائه بين الماء والحجر؛ لأن ذلك أبلغ في النظافة، ويجوز له أن يقتصر على أحدهما، وإن أمكن أن يكون الماء فهو أفضل.

ইসতিনজায় পানি ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই। এমনিভাবে শুধু কুলুখের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকা যাবে। এ ক্ষেত্রে মূল বিষয় হলো, জায়গাকে এমনভাবে পবিত্র করা, যাতে পরিপূর্ণভাবে নাজাসাত দূর হয়ে যায়—চাই সেটা পানি দ্বারা হোক বা অন্য কিছু দ্বারা হোক।

তবে মুসলিমদের জন্য প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের পর সর্বোত্তম পন্থা

[১২৯] *ফাতওয়া ইবনু বাজ*: ফাতওয়া নং-৩৪২৬।

হলো কুলুখ ও পানি উভয়টা দিয়ে ইসতিনজা করা। কারণ, এটা পবিত্রতা অর্জনের সর্বোচ্চ পন্থা। তবে যেকোনো একটির ওপরও সীমাবদ্ধ থাকা জায়িজ আছে।[১৩০]

কুয়েত সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত *আল-মাওসুয়া*তে এই মাসআলা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

> إنّ غسل المحلّ بالماء أفضل من الاستجمار، لأنّه أبلغ في الإنقاء، ولإزالته عين النّجاسة وأثرها. وفي روايةٍ عن أحمد : الأحجار أفضل، ذكرها صاحب الفروع. وإذا جمع بينهما بأن استجمر ثمّ غسل كان أفضل من الكلّ بالاتّفاق.
>
> পানি দিয়ে ধৌত করা হলো পাথর দিয়ে ইসতিনজা করার চেয়ে উত্তম। কারণ, এর মাধ্যমে নাপাকি তার প্রভাবসহ দূর হয়ে যায়। ইমাম আহমাদের এক বর্ণনামতে, পাথর দিয়ে ইসতিনজা করা উত্তম। যদি উভয়টি একত্রিত করে অর্থাৎ, প্রথমে কুলুখ ব্যবহার করে পরে পানি ব্যবহার করে, তাহলে সেটা সবার ঐকমত্যে সর্বোত্তম পন্থা।[১৩১]

এখানে যাঁদের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের কেউই হানাফি মাজহাবের আলিম নন। তাঁরা পৃথিবী-স্বীকৃত চার ফিকহের নির্দিষ্টভাবে কোনো ফিকহেরই অনুসারী নন। এবার তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে আপনি আবদুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ ও মুজাফফার বিন মুহসিনের বক্তব্য মিলিয়ে দেখুন, তাহলে আশা করি বাস্তবতা বুঝতে পারবেন।

এ মাসআলায় আমরা যারা পবিত্রতা অর্জনের জন্য কুলুখের সঙ্গে পানি ব্যবহার করি, তাদের অসংখ্য দলিল রয়েছে। এখানে আমরা দলিলের দিকে না গিয়ে শুধু সালাফি ঘরানার বরেণ্য কয়েকজন আলিমের বক্তব্য আপানাদের সামনে পেশ করেছি। আশা করি বাস্তবতা বুঝতে পেরেছেন।

দুই. মাসসে কুরআন

১. অজু ছাড়া কি কুরআন স্পর্শ করা যাবে

অজু ছাড়া পবিত্র কুরআন স্পর্শ করা যায় কি না; কিংবা অপবিত্র অবস্থায় কুরআন

---

[১৩০] *ইসলাম ইনফো* : ৩৬০৯৪২।

[১৩১] *আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাতিল কুওয়াইতিয়াহ* : ৪/১১৯।

স্পর্শ করতে শরিয়তের নিষেধ আছে কি না—এমন প্রশ্ন করে থাকেন অনেকে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী। আল্লাহর কুরআন সর্বাধিক পবিত্র ও সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। তাই কুরআনের পবিত্রতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে দৈহিক পবিত্রতার শর্তারোপ করা হয়েছে, যেন কুরআন স্পর্শ ও তিলাওয়াত করার ক্ষেত্রে কোনো অসম্মান প্রকাশ না পায়। বিখ্যাত চার মাজহাবের ইমামদের ফাতওয়া এটাই। নবিজি ﷺ-এর সাহাবিরাও এই ফাতওয়া দিয়েছেন।

পুরো ১৪ শত বছরের 'আমলে মুতাওয়ারাস'-এর বিপরীতে আরেকটি মত প্রতিষ্ঠিত করা আসলেই মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার প্রমাণ। এ ধরনের একটি মাসআলা হলো, অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা জায়িজ বলে ইদানীং আমাদের কিছু ভাই ফাতওয়া দিচ্ছেন; অথচ এই মতের পক্ষে না আছে কুরআনের আয়াত, না আছে সহিহ হাদিস; আর না আছে কোনো দুর্বল হাদিস। এমনকি কোনো সাহাবির কথাও এর সপক্ষে পাওয়া যায় না।

আমরা মাসআলাটি সহিহ হাদিস, সাহাবিদের আসার এবং ইমামদের বক্তব্যের আলোকে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। প্রথমে এ বিষয়ে বর্ণিত হাদিসগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে।

আবু বকর ইবনু হাজম রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন,

> إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم : لا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ.
>
> রাসুল ﷺ আমর ইবনু হাজম রা.-এর কাছে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তাতে লেখা ছিল অজু ছাড়া যেন কুরআন স্পর্শ না করা হয়।[১৩২]

এ হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাফিজ ইবনু আবদিল বার মালিকি রাহ. চমৎকার আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন,

> وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر.
>
> وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة

---

[১৩২] *মুওয়াত্তা মালিক* : ৬৮০; *মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার* : ২০৯; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৪৬৫; *কানজুল উম্মাল* : ২৮২৯।

الرأي والحديث في أعصارهم وروى ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاوس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن والكوفة والبصرة.

আমর ইবনু হাজমের উদ্দেশে রাসুল ﷺ-এর লিখিত চিঠি প্রত্যেক যুগের আলিমরা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন। এ চিঠির ওপর আমল করা সহিহ সূত্রে বর্ণিত একটি হাদিসের ওপর আমল করা থেকে প্রসিদ্ধ এবং সুস্পষ্ট। প্রত্যেক শহরের ফকিহ ও তাঁদের শিষ্যরা এ বিষয়ে একমত যে, অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। এমনটা হলো ইমাম মালিক, শাফিয়ি, আবু হানিফা ও তাঁর শিষ্য—সুফিয়ান সাওরি, আওজায়ি, আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইসহাক ইবনু রাহওয়াই, আবু সাওর, আবু উবায়েদ এবং ফিকহ ও হাদিসের ইমামদের মত।

আর এমনটি বর্ণিত হয়েছে সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা., তাউস, হাসান, শাবি, কাসিম এবং আতা রাহ. থেকে।[১৩৩]

ইবনু আবদিল বার মালিকি রাহ.-এর এ দীর্ঘ আলোচনার পর মনে হয় এ বিষয়ে আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। কেননা, যে বিষয়ে এতজন সাহাবি ও ইমাম একমত, আরও রয়েছে সর্বযুগে সমাদৃত রাসুল ﷺ-এর ঐতিহাসিক চিঠি, তাঁদের তুলনায় কোথাকার কোন অখ্যাত লোকদের কথাকে পাগলের প্রলাপই বলতে হয়।

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ.

পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না।[১৩৪]

হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম হায়সামি রাহ. বলেন,

رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون.

হাদিসটি ইমাম তাবারানি *আল-মুজামুল কাবির* ও *আল-মুজামুস সাগিরে* বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী সকলেই বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য।[১৩৫]

হাফিজ বদরুদ্দিন আইনি রাহ. বলেন,

---

[১৩৩] *আল-ইজতিজকার* : ২/৪৭১—দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।

[১৩৪] *আল-মুজামুল কাবির* : ১৩২১৭; *আল-মুজামুস সাগির* : ১১৬২।

[১৩৫] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ১৫১২।

ومنها ما رواه الدارقطني أيضا بسند صحيح من حديث سالم يحدث عن أبيه قال رسول الله لا يمس القرآن إلا طاهر.

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদিসটি ইমাম দারা কুতনি রাহ. সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না।[১৩৬]

এ ছাড়া স্বয়ং লা-মাজহাবিদের মাথার তাজ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহ.-ও হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।[১৩৭]

এবার তাঁরা বলবেন, নিজেদের মতের পক্ষে গেলে আলবানি মাথার তাজ; আর বিপক্ষে গেলে কীসের আলবানি! এমন সুবিধাবাদি নীতি দিয়ে আর কতকাল সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন? আমরা কোনোভাবে বুঝতে পারি না যে, রাসুল ﷺ-এর একাধিক সহিহ হাদিস কীভাবে শায়খদের দৃষ্টির আড়ালে থাকল। এটা হতে পারে এ কারণে যে, হয়তো তারা মূর্খ অথবা জ্ঞানপাপী।

২. সাহাবিদের মত

সাহাবিরা এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা জায়িজ নেই। এর বিপরীত মত কোনো সাহাবি থেকে পাওয়া যায়নি। ইমাম নববি রাহ. এ মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

وبأنه قول علي وسعد بن ابي وقاص وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة.

আলি, সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস, ইবনু উমর রা.-এর মাজহাব হলো, অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। সাহাবিদের মধ্যে তাঁদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণকারী কেউ নেই।[১৩৮]

এ ছাড়া ইবনু আবদিল বার মালিকি রাহ. আরও অনেক সাহাবির বক্তব্য নকল করেছেন, ইতিমধ্যে যা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া এই মাসআলায় সাহাবিদের ইজমার কথা ইবনু তাইমিয়াও নকল করেছেন।[১৩৯]

---

[১৩৬] *উমদাতুল কারি*: ৫/৩৭২—শামিলা।

[১৩৭] *সাহিহুল জামি*: ৭৭৮০।

[১৩৮] *আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব*: ২/৮০।

[১৩৯] *মাজমুয়াতু ফাতওয়া ইবনু তাইমিয়া*: ২১/২৬৬।

৩. লা-মাজহাবিদের কাছে গ্রহণযোগ্য দুই আলিমের বক্তব্য

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. তথাকথিত আহলে হাদিস দাবিদারদের কাছে অত্যন্ত বরণীয়। যদি তাঁর কথা পুরো উম্মতের আমলে মুতাওয়ারিসের বিপরীত হয় এবং তাদের বিচ্যুত মতের পক্ষে হয়, তখন ইবনু তাইমিয়া হলেন বিখ্যাত একজন ইসলামিক স্কলার। কিন্তু ইবনু তাইমিয়া যখন বলেন তারাবিহ ২০ রাকআত, তখন ইবনু তাইমিয়ার দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। নিজেদের মতের পক্ষে হলে ইবনু তাইমিয়া শায়খুল ইসলাম; আর বিপক্ষে হলে কীসের শায়খুল ইসলাম! এ তো চরম দ্বিমুখী নীতি।

ক. ইবনু তাইমিয়ার বক্তব্য

هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا فأجاب مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر.

ইবনু তাইমিয়াকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে কি না। জবাবে তিনি বলেন, চার ইমামের মাজহাব হলো অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। যেমনটা রাসুল ﷺ আমর ইবনু হাজম রা.-এর কাছে পাঠানো চিঠিতে লিখেছিলেন যে, অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবে না।[১৪০]

অন্য জায়গায় ইবনু তাইমিয়া বলেন,

أعلم أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي في هذا المصحف بعينة سواء كان المحل ورقا أو أديما أو حجرا أو لحافا فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك لأن حرمته كحرمته.

লাওহে মাহফুজে যে কুরআন রয়েছে, সেটা ওই কুরআন, যা আমাদের মুসহাফে রয়েছে—চাই সেটা পাতায়, হাড্ডি, চামড়া বা পাথরে লেখা হোক। তাই আমাদের কাছে যে কুরআন রয়েছে, তা আসমানের কুরআনের মতো;

[১৪০] তদেব।

আর আসমানের কুরআন পবিত্রতা ছাড়া স্পর্শ করা যায় না। এ জন্য ওয়াজিব হলো, জমিনে যে কুরআন রয়েছে, তার সম্মানও আসমানের কুরআনের মতো করতে হবে।[১৪১]

ইবনু তাইমিয়া রাহ.-এর এই বক্তব্য থেকে বোঝা গেল, লাওহে মাহফুজের কুরআন ও পৃথিবীর কুরআনের মধ্যে সামান্যতম ব্যবধান নেই। আর লাওহে মাহফুজের কুরআন স্পর্শ করতে হলে পবিত্রতা শর্ত, এ জন্য পৃথিবীর কুরআন স্পর্শ করতে হলেও পবিত্রতা শর্ত।

এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে, সুরা ওয়াকিয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿لَا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ﴾ 'কুরআনকে পবিত্র সত্তা ছাড়া কেউ স্পর্শ করবে না।' [সুরা ওয়াকিয়া : ৭৯]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কিছু সালাফি বলেন, 'এখানে পবিত্র সত্তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফেরেশতারা। আর কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো লাওহে মাহফুজের কুরআন। সুতরাং দুনিয়ার কুরআন অজু ছাড়া স্পর্শ করা যাবে।'

এর জবাব মূলত শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার বক্তব্যে চলে গেছে। কেননা, তিনি বলেছেন উভয়টি একই কুরআন। সুতরাং উভয়টির জন্য তাহারাত শর্ত। এখানে ইমাম বুখারি রাহ.-এর উসতাজ ইসহাক ইবনু রাহওয়াইয়ের বক্তব্য তুলে ধরছি। তিনি বলেন,

قال إسحاق بن راهويه لا يقرأ أحد في المصحف إلا وهو متوضئ وليس ذلك لقول الله عز و جل ﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ﴾ ولكن لقول رسول الله ﷺ لا يمس القرآن إلا طاهر.

অজু ছাড়া কেউ কুরআন পড়তে পারবে না—এই হুকুম আমরা সুরা ওয়াকিয়ার পূর্বোল্লিখিত আয়াত দিয়ে প্রমাণ করি না; বরং রাসুল ﷺ-এর ওই হাদিস দিয়ে প্রমাণ করি, যেখানে তিনি বলেছেন—অজু ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না।[১৪২]

ইসহাক ইবনু রাহওয়াইর মতো জগদ্‌বিখ্যাত মুহাদ্দিসের স্পষ্ট বক্তব্যের পর আয়াতের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। কেননা, 'অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না'—এ বিষয়ে একাধিক সহিহ হাদিস রয়েছে।

---

[১৪১] *শরহুল উমদা* : ১/৩৮৪—শায়খ সাউদ সালিহ তাহকিককৃত।

[১৪২] *আল-ইসতিজকার* : ২/৪৭১—দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত।

খ. শায়খ উসাইমিনের বক্তব্য

সৌদি আরবের খ্যাতিমান আলিম শায়খ উসাইমিন রাহ. লা-মাজহাবিদের বরণীয় ব্যক্তি। অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ কর যাবে কি না, এ বিষয়ে তাঁর ফাতওয়া নিচে উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন,

> فإن القرآن لا تحل قراءته للجنب وأما من بحدثٍ أصغر فيجوز أن يقرأ القرآن لكن لا يمس المصحف لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر لقوله ﷺ في الكتاب الذي كتبه إلى عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر والمراد بالطاهر الطاهر من الحدثين الأصغر والأكبر.
>
> জুনুবি ও অজুহীন ব্যক্তির জন্য কুরআন তিলাওয়াত করা জায়িজ আছে, তবে স্পর্শ করতে পারবে না। কেননা, মুসহাফ পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। রাসুল ﷺ আমর ইবনু হাজমের কাছে চিঠি লিখেছিলেন যে, অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবে না। তাই এখানে পবিত্রতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ছোট-বড় উভয় নাপাক থেকে পবিত্র হওয়া।[১৪৩]

শায়খ উসাইমিন অন্য জায়গায় বলেন,

> ومن النصيحة لكتاب الله عزّ وجل أن يقوم الإنسان باحترام هذا القرآن العظيم، فمن ذلك أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر من الحدثين : الأصغر والأكبر، لقول النبي ﷺ : لا يمسّ القرآن إلا طاهر أو من وراء حائل.
>
> আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে উপদেশ হলো, মানুষ তার যথাযথ সম্মান করবে। যেমন, ছোট-বড় নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়া ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবে না। কেননা, রাসুল ﷺ বলেছেন, 'পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না।'[১৪৪]

এ মাসআলা নিয়ে আলোচনা দীর্ঘ করব না। তথাকথিত লা-মাজহাবিদের মাথার তাজ ও বরণীয় দুজন ব্যক্তি যখন ফাতওয়া দিয়েছেন—অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না, তাদের ফাতওয়া বাদ দিয়ে বাংলাদেশি সালাফি শায়খরা এমন বক্তব্য পেশ করতে

---

[১৪৩] *ফাতওয়া শায়খ উসাইমিন* : ২০৩।

[১৪৪] *শারহু রিয়াজিস সালিহিন* : ২/৩২১।

পারলেন। বিশেষত যে বিষয়ে একাধিক সহিহ হাদিস রয়েছে এবং যে বিষয়ে সকল সাহাবি, তাবিয়ি, মুহাদ্দিস এবং ফকিহ একমত, তাঁদের বিরুদ্ধে গিয়ে কুরআন-হাদিস বিবর্জিত মনগড়া একটি মত প্রতিষ্ঠা করা কীভাবে সম্ভব?

৪. অজুতে ঘাড় মাসেহ করা কি বিদআত

আমাদের দেশে এখন অজুতে ঘাড় মাসেহের এই মাসআলা নিয়েও বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে। অনেকে না বুঝে ঘাড় মাসেহ করাকে বিদআত বলে দেন। অজুতে কেউ ঘাড় মাসেহ না করলেও অজু হবে; কিন্তু কেউ মাসেহ করলে সে বিদআত করছে, এমনটা বলার সুযোগ নেই।

মিকদাম ইবনু মাদিকারাব রা. বর্ণনা করেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ فَأَمَرَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ.

আমি রাসুল ﷺ-কে অজু করতে দেখেছি। অজু করতে করতে যখন মাথা পর্যন্ত পৌঁছান, তখন তিনি এভাবে মাথা মাসেহ করেন যে, উভয় হাতের তালু মাথার সামনের অংশে স্থাপন করে তা ক্রমান্বয়ে মাথায় পশ্চাদ্‌ভাগ (ঘাড়ের সংযোগ স্থান) পর্যন্ত নেন। এরপর তিনি পেছনের দিক থেকে সামনের দিকে তা শুরুর স্থানে ফিরিয়ে আনেন।[১৪৫]

রাসুল ﷺ যেহেতু মাথা মাসেহের সময় হাত ঘাড় পর্যন্ত আনতেন, তাহলে এমনিতে ঘাড় মাসেহ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ঢালাওভাবে সেটাকে বিদআত বলার সুযোগ নেই। এ ছাড়া কিছু বর্ণনায় স্পষ্টভাবে ঘাড় মাসেহ করার কথা বলা হয়েছে।

এ সংক্রান্ত কয়েকটি বর্ণনা আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম আজলুনি রাহ. বলেন,

وأما أثر ابن عمر من توضأ ومسح عنقه وقى الغل يوم القيامة فغير معروف، وقال القاري لكن روى أبو عبيد عن موسى بن طلحة أنه قال من مسح قفاه مع رأسه وقي من الغل. وهو موقوف لكنه في حكم المرفوع إذ لا يقال بالرأي. ويقويه ما رواه في مسند الفردوس عن ابن عمر مرفوعا بسند ضعيف بلفظ من توضأ ومسح يديه على عنقه أمن

[১৪৫] *সুনানু আবি দাউদ*: ১২২।

من الغل يوم القيامة، ولذا قال أئمتنا مسح الرقبة مستحب أو سنة انتهى.

ঘাড় মাসেহ করা-সংক্রান্ত ইবনু উমর রা.-এর বর্ণনা হলো, 'যে ব্যক্তি অজু করবে এবং ঘাড় মাসেহ করবে, কিয়ামতের দিন সে জাহান্নামের বেড়ি থেকে মুক্তি পাবে।' এটি অপ্রসিদ্ধ বর্ণনা। মোল্লা আলি কারি রাহ. বলেন, আবু উবায়েদ মুসা ইবনু তালহার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'যে মাথার সঙ্গে ঘাড় মাসেহ করবে, তাকে বেড়ি পরানো থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।' এটিও মাওকুফ বর্ণনা, তবে এটা মারফুর বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, এ বিষয়ে তিনি যুক্তি দিয়ে কিছু বলতে পারেন না।

এ বর্ণনাকে শক্তিশালী করে *মুসনাদুল ফিরদাউসের* আরেকটি মারফু বর্ণনা রয়েছে। সেখানে জয়িফ সনদে বর্ণিত হয়েছে, 'যে অজু করবে এবং ঘাড় মাসেহ করবে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের বেড়ি থেকে নিরাপদ থাকবে।' এ জন্য ইমামরা বলেন, 'ঘাড় মাসেহ করা মুসতাহাব কিংবা সুন্নাত।'[১৪৬]

যে দুটি বর্ণনার কথা আজলুনি রাহ. উল্লেখ করেছেন, সে দুটির সপক্ষে আরও অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। আলাদাভাবে সেগুলো নিয়ে কথা থাকলেও একটি অপরটির প্রামাণিকতা শক্তিশালী করে। এ জন্য আমরা দেখি ইমামরাও অজুতে ঘাড় মাসেহের কথা বলেছেন।

ইমাম আহমাদ রাহ.-এর ছেলে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন,

رأيته إذا مسح برأسه وأذنيه مسح قفاه.

আমি আমার পিতা আহমাদ ইবনু হাম্বলকে দেখেছি, যখন তিনি মাথা ও উভয় কান মাসেহ করতেন, তখন ঘাড়ও মাসেহ করতেন।[১৪৭]

হানাফি মাজহাবের বিখ্যাত গ্রন্থ *ফাতওয়ায়ে শামিতে* বলা হয়েছে,

قوله مسح الرقبة هو الصحيح قيل نه سنة كما في البحر غير.

বিশুদ্ধ মতানুসারে ঘাড় মাসেহ করা হলো মুসতাহাব। তবে *বাহরুর রায়িকসহ* কোনো কোনো কিতাবে সেটাকে সুন্নাত বলা হয়েছে।[১৪৮]

---

[১৪৬] *কাশফুল খাফা*: ২/৮৮।

[১৪৭] *আল-মুগনি*: ১/৮৮।

[১৪৮] *ফাতাওয়া শামি*: ১/১২৪।

শাফিয়ি মাজহাবের ইমাম গাজালি রাহ. লেখেন,

الثانية عشرة مسح الرقبة.

অজুর ১২তম সুন্নাত হলো ঘাড় মাসেহ করা।[১৪৯]

এখানে চাইলে আরও অনেক দলিল উল্লেখ করা যাবে। আলোচনা সংক্ষেপ করতে আমরা কয়েকটি দলিল তুলে ধরলাম। এর থেকে আশা করি পাঠক বুঝতে সক্ষম হয়েছেন, ঘাড় মাসেহকে যারা বিদআত বলে প্রচার করছেন, আসলে তাদের বক্তব্য সঠিক নয়। দীনের ক্ষেত্রে তারা বাড়াবাড়ির স্বীকার হয়েছেন।

৫. মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করলে ফরজ আদায় হয়ে যাবে, এটা কি ভিত্তিহীন মত

অজুতে মাথা কতটুকু মাসেহ করা ফরজ, এ ব্যাপারে ইমামদের মতভিন্নতা রয়েছে। হানাফি মাজহাবে মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করা ফরজ। বর্তমানে জনসমক্ষে অপপ্রচার করা হচ্ছে, এ মতটি ভিত্তিহীন। অথচ এ মতের পক্ষে অনেক দলিল রয়েছে। আমরা কয়েকটি দলিল পাঠকের সামনে পেশ করছি।

আনাস ইবনু মালিক রা. বর্ণনা করেন,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ.

আমি রাসুল ﷺ-কে অজু করা অবস্থায় দেখলাম, এমতাবস্থায় তাঁর মাথায় কাতারি কাপড়ের পাগড়ি ছিল। রাসুল ﷺ পাগড়ির নিচ দিয়ে হাত প্রবেশ করালেন এবং মাথার সামনের অংশ মাসেহ করলেন। তবে তিনি পাগড়ি খোলেননি।[১৫০]

এ হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম, রাসুল ﷺ শুধু মাথার সামনের অংশ মাসেহ করেছিলেন। আর সামনের অংশ হিসাব করলে মাথার চার ভাগের এক ভাগ হয়।

মুগিরা ইবনু শুবা রা. বর্ণনা করেন,

تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ. فَأَتَيْتُهُ بِمَطْهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ

[১৪৯] *আল-ওয়াসিত*: ১/২৮৮।

[১৫০] *সুনানু আবি দাউদ*: ১৪৭; *সুনানু ইবনি মাজাহ*: ৫৬৪; *আল-মুসতাদরাক*: ৬০৩।

كُمُّ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ .

আমি একদিন রাসুল ﷺ-এর পেছনে ছিলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন শেষ করে আমাকে বললেন, 'তোমার সঙ্গে পানি আছে?' আমি তখন একটি পানির পাত্র নিয়ে এলাম। তিনি প্রথমে হাতের তালু ও মুখ ধৌত করলেন। এরপর হাত বের করার জন্য কাপড় গোছাতে চাইলে জুব্বা সংকীর্ণ হয়ে গেল। তখন জুব্বার নিচ দিয়ে হাত বের করলেন এবং জুব্বা কাঁধে ফেলে রাখলেন। এরপর হাত ধৌত করলেন এবং মাথার সামনের অংশ মাসেহ করলেন। আর বাকি অংশ পাগড়ির ওপর মাসেহ করলেন।[১৫১]

এ হাদিসে আমরা দেখতে পেলাম, রাসুল ﷺ মূল মাথা মাসেহ করেছিলেন শুধু সামনের অংশ। বোঝা গেল, সামনের অংশ মাসেহ করলে ফরজ আদায় হয়ে যায়। আর সামনের অংশ হিসাব করলে চার ভাগের এক ভাগ হয়। বাকি অংশ যেহেতু ফরজ নয়, এ জন্য ঐচ্ছিক হিসেবে তিনি পাগড়ির ওপর মাসেহ করে নেন।

আতা রাহ. বলেন,

أَنَّهُ ﷺ تَوَضَّأَ فَحَسَرَ الْعِمَامَةَ وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، أَوْ قَالَ نَاصِيَتَهُ .

রাসুল ﷺ অজু করলেন। পাগড়ি খুললেন এবং মাথার অগ্রভাগ মাসেহ করলেন।[১৫২]

সনদের দিক থেকে এ বর্ণনাটি মুরসাল। জুহরি রাহ. সালিমের সূত্রে বর্ণনা করেন,

أنه كان يمسح بمقدم رأسه إذا توضأ.

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. যখন যখন অজু করতেন, তখন মাথার সামনের অংশ মাসেহ করতেন।[১৫৩]

আশা করি এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, হানাফি মাজহাবে যে চার ভাগের এক ভাগ মাসেহকে ফরজ বলা হয়েছে, সেটা দলিলের আলোকে অনেক সুসংহত। এটাকে ভিত্তিহীন বলে মূলত সাধারণ মানুষের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করা হচ্ছে।



[১৫১] *সহিহ মুসলিম* : ৬৫৬।

[১৫২] *আস-সুনানুল কুবরা* : ২৬৫।

[১৫৩] *শারহু মাআনিল আসার* : ১/৩২।



অষ্টম অধ্যায়

নামাজ, আজান-ইকামত এবং কিরাআত খালফাল ইমাম

এক. ইকামতের বাক্যাবলি দুবার করে বলবে

ইকামতের বাক্যসমূহ একবার করেও বলা যায়, আবার দুবার করেও বলা যায়। উভয়টি সুন্নাহসম্মত আমল। আমাদের দেশে এখন কিছু ভাই আত্মপ্রকাশ করেছেন, যারা দুবার করে ইকামতের বাক্য বলাকে সরাসরি ভুল এবং সহিহ হাদিসবিরোধী বলে প্রচার করছেন। নিচে এ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা তুলে ধরব।

আবদুর রাহমান ইবনু আবি লায়লা রাহ. বর্ণনা করেন,

أَخْبَرَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ رَأَى فِي الْمَنَامِ الْأَذَانَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ عَلِّمْهُ بِلَالًا فَأَذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى، وَأَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى.

আমাকে রাসুল ﷺ-এর সাহাবিরা বর্ণনা করেছেন; আবদুল্লাহ ইবনু জায়েদ আনসারি স্বপ্নে আজান দিতে দেখেন। এরপর তিনি রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে সে সম্পর্কে অবগত করেন। তিনি বললেন, 'তুমি বিলালকে সেটা শিখিয়ে দাও।' বিলাল রা. তখন দুবার দুবার করে আজান দিলেন এবং দুবার দুবার করে ইকামতও দিলেন।[১৫৪]

এ হাদিস সম্পর্কে ইবনু হাজম রাহ. বলেন,

وهذا إسناد في غاية الصحة.

এ সনদটি চূড়ান্ত পর্যায়ের সহিহ।[১৫৫]

---

[১৫৪] *তাহাবি*: ১/১০১; *ইবনু খুজায়মা*: ৩৮০।

[১৫৫] *আল-মুহাল্লা*: ৬/৩২১।



আবু মাহজুরা রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ النَّبِي ﷺ علمه الْأَذَان تسع عشرَة كلمة، وَالْإِقَامَة سبع عشرَة كلمة.

রাসুল ﷺ আমাকে আজানের বাক্য শিখিয়েছেন ১৯টি এবং ইকামতের ১৭টি।[১৫৬]

এ হাদিসটি বর্ণনার পর ইমাম তিরমিজি রাহ. বলেন, 'হাদিসটি হাসান ও সহিহ।'

ইবনু আবি লায়লা বর্ণনা করেন,

حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ الْبَارِحَةَ وَرَأَيْتُ مِنَ اهْتِمَامِكَ، رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلاً قَائِمًا عَلَى الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ فَأَذَّنَ، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ.

আমাকে আমার শিক্ষক তথা রাসুল ﷺ-এর সাহাবিরা বর্ণনা করেছেন, আনসার গোত্রের একব্যক্তি এসে বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, গতকাল আপনার পেরেশানি দেখে যখন আমি ফিরে গিয়েছিলাম, তখন স্বপ্নে দেখলাম একব্যক্তি যেন মসজিদে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে ছিল সবুজ রঙয়ের দুটি কাপড়। সে আজান দিচ্ছিল। এরপর কিছুক্ষণ বসল। এরপর দাঁড়িয়ে আবার আজানের মতো কিছু বলল। তবে এবার তাতে 'কাদ কামাতিস সালাত' বৃদ্ধি করল।[১৫৭]

আবু মাহজুরা রা. বর্ণনা করেন,

عَلَّمَنِي النَّبِيُّ ﷺ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، الأَذَانُ : اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

---

[১৫৬] *সুনানুত তিরমিজি* : ১৯২; *সুনানুন নাসায়ি* : ৬৩০।

[১৫৭] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ২১৩৭; *সুনানু আবি দাউদ* : ৫০৬।

وَالإِقَامَةُ : اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

আমাকে রাসুল ﷺ ১৯ বাক্যে আজান এবং ১৭ বাক্যে ইকামত শিখিয়েছেন। আজান হলো—

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ। হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ। হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

আর ইকামত শিখিয়েছেন এভাবে—

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ। হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ। হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ। কাদ কামাতিস সালাহ, কাদ কামাতিস সালাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।[১৫৮]

এ হাদিসে আজানের ১৯টি বাক্যের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, 'আশহাদু আল্লা ইলাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ' প্রথম দুবার আস্তে বলে পরে দুবার জোরে বলার কথা বলা হয়েছে। পরিভাষায় এটাকে 'তারজি' বলে। মূলত একবার সফরে রাসুল ﷺ-এর মুআজ্জিন আজান দিচ্ছিলেন। আবু মাহজুরা রা. সেটাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছিলেন। রাসুল ﷺ তখন তাঁকে ডেকে নিয়ে বললেন, 'কীভাবে আজান দিচ্ছিলে? এখানে দাও।' তিনি যেহেতু কাফির ছিলেন, এ জন্য আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ প্রথমে আস্তে বলেছিলেন। রাসুল ﷺ তখন বললেন, 'আবার বলো।' তিনি আবার বলেছিলেন। এ হিসেবে আজানের বাক্য ১৯টি হয়ে যায়।

[১৫৮] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ২১৩২; *সুনানু আবি দাউদ* : ৫০২।

আবদুল্লাহ ইবনু জায়েদ রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ أَذَان رَسُول الله ﷺ شفعا شفعا فِي الْأَذَان وَالْإِقَامَة .

রাসুল ﷺ-এর আজান ও ইকামত ছিল জোড়া জোড়া শব্দে।[১৫৯]

এই হাদিস বর্ণনার পর ইমাম তিরমিজি রাহ. বলেন,

حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد ﷺ أن عبد الله بن زيد رأي الأذان في المنام وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليي أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى و عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد وقال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وبه يقول سفيان الثوري و ابن المبارك وأهل الكوفة قال أبو عيسى ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان قاضي الكوفة ولم يسمع من أبيه شيئا إلا أنه يروى عن رجل عن أبيه .

আবদুল্লাহ ইবনু জায়েদের হাদিস ওয়াকি বর্ণনা করেছেন আমাশ থেকে, তিনি আমর ইবনু মুররা থেকে, তিনি আবদুর রাহমান ইবনু আবি লায়লা থেকে, তিনি সাহাবিদের থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনু জায়েদ রা. স্বপ্নে আজান দিতে দেখেন। এটি ইবনু আবি লায়লার বর্ণনা থেকে অধিকতর বিশুদ্ধ। আবদুর রাহমান ইবনু আবি লায়লা আবদুল্লাহ ইবনু জায়েদ থেকে শোনেননি।

একদল আলিমের মতে, আজান ও ইকামত জোড়া জোড়া শব্দে হবে। সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসী এমন মত পোষণ করেছেন। ইমাম তিরমিজি বলেন, ইবনু আবি লায়লা হলেন মুহাম্মাদ ইবনু আবদুর রাহমান ইবনু আবি লায়লা। তিনি কুফার বিচারক ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা থেকে কোনো হাদিস শোনেননি। তবে একজন বর্ণনাকারীর সূত্রে তিনি তাঁর পিতা থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

---

[১৫৯] *সুনানুত তিরমিজি* : ১৯৪।

আসওয়াদ ইবনু ইয়াজিদ বর্ণনা করেন,

عن بلال أنه كان يثني الأذان ويثني الإقامة .

বিলাল রা. আজানের বাক্যগুলো দুবার এবং ইকামতের বাক্যগুলো দুবার করে বলতেন।[১৬০]

এ হাদিস সম্পর্কে ইবনুত তুরকুমানি রাহ. বলেন, هذا إسناد جيد অর্থাৎ, এটি একটি উত্তম সনদ।[১৬১]

এখানে আমরা ইকামতের বাক্য দুবার করে বলার পক্ষে অসংখ্য সহিহ হাদিস উল্লেখ করলাম। এ ছাড়া অসংখ্য সাহাবি ও তাবিয়ির আমল ইমাম আবু বকর ইবনু শায়বা রাহ. তাঁর *আল-মুসান্নাফে*, ইমাম তাহাবি রাহ. তাঁর *শারহু মাআনিল আসারে* উল্লেখ করেছেন। এ জন্য আমাদের আমল হাদিসের আলোকে অত্যন্ত সুসংহত। এটা নিয়ে সমাজে যারা ফিতনা করে বেড়াচ্ছেন, আমরা তাদের হিদায়াতের দুআ করি।

দুই. নামাজে কোথায় হাত বাঁধব

'নামাজে কোথায় হাত বাঁধব'—এ মাসআলা নিয়ে বর্তমানে আমাদের সমাজে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়েছে। কিছু ভাই বলাবলি শুরু করেছেন, হাজার বছর থেকে চলে আসা আমাদের দেশের মানুষের নামাজে নাভির নিচে হাত বাঁধা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অনেকে আরেক ধাপ এগিয়ে এটিকে জাল হাদিস বলতেও দ্বিধাবোধ করছেন না। প্রযুক্তির সহজলভ্যতার কারণে এ ধরনের বক্তব্যে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ছে। নিচে আমরা এ মাসআলা নিয়ে মৌলিক কিছু আলোচনা করব।

১. সাহাবিরা কোথায় হাত বাঁধতেন

সাহাবিরা রাসুল ﷺ-কে সরাসরি নামাজ পড়তে দেখেছেন। তাঁরা ভালোভাবে অবলোকন করেছেন যে, নামাজে রাসুল ﷺ কোথায় হাত বাঁধতেন। এবার আসুন, সাহাবিরা নামাজে কোথায় হাত বাঁধতেন, সেটা একটু দেখে নিই—

এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম তিরমিজি রাহ. বলেন,

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ

[১৬০] *তাহাবি*: ১/১০২; *মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক*: ১/৪৬২।

[১৬১] *আল-জাওহারুন নাকি*: ১/৪২৪।

أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ : أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ.

রাসুল ﷺ-এর যুগের আলিম সাহাবি, তাবিয়ি এবং পরবর্তীদের বক্তব্য হলো, নামাজে মানুষ ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখবে। কেউ বলেন, নাভির নিচে রাখবে। কেউ বলেন, নাভির উপরে রাখবে। উভয়টাই তাঁদের কাছে আমলযোগ্য।[১৬২]

ইমাম তিরমিজির এই বক্তব্য থেকে দুটি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে—প্রথমত, নামাজে হাত বাঁধব কোথায়, সেটা নিয়ে সাহাবি ও তাবিয়িদের মতভিন্নতা ছিল। এ ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন দু-ভাগে বিভক্ত। একদল সাহাবি ও তাবিয়ির মতে নামাজে হাত বাঁধা হবে নাভির নিচে। আরেকদলের মতে নাভির উপরে।

ইমাম তিরমিজি রাহ. পরে উভয় মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে বলেছেন, উভয় মতই বিশুদ্ধ। নাভির উপরে, আবার নিচেও বাঁধা যাবে।

ইমাম তিরমিজির বক্তব্য থেকে দুটি বিষয় আমাদের লক্ষ রাখতে হবে—প্রথমত, তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী সাহাবি ও তাবিয়িদের একটি দলের আমল ছিল নাভির নিচে হাত বাঁধা। আজকে যাঁরা অপপ্রচার করছেন, নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদিসটি জাল, তাঁরা কী একদল সাহাবির আমলকেও জাল বলবেন? সাহাবিরা কি তাহলে রাসুল ﷺ-এর সহিহ হাদিসের ওপর আমল করতে পারেননি? আপনারা ১৪ শত বছর পরে এসে তাঁদের থেকে বেশি সহিহ হাদিস শিখে ফেলেছেন? নাউজুবিল্লাহ! কোনো আমলকে জাল বলার আগে অন্তত একবার চিন্তা করা উচিত যে, কাদের আমলকে আমরা জাল বলছি।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, হাত কোথায় বাঁধব? এ ব্যাপারে সাহাবি ও তাবিয়িদের মতামত উল্লেখ করতে গিয়ে ইমাম তিরমিজি রাহ. বুকের ওপর হাত বাঁধার কোনো মতামত উল্লেখ করেননি। বোঝা গেল, সাহাবি ও তাবিয়িদের কেউই নামাজে বুকের ওপর হাত বাঁধেননি। যদি তাঁরা বাঁধতেন বা কারও মত হতো, তাহলে অবশ্যই সেটা ইমাম তিরমিজি রাহ. উল্লেখ করতেন।

এবার আপনি আপনার বিবেককে জিজ্ঞেস করুন, যে আমল কোনো সাহাবি করেননি, সে আমল হয়ে যায় সবচেয়ে বিশুদ্ধ; আর যে আমল সাহাবিদের একটি দল করেছেন, সেটা হয়ে যায় জাল!

আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, ইমাম তিরমিজির বক্তব্য অনুযায়ী সাহাবি ও

[১৬২] *সুনানুত তিরমিজি* : ২৫২—আহমাদ শাকির তাহকিককৃ।

তাবিয়িদের যুগে বুকের ওপর হাত বাঁধার কোনো মাজহাব ছিল না। প্রশ্ন হলো, তাহলে বুকের ওপর হাত বাঁধা শুরু হলো কখন?

এ প্রশ্নের জবাব যারা বুকের ওপর হাত বাঁধেন, তাদের ইমাম নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহ. থেকে নেব। তিনি এ সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

> وأسعد الناس بهذه السنة الصحيحة الإمام إسحاق بن راهويه، فقد ذكر المروزى فى المسائل:كان إسحاق يوترُ بنا. ويرفع يديه فى القنوت ويقنت قبل الركوع ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين.
>
> বুকের ওপর হাত বাঁধার ক্ষেত্রে সহিহ সুন্নাতের ওপর আমল করে সর্বাধিক সৌভাগ্যবান লোক হলেন ইসহাক ইবনু রাহওয়াই রাহ.। মারওয়াজি রাহ. *আল-মাসায়িলে* উল্লেখ করেছেন, তিনি আমাদের নিয়ে বিতর পড়তেন। কুনুত পড়ার সময় তিনি হাত তুলতেন এবং রুকুর আগে দুআ কুনুত পড়তেন। কুনুত পড়া অবস্থায় তিনি বুকের উপর অথবা নিচে হাত রাখতেন।[১৬৩]

আলবানি রাহ.-এর বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারলাম, বুকের ওপর হাত বাঁধার সুন্নাতের ওপর আমলকারী সর্বাধিক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হলেন ইসহাক ইবনু রাহওয়াই। আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসহাক ইবনু রাহওয়াই রাহ. ইনতিকাল করেছেন ২৩৮ হিজরিতে। তিনি বুকের ওপর হাত বাঁধার পক্ষে কোনো সাহাবি কিংবা কোনো তাবিয়ির নাম উল্লেখ করতে পারেননি।

আলবানি রাহ.-এর বক্তব্য সামনে রাখলেই আমরা বুঝতে পারি, ইসহাক ইবনু রাহওয়াই মূলত নামাজে বুকের উপর হাত বাঁধতেন না; বরং বিতরের নামাজে যখন দুআয়ে কুনুত পড়তেন, তখন হাত তুলে দুআ করার সময় বুকের উপর হাত উঠত।

ইসহাক ইবনু রাহওয়াই রাহ. নিজে নামাজে নাভির নিচে হাত বাঁধতেন। তিনি বলতেন, 'নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদিস বেশি শক্তিশালী এবং বিনয়ের অধিক নিকটবর্তী।'[১৬৪]

২. নাভির নিচে হাত বাঁধার দলিল

ওয়ায়িল ইবনু হুজর রা. বর্ণনা করেন,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

---

[১৬৩] *ইরওয়াউল গালিল* : ২/৭১।

[১৬৪] *আল-মাসায়িল* : ৩৫৪৭।

আমি রাসুল ﷺ-কে দেখেছি, তিনি নামাজে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে বাঁধতেন।[১৬৫]

এ হাদিস সম্পর্কে হাফিজ কাসিম ইবনু কুতলুবুগা রাহ. বলেন, هذا سند جيد অর্থাৎ, এটি উত্তম সনদ।[১৬৬]

আবু তাইয়িব সিন্ধি রাহ. বলেন, هذا حديث قوي من حيث السند অর্থাৎ, সনদের দিক থেকে এটি শক্তিশালী বর্ণনা।[১৬৭]

আবিদ সিন্ধি রাহ. বলেন, رجاله كلهم ثقات أثبات অর্থাৎ, বর্ণনাকারী প্রত্যেকেই বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য।[১৬৮]

আমিরুল মুমিনিন আলি ইবনু আবি তালিব রা. বর্ণনা করেন,

السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

সুন্নাত হলো, নামাজে এক হাতের তালুর উপর অপর হাতের তালুতে রেখে নাভির নিচে বাঁধবে।[১৬৯]

এ হাদিস সম্পর্কে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. বলেন,

حَدِيث إِن من السّنة وضع الْيَمين عَلَى الشمَال تَحت السُّرَّة أَبُو دَاوُد من طَرِيق أبي جُحَيْفَة عَن عَلّي قَالَ السّنة وضع الْكَفّ عَلَى الْكَفّ تَحت السُّرَّة وَإِسْنَاده ضَعِيف.

আলি রা. থেকে নামাজে নাভির নিচে হাত বাঁধার বর্ণনাটি দুর্বল।[১৭০]

সনদের দিক থেকে যদিও হাদিসটি দুর্বল; কিন্তু হাদিসের বক্তব্য আগের সহিহ হাদিস দ্বারা শক্তিশালী হয়ে যায়।

আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

নামাজে বাম হাতের পিঠের ওপর ডান হাতের তালু রেখে নাভির নিচে

---

[১৬৫] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৩৯৫৯।

[১৬৬] *আল-ইখতিয়ার লি তালিল মুখতার*, মুসন্নাফের টীকা : ৩৯৫৯।

[১৬৭] *শারহুত তিরমিজি* : ২/৪৩২।

[১৬৮] *তাওয়ালিউল আনওয়ার*, মুসান্নাফের টীকা : ৩৯৫৯।

[১৬৯] *সুনানু আবি দাউদ* : ৭৫৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৭৫; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৩৯৬৬।

[১৭০] *আদ দিরায়া ফি তাখরিজি আহাদিসিল হিদায়া* : ১/১২৮।

হাত বাঁধবে।[১৭১]

এ হাদিস বর্ণনার পর ইমাম আবু দাউদ রাহ. বলেন,

سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ الْكُوفِيَّ.

এ হাদিসের একজন বর্ণনাকারী আবদুর রাহমান ইবনু ইসহাককে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল দুর্বল বলেছেন।

হাজ্জাজ ইবনু আবু হাসসান বর্ণনা করেন,

سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ، أَوْ سَأَلْتُهُ، قَالَ : قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ، وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ.

আমি আবু মিজলাজকে বলতে শুনেছি, অথবা আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, নামাজে কীভাবে হাত বাঁধব? তিনি বললেন, ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠে রেখে হাত নাভির নিচে বাঁধবে।[১৭২]

এই বর্ণনার সনদ সহিহ।

বিশিষ্ট তাবিয়ি ইবরাহিম নাখয়ি রাহ. বলেন,

يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

নামাজে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে বাঁধবে।[১৭৩]

নাভির নিচে হাত বাঁধার পক্ষে আমরা কয়েকটি বর্ণনা উল্লেখ করলাম। আশা করি পাঠকের কাছে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, নাভির নিচে হাত বাঁধা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সে হাদিসের আলোকেই একদল সাহাবি নামাজে নাভির নিচে হাত বাঁধতেন।

৩. বুকের উপর হাত বাঁধা-সংক্রান্ত হাদিসের পর্যালোচনা

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি, সাহাবিদের মধ্যে বুকের উপর হাত বাঁধার কোনো মত ছিল না। এমনকি কোনো সাহাবিও নামাজে বুকের ওপর হাত বাঁধেননি। যদি রাসুল ﷺ বুকের ওপর হাত বাঁধতেন, তাহলে অবশ্যই সাহাবিরা বুকের ওপর হাত বাঁধতেন। কারণ, তাঁরা সরাসরি রাসুল ﷺ-কে নামাজ পড়তে দেখেছেন।

মজার কথা হলো, যে আমল কোনো সাহাবি থেকে প্রমাণিত নয়, সে আমলকে

[১৭১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৭৫৮।
[১৭২] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৩৯৬৩।
[১৭৩] প্রাগুক্ত : ৩৯৬০।

আমাদের কিছু ভাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ মনে করেন; আর সাহাবিদের থেকে যে আমল প্রমাণিত, সেটাকে তারা জাল বলেন!

বর্তমানে যারা বুকের উপর হাত বাঁধাকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং একমাত্র সুন্নাহ মনে করেন, তারা কয়েকটি হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। আমরা সে হাদিসগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করব।

তারা ওয়ায়িল ইবনু হুজর রা.-এর একটি হাদিস দ্বারা দলিল দিয়ে থাকেন। ওয়ায়িল বলেন,

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ.

আমি রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে নামাজ পড়লাম। নামাজে তিনি ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর বাঁধলেন।[১৭৪]

বর্তমানে যেসব ভাই বুকের ওপর হাত বাঁধেন, তারা জয়িফ হাদিস দেখলেই নাক সিটকান। কিন্তু মজার বিষয় হলো, নিজের মতের পক্ষে তারা জয়িফ তথা দুর্বল হাদিস দিয়েও দলিল পেশ করে থাকেন। এই হাদিসের একজন বর্ণনাকারী হলেন মুআম্মাল ইবনু ইসমাইল। আর মুআম্মালকে ইমাম বুখারি রাহ. মুনকারুল হাদিস তথা আপত্তিকর বর্ণনাকারী বলেছেন। এ হিসেবে হাদিসটি জয়িফ।

সালাফিদের বরণীয় আলিম শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানির কিতাবাদিতে আমরা দেখেছি, উপর্যুক্ত হাদিসের সনদে মুআম্মাল ইবনু ইসমাইল থাকার কারণে তিনি সেই হাদিসকে জয়িফ বলেছেন। তাই মুআম্মাল সম্পর্কে আমরা আলবানির বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

ইমাম তাবারানি রাহ. *আল-মুজামুল আওসাতে* আল্লাহর জিকির-সংক্রান্ত একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللهِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ.

যে ব্যক্তি বোশি বেশি আল্লাহর জিকির করবে, সে মুনাফিকি থেকে মুক্তি পাবে।[১৭৫]

এই হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আলবানি রাহ. লেখেন,

وقال الطبراني : لم يروه عن سهيل إلا حماد، تفرد به مؤمل. قلت : وهو ضعيف؛ لسوء حفظه وكثرة خطئه.

---

[১৭৪] *সহিহ ইবনে খুজায়মা* : ৪৭৯।

[১৭৫] *শুআবুল ইমান* : ১/৪১৫।

ইমাম তাবারানি রাহ. বলেন, হাদিসটি হাম্মাদ থেকে মুআম্মাল একাকী বর্ণনা করেছেন। (এরপর আলবানি বলেন) আমি বলি, মুআম্মাল হলো জয়িফ তথা দুর্বল। এর কারণ হচ্ছে, তাঁর স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং বর্ণনায় মাত্রাতিরিক্ত ভুল।[১৭৬]

আরেক হাদিসের তাহকিক করতে গিয়ে আলবানি রাহ. বলেন,

قلت وهذا إسناد ضعيف؛ مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ؛ كما في التقريب.

হাদিসটি জয়িফ তথা দুর্বল। কারণ, এর বর্ণনাকারী মুআম্মাল ইবনু ইসমাইলের স্মৃতিশক্তি ভালো ছিল না। যেমনটা বলেছেন হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. *তাকরিবুত তাহজিবে*।[১৭৭]

অন্য জায়গায় আলবানি বলেন,

مؤمل ابن إسماعيل فإنه ضعيف لسوء حفظه وكثرة خطإه.

মুআম্মাল ইবনু ইসমাইল খারাপ স্মৃতিশক্তি এবং অতিরিক্ত ভুল করার কারণে জয়িফ তথা দুর্বল।[১৭৮]

আমরা দেখতে পেলাম, মুআম্মাল ইবনু ইসমাইল সনদে থাকার কারণে তিনটি হাদিসকে শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহ. জয়িফ বলেছেন। একই বর্ণনাকারী যেহেতু সহিহ ইবনু খুজায়মার বর্ণনায় রয়েছেন, সুতরাং সহজেই আমরা বুঝতে পারি, বুকের উপর হাত বাঁধা-সংক্রান্ত এ বর্ণনাটি জয়িফ তথা দুর্বল।

বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে তারা আবু দাউদের আরেকটি বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। প্রসিদ্ধ তাবিয়ি তাউস রাহ. বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ.

রাসুল ﷺ নামাজে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতেন। এরপর উভয় হাতকে বুকের উপর রাখতেন।[১৭৯]

---

[১৭৬] *সিলসিলাতুল আহাদিসিজ জায়িফা* : ৫১২০।

[১৭৭] প্রাগুক্ত : ৩৩৩৬।

[১৭৮] প্রাগুক্ত : ৮৯০।

[১৭৯] *সুনানু আবি দাউদ* : ৭৫৯।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই হাদিসে রাসুল ﷺ-এর কর্মের বর্ণনা দিচ্ছেন তাউস রাহ.। তিনি হলেন তাবিয়ি। আর নিশ্চিতভাবে তিনি রাসুল ﷺ-কে দেখেননি। তিনি যেহেতু তাবিয়ি, তাই মধ্যখানে নিশ্চয় অন্য কোনো বর্ণনাকারী রয়েছেন। পরিভাষায় এ ধরনের হাদিসকে 'মুরসাল' বলা হয়।

সালাফি ভাইয়েরা কখনো মুরসাল হাদিসকে দলিল হিসেবে মানেন না। 'মুরসাল' হওয়ার কারণে অসংখ্য হাদিসকে তাঁরা জয়িফ বলে দেন। সে হিসেবে আবু দাউদের এই হাদিসটিও দুর্বল।

এ ছাড়া উপরিউক্ত হাদিসের একজন বর্ণনাকারী হলেন সুলায়মান ইবনু মুসা। তিনি একজন আপত্তিকর বর্ণনাকারী। ইমাম বুখারি রাহ. তাঁর ব্যাপারে বলেছেন, عنده مناكير অর্থাৎ, তাঁর কিছু আপত্তিকর বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম নাসায়ি রাহ. বলেন, ليس بالقوي في الحديث অর্থাৎ, হাদিসশাস্ত্রে তিনি শক্তিশালী বর্ণনাকারী নন।[১৮০]

আলি ইবনুল মাদিনি রাহ. তাঁর ব্যাপারে বলেন, مطعون عليه অর্থাৎ, তিনি সমালোচিত ও অভিযুক্ত বর্ণনাকারী।

ইমাম সাজি রাহ. বলেন, عنده مناكير অর্থাৎ, তাঁর কিছু আপত্তিকর বর্ণনা রয়েছে।

হাকিম আবু আহমাদ বলেন, في حديثه بعض المناكير অর্থাৎ, তাঁর বর্ণিত হাদিসে কিছু আপত্তিকর বিষয় রয়েছে।

এবার বলুন, এ ধরনের বর্ণনাকারীর কোনো হাদিস দ্বারা যদি হানাফি মাজহাবের লোকজন দলিল দিতেন, তাহলে আহলে হাদিস ভাইয়েরা কখনো সেটা মেনে নিতেন? কখনোই না; বরং তারা সেটাকে জয়িফ বলে উড়িয়ে দিতেন। অথচ তারা নিজেদের মত প্রমাণিত করতে এ ধরনের জয়িফ হাদিস দিয়েই দলিল দিচ্ছেন।

সারকথা হলো, এ হাদিসে দুটি সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, হাদিসটি মুরসাল। আর মুরসাল বর্ণনাকে সালাফিরা দলিল মনে করেন না। দ্বিতীয়ত, এ হাদিসের একজন বর্ণনাকারী সুলায়মান ইবনু মুসা হলেন দুর্বল। একাধিক ইমাম তাঁর সম্পর্কে জারাহ তথা নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। সুতরাং এ ধরনের হাদিস নিয়ে দলিল পেশ করা যাবে না।

বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে তাঁরা ইবনু আব্বাস রা.-এর একটি বর্ণনা দিয়ে দলিল পেশ করে থাকেন। তিনি বলেন,

فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ قَالَ: وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ

[১৮০] *আল-কাশিফ*: ১/৩৯১।

فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ النَّحْرِ.

আল্লাহ তাআলার বাণী ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾-এর ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস রা. বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নামাজে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে গলার উপর রাখা।[১৮১]

এবার আসুন, এই হাদিস সম্পর্কে আমরা ইমাম ইবনুত তুরকুমানির বক্তব্য জেনে আসি। তিনি বলেন,

روح هذا قال ابن عدى يروى عن ثابت ويزيد الرقاشى احاديث غير محفو ظات وقال ابن حبان يروى الموضوعات لا تحل الرواية عنه وقال ابن عدى عمرو النكرى منكر الحديث عن الثقات يسرق الحديث ضعفه أبو يعلى الموصلي ذكره ابن الجوزى.

এ হাদিসের একজন বর্ণনাকারী হলেন রাওহ ইবনুল মুসাইয়িব। তার ব্যাপারে ইবনু হিব্বান রাহ. বলেন, তিনি জাল হাদিস বর্ণনা করতেন। তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করা জায়িজ নেই। ইবনু আদি রাহ. বলেন, তিনি সাবিত ও ইয়াজিদ রাকাশি থেকে ভুল হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসের আরেকজন বর্ণনাকারী হলেন আমর আন নুকরি। তিনি চরম আপত্তিকর বর্ণনাকারী। হাদিস চুরি করতেন। আবু ইয়ালা মাওসিলি রাহ. তাঁকে জয়িফ তথা দুর্বল বলেছেন। ইবনুল জাওজি রাহ. সেটা উল্লেখ করেছেন।[১৮২]

ইবনুল মুলাক্কিন রাহ. হাদিসটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث روح بن الْمسيب، حَدثنِي عَمْرو بن مَالك النكري عَن أبي الجوزاء عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر﴾ قَالَ: وضع الْيَمين عَلَى الشمَال فِي الصَّلَاة عِنْد النَّحْر وروح هَذَا قَالَ يَحْيَى بن معِين: صُوَيْلِح. وَقَالَ الرَّازِيّ: صَالح لَيْسَ بِالْقَوِيّ. وَقَالَ ابْن عدي: رَوَى عَن ثَابت الْبنانِيّ وَيزِيد الرقاشِي أَحَادِيثه غير مَحْفُوظَة. وَقَالَ ابْن حبَان: يروي الموضوعات عَن الثِّقَات لَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ. وَعَمْرو النكري قَالَ ابْن عدي: مُنكر الحَدِيث عَن الثِّقَات وَيسْرق

[১৮১] *আস-সুনানুল কুবরা*, বায়হাকি : ২৪৩৩।

[১৮২] *আল-জাওহারুন নাকি* : ২/৩০।



الحَدِيث ضعفه أَبُو يعْلى الْموصِلِي كَذَا فِي كتاب ابْن الْجَوْزِيّ وَتَبعهُ الذَّهَبِيّ فِي الْمُغنِي وَقَالَ فِي الْمِيزَان: إِنَّه ثِقَة وَهُوَ عَجِيب مِنْهُ.

*সুনানু বায়হাকি*তে ইবনু আব্বাস রা.-এর বর্ণিত হাদিসের একজন বর্ণনাকারী হলেন রাওহ। তাঁর ব্যাপারে ইবনুল মায়িন বলেন, মোটামুটি পর্যায়ের গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী। আবু হাতিম রাজি বলেন, তিনি পুণ্যবান হলেও শক্তিশালী বর্ণনাকারী নন। ইবনু আদি বলেন, তিনি সাবিত ও ইয়াজিদ রাকাশি থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় ভুল রয়েছে। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি জাল হাদিস বর্ণনা করতেন, তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করা জায়িজ নেই।

এই হাদিসের আরেকজন বর্ণনাকারী হলো আমর নুকরি। তিনি চরম আপত্তিকর বর্ণনাকারী। হাদিস চুরি করতেন। আবু ইয়ালা মাওসিলি তাঁকে জয়িফ বলেছেন এবং ইবনুল জাওজি সেটা উল্লেখ করেছেন। ইমাম জাহাবিও তাঁর *আল-মুগনি*তে তাঁকে জয়িফ বলেছেন; কিন্তু *মিজানুল ইতিদালে* তাঁকে সিকাহ বলেছেন। তাঁর থেকে এটি আশ্চর্যজনক বিষয়।[১৮৩]

আশা করি দুজন ইমামের বক্তব্য থেকে আপনারা বুঝতে পেরেছেন, এ হাদিসটি দলিলযোগ্য কোনো হাদিস নয়। কারণ, এ হাদিসের সনদে দুজন চরম আপত্তিকর বর্ণনাকারী রয়েছেন।

মূলত সুরা কাওসারে 'ওয়ানহার' বলে আল্লাহ তাআলা কুরবানি করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে ইবনু কাসির রাহ. লেখেন,

قال ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وعكرمة، والحسن : يعني بذلك نحر البُدْن ونحوها. وكذا قال قتادة، ومحمد بن كعب القرظي، والضحاك، والربيع، وعطاء الخراساني، والحكم، وإسماعيل بن أبي خالد، وغير واحد من السلف.

ইবনু আব্বাস রা., আতা, মুজাহিদ, ইকরিমা এবং হাসান বলেন, এখানে পশু কুরবানি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনটি বলেছেন কাতাদা, মুহাম্মাদ ইবনু কাআব আল কুরাজি, জাহহাক, রাবি, আতা আল খোরাসানি, হাকাম, ইসমাইল ইবনু আবি খালিদসহ অনেক সালাফ ইমাম।[১৮৪]

---

[১৮৩] *আল-বাদরুল মুনির* : ৪/৮১।

[১৮৪] *তাফসিরু ইবনি কাসির* : ৮/৪৯৮।

এরপর তিনি এ আয়াতের আরও কিছু তাফসির উল্লেখ করেন। এর মধ্যে বুকের উপর হাত বাঁধার বর্ণনাও রয়েছে। সে বর্ণনার ব্যাপারে তিনি বলেছেন, এটি সহিহ নয়। সব মত উল্লেখ করে শেষে তিনি বলেন,

كل هذه الأقوال غريبة جدا والصحيح القول الأول، أن المراد بالنحر ذبح المناسك.

এ মতগুলো খুবই অপরিচিত। প্রথমটি হলো বিশুদ্ধ মত। অর্থাৎ, এ আয়াতে 'নাহর' দ্বারা কুরবানির পশু জবাই করা উদ্দেশ্য।[১৮৫]

বাংলাদেশের আহলে হাদিস ভাইয়েরা অনেক চালাক। নিজের মতের বিপক্ষে গেলে তাঁরা সহিহ হাদিসের ওপরও আমল করতে চান না; বরং বিভিন্ন কৌশলে সেটাকে জয়িফ তথা দুর্বল বানিয়ে ফেলতে চান। আবার নিজেদের পক্ষে গেলে পরিত্যাজ্য হাদিস দিয়েও দলিল পেশ করেন!

তিন. কিরাআত খালফাল ইমাম

ইমামের পেছনে সুরা না পড়ার দলিল

ইমামের পেছনে সুরা ফাতিহা পড়তে হবে কি না, এ বিষয়টিতে সুন্নাহর ভিন্নতা রয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি নিয়ে সমাজে চরম বাড়াবাড়ি ও অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়। আমরা যারা ইমামের পেছনে সুরা ফাতিহা পড়ি না, তাদের নামে নানা মিথ্যাচার ও অপপ্রচার ছড়ানো হয়।

একদল আলিম বলেন, ইমামের পেছনে সুরা ফাতিহা না পড়া একটি বানোয়াট আমল। আমরা নাকি বাপ-দাদাদের অন্ধ অনুসরণ করতে গিয়ে সহিহ হাদিস ছেড়ে দিয়েছি!

এখানে আমরা প্রথমে ইমামের পেছনে সুরা ফাতিহা না পড়ার দলিলগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তারপর পক্ষের হাদিসগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করব।

১. আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

যখন কুরআন পড়া হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো, যাতে তোমাদের ওপর দয়া করা হয়। [সুরা আরাফ : ২০৪]

[১৮৫] প্রাগুক্ত : ৮/৪৯৮।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনু আব্বাস রা. বলেন,

﴿وَ اِذَا قُرِیَٔ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَ اَنْصِتُوْا﴾ يعني : في الصلاة المفروضة.

'যখন কুরআন পড়া হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো।' অর্থাৎ, চুপ থেকে মনোযোগ দিয়ে শোনার বিধান আল্লাহ তাআলা ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে দিয়েছেন।[১৮৬]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকেও এ ধরনের বক্তব্য রয়েছে। মুসাইয়িব ইবনু রাফি বর্ণনা করেন,

صلى ابن مسعود، فسمع ناسًا يقرءون مع الإمام، فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفهموا؟ أما آن لكم أن تعقلوا؟ ﴿وَ اِذَا قُرِیَٔ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَ اَنْصِتُوْا﴾ كما أمركم الله.

ইবনু মাসউদ রা. একবার নামাজ পড়ছিলেন, তখন কতিপয় লোককে ইমামের পেছনে কিরাআত পড়তে শুনলেন। নামাজ শেষে তাদের বললেন, 'তোমাদের চিন্তাভাবনার সময় হয়নি? তোমাদের বোঝার সময় হয়নি? যখন কুরআন পড়া হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং চুপ থাকবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন।'[১৮৭]

ইমাম ইবনু আবদিল বার মালিকি রাহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন,

في قول الله عز وجل ﴿وَ اِذَا قُرِیَٔ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَ اَنْصِتُوْا﴾ مع إجماع أهل العلم أن مراد الله من ذلك في الصلوات المكتوبة أوضح الدلائل على أن المأموم إذا جهر أمامه في الصلاة أنه لا يقرأ معه بشيء وأن يستمع له وينصت.

আল্লাহ তাআলার বাণী—'যখন কুরআন পড়া হয়, তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো।' এর দ্বারা সকল আলিমের ঐকমত্যে আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো ফরজ নামাজ। আর এ আয়াত এ কথার সুস্পষ্ট দলিল যে, ইমাম যখন নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়বেন, তখন তাঁর সঙ্গে কেউ কোনোকিছু পড়বে না; বরং মনোযোগ দিয়ে শুনবে

---

[১৮৬] *তাফসিরু ইবনি কাসির* : ৩/৫৩৬।

[১৮৭] *তাফসিরুত তাবারি* : ১৩/৩৪৬।

এবং চুপ থাকবে।[১৮৮]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. বলেন,

فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال قيل : ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا في غيرها وهذا قول الجمهور من السلف والخلف وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم وأحد قولي الشافعي وقيل: بل يجوز الأمران والقراءة أفضل ويروى هذا عن الأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم وقيل: بل القراءة واجبة وهو القول الآخر للشافعي.

وقول الجمهور هو الصحيح فإن الله سبحانه قال: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ قال أحمد: أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة.

ইমামের পেছনে কিরাআত পড়ার মাসআলায় আলিমদের তিনটি মত রয়েছে। কারও মত হলো, ইমাম যখন জোরে কিরাআত পড়বেন এবং মুকতাদি সেটা শুনবে, তখন মুকতাদি সুরা ফাতিহা কিংবা কোনোকিছুই পড়বে না। এটা হলো সালাফ ও খালাফের অধিকাংশ ইমামের মত। তা ছাড় এটা ইমাম মালিক, শাফিয়ি, আবু হানিফা এবং অন্যান্য ইমামের মত। এমনিভাবে ইমাম শাফিয়ির দুটি মতের একটি।

আর কারও মতে পড়া ও না-পড়া উভয়টি জায়িজ, তবে পড়া হলো উত্তম। এই মত আওজায়ি, সিরিয়াবাসী এবং লাইস ইবনু সাআদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদের একদল ছাত্রসহ কেউ কেউ এ মত পোষণ করেছেন। আবার কারও কারও মতে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। এটি ইমাম শাফিয়ি রাহ.-এর অপর আরেকটি মত।

তবে অধিকাংশ ইমামের যে মত, সেটাই বিশুদ্ধ। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যখন কুরআন পড়া হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগসহকারে শোনো এবং চুপ থাকো।' ইমাম আহমাদ বলেন, সবার ঐকমত্যে আয়াতটি নামাজের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে।[১৮৯]

---

[১৮৮] *আত-তামহিদ*: ১০/৪২৮।

[১৮৯] *মাজমুউল ফাতাওয়া*: ২২/২৯৫।

আশা করি কুরআনের এ আয়াতের মাধ্যমে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, ইমামের পেছনে কিরাআত বা সুরা ফাতিহা না-পড়ার বিষয়টি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। এবার আমরা যাব হাদিসের দিকে।

২. আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا.

যখন তোমরা নামাজ পড়বে, তখন কাতার সোজা করবে। এরপর তোমাদের কোনো একজন ইমামতি করবে। ইমাম যখন তাকবির বলবে, তোমরাও তখন তাকবির বলবে। ইমাম যখন কিরাআত পড়বে, তখন তোমরা চুপ থাকবে।[১৯০]

এ হাদিসে সুস্পষ্টভাবে রাসুল ﷺ ইমাম কিরাআত পড়াকালে চুপ থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম জোরে পড়ুন কিংবা আস্তে, কোনো পার্থক্য করা হয়নি; বরং সর্বাবস্থায় মুকতাদির দায়িত্ব হলো চুপ থাকা।

৩. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا. وإذا قرأ فأنصتوا. وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وإذا ركع فاركعوا. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللّٰهُمَّ ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين.

ইমাম তো এ জন্যই বানানো হয়, যাতে তার অনুসরণ করা হয়। তাই ইমাম যখন তাকবির বলবেন, তখন তোমরা তাকবির বলবে, তিনি যখন কিরাআত পড়বেন, তখন তোমরা চুপ থাকবে।[১৯১]

ইমাম আবু দাউদ রাহ. এ হাদিস বর্ণনা করে বলেন,

وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ الْوَهَمُ عِنْدَنَا مِنْ أَبِي خَالِدٍ.

'যখন ইমাম তিলাওয়াত করবেন তখন চুপ থাকো'—অংশটি আবু খালিদ ভুল করে বাড়িয়েছেন।

---

[১৯০] *সহিহ মুসলিম :* ৪০৪।

[১৯১] *সুনানু আবি দাউদ :* ৬০৪; *সুনানু ইবনি মাজাহ :* ৮৪৬; *সুনানুন নাসায়ি :* ৯২০।

কিন্তু আমরা দেখি আবু খালিদ তাঁর উসতাজ ইবনু আজলান থেকে একাকী বর্ণনা করেননি; বরং মুহাম্মাদ ইবনু সাআদ নাহশালিও এ হাদিস আবু খালিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। আসুন, আমরা *সুনানুন নাসায়ির* সনদ দেখে আসি—

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا.

এ সনদে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুহাম্মাদ ইবনু আজলান থেকে মুহাম্মাদ ইবনু সাআদ আনসারিও বর্ণনা করেছেন।[১৯২]

সুতরাং আবু খালিদ একা বর্ণনা করার কারণে ভুল হয়েছে, এ কথা বলার সুযোগ নেই। কারণ, আবু খালিদ ছাড়াও হাদিসটি আবু সায়িদ ইবনু আজলান থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তাঁরা উভয়ে বিশ্বস্ত। সুতরাং এ অংশের ওপর শাস্ত্রীয় আপত্তির কোনো সুযোগ নেই।

৪. জাবির রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

যার ইমাম থাকবে, ইমামের কিরাআত তার কিরাআত বলে গণ্য হবে।[১৯৩]

সালাফিদের মাথার তাজ শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি এ হাদিস সম্পর্কে বলেন, 'এটি হাসান হাদিস।'[১৯৪]

আমাদের কিছু ভাই এ বর্ণনাকে জাল বলে প্রচার করেন। এর পেছনে দুটি কারণ হতে পারে—হয়তো শাস্ত্রীয় অজ্ঞতা; অথবা মানুষকে ধোঁকা দেওয়া। অথচ হাদিসটির একাধিক সনদ রয়েছে। এর মধ্যে *ইবনু মাজাহের* সনদে জাবির জুফি নামের একজন আপত্তিকর বর্ণনাকারী রয়েছেন। এ হিসেবে কেউ কেউ এটাকে জাল বলে দেন; অথচ আমরা দেখি *মুসান্নাফু ইবনু আবি শায়বা* কিংবা *মুসনাদু আহমাদে* এর সনদ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে সনদে জাবির জুফি নামের কোনো বর্ণনাকারী নেই। পাঠকের সুবিধার্থে আমরা পুরো সনদ তুলে ধরছি,

---

[১৯২] *সুনানুন নাসায়ি* : ৯২১।

[১৯৩] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৩৮২৩; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৪৬৪৩।

[১৯৪] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৬৯২।

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ.

আবু বকর ইবনু আবি শায়বা বর্ণনা করেছেন মালিক ইবনু ইসমাইল থেকে, তিনি হাসান ইবনু সালিহ থেকে, তিনি আবু জুবায়ের থেকে, তিনি জাবির রা. থেকে, তিনি রাসুল ﷺ থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

আমরা দেখলাম, এ সনদে জাবির জুফি নামের কোনো বর্ণনাকারী নেই, যার কারণে শাস্ত্রীয় মানদণ্ডে হাদিসটি হাসান। এ জন্য খোদ নাসিরুদ্দিন আলবানিও এই হাদিসকে সহিহ বলেছেন।

এ বিষয়টি জাবির রা. ছাড়াও আরও অনেক সাহাবি থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এ জন্য এ হাদিসকে জয়িফ বলার কোনো সুযোগ নেই।

৫. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

আমরা সিজদা করার সময় যদি তোমরা নামাজে আসো, তাহলে তোমারও সিজদাও করো। সেটাকে কিছু গণ্য করবে না। যে ব্যক্তি রুকু পেল, সে রাকআত পেল।[১৯৫]

এ হাদিসটি সহিহ। খোদ নাসিরুদ্দিন আলবানিও সহিহ বলেছেন এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. رواه أبو داود وفي لفظ له: من أدرك الركوع أدرك الركعة صحيح. أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي من طرق عن سعيد بن أبي مريم: أخبرنا نافع بن يزيد حدثني يحي بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبري عن أبي هريرة.

আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনাটি ইমাম আবু দাউদ, দারা কুতনি, হাকিম

[১৯৫] *সুনানু আবি দাউদ*: ৮৯৩।

নিশাপুরি এবং বায়হাকি রাহ. বর্ণনা করেছেন। সনদের দিক থেকে হাদিসটি সহিহ।[১৯৬]

আমাদের ভাইদের দাবি হলো, নামাজে সুরা ফাতিহা পড়া ফরজ। সুরা ফাতিহা না পড়লে নামাজ হবে না। আর আমরা জানি, অনিচ্ছাকৃতভাবে কারও কোনো ফরজ ছুটে গেলে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। এখন যে ব্যক্তি ইমামকে রুকুতে পেল, সে সুরা ফাতিহা পড়েনি। এ হিসেবে তার নামাজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা; কিন্তু রাসুল ﷺ-এর এই হাদিস থেকে আমরা জানলাম, তার নামাজ আদায় হয়ে যাবে। এটা থেকে আমরা আরও জানতে পারলাম, ইমামের পেছনে সুরা ফাতিহা পড়া ফরজ নয়।

৬. আবু বাকরা রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ.

রাসুল ﷺ যখন রুকু করছিলেন, তখন তিনি এসে মসজিদে পৌঁছালেন। তিনি তখন কাতারে যাওয়ার আগেই রুকুতে চলে গেলেন। এরপর তিনি রাসুল ﷺ-এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি বললেন, 'আল্লাহ তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করে দিন। তবে এমনটি আর করবে না।'[১৯৭]

এ হাদিসেও আমরা দেখতে পেলাম, আবু বাকরা রা. ইমামের পেছনে সুরা ফাতিহা পড়েননি; বরং কাতারে যাওয়ার আগেই তিনি রুকুতে শরিক হয়ে যান। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাসুল ﷺ এ ফাতওয়া দেননি যে, সুরা ফাতিহা না পড়ার কারণে তোমার নামাজ হয়নি। এর দ্বারা বোঝা যায়, সুরা ফাতিহা পড়া ফরজ নয়। ফরজ হলে নামাজ পুনরায় পড়তে হতো। কারণ, অনিচ্ছাকৃতভাবেও ফরজ ছুটে গেলে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়।

৭. আতা ইবনু আবি ইয়াসার রাহ. বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَالَ لاَ قِرَاءَةَ مَعَ الإِمَامِ فِي شَيْءٍ.

তিনি জায়েদ ইবনু সাবিত রা.-কে ইমামের সঙ্গে কিরাআত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জবাবে জায়েদ বললেন, ইমামের সঙ্গে কোনো নামাজে কোনোকিছুই পড়তে হবে না।[১৯৮]

---

[১৯৬] *ইরওয়াউল গালিল* : ২/২৬০।

[১৯৭] *সহিহ বুখারি* : ৭৮৩।

[১৯৮] *সহিহ মুসলিম* : ১৩২৬; *সুনানুন নাসায়ি* : ৯৬০।



৮. নাফি রাহ. বলেন,

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ.

ইবনু উমর রা.-কে যখন জিজ্ঞেস করা হতো, ইমামের পেছনে কুরআন পড়া যাবে কি না; তিনি বলতেন, 'তোমাদের কেউ যখন ইমামের পেছনে নামাজ পড়ে, তখন ইমামের কিরাআতই তার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যখন একাকী পড়ে, তখন সে নিজেই কিরাআত পড়বে।' নাফি বলেন, ইবনু উমর ইমামের পেছনে কুরআন পড়তেন না।[১৯৯]



[১৯৯] *মুওয়াত্তা মালিক* : ৪৩; *শারহু মাআনিল আসার* : ১২১৬।

নবম অধ্যায়

ফাতিহা, আমিন, রাফউল ইয়াদাইন, সিজদা এবং শেষ বৈঠক প্রসঙ্গ

এক. 'লা সালাতা ইল্লা বি ফাতিহাতিল কিতাব'-এর ব্যাখ্যা

ইতিপূর্বে আমরা সহিহ হাদিসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি, ইমামের পেছনে সুরা ফাতিহা পড়া লাগে না; বরং ইমামের কিরাআতই মুকতাদির কিরাআত হিসেবে যথেষ্ট হবে। যাঁরা ইমামের পেছনে সুরা ফাতিহা পড়াকে ফরজ বলেন, তাঁরা একটি হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। রাসুল ﷺ বলেন,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

সুরা ফাতিহা না পড়লে নামাজ হবে না।[২০০]

এ হাদিসে বলা হয়েছে সুরা ফাতিহা পড়তে। কিন্তু এটা একাকী নামাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নাকি ইমামের পেছনেও পড়তে হবে, হাদিসটিতে এ ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। আমরা দেখি রাসুল ﷺ-এর প্রসিদ্ধ সাহাবি জাবির রা. হাদিসটির চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন,

> من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام.
>
> যে ব্যক্তি নামাজের কোনো রাকআতে সুরা ফাতিহা পড়ল না, সে যেন নামাজই পড়ল না। তবে সে যদি ইমামের পেছনে নামাজ পড়ে, তাহলে তার হুকুম ভিন্ন।[২০১]

এই হাদিস বর্ণনার পর ইমাম তিরমিজি রাহ. বলেন, 'হাদিসটি হাসান ও সহিহ।'

যাঁরা বলেন, আমরা সহিহ হাদিসের বিপরীত আমল করছি, তাঁরা আশা করি জাবির

---

[২০০] *সহিহ বুখারি* : ৭৫৬।

[২০১] *সুনানুত তিরমিজি* : ৩১৩।

রা.-এর বক্তব্য থেকে বাস্তবতা অনুধাবনের চেষ্টা করবেন। এ হাদিস যে একাকী নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহ. সেটা স্পষ্টভাবে বলেছেন। ইমাম তিরমিজি রাহ. ইমাম আহমাদের মতামত আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

وأما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبي ﷺ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن قلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام قال أحمد بن حنبل فهذا رجل من أصحاب النبي ﷺ تأول قول النبي ﷺ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده.

সুরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ নেই—এ হাদিস দ্বারা ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহ. উদ্দেশ্য নিয়েছেন, যখন একাকী নামাজ পড়বে। এ মতের পক্ষে তিনি জাবির রা. থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন। জাবির বলেন, 'যে ব্যক্তি নামাজের কোনো রাকআতে সুরা ফাতিহা পড়ল না, সে যেন নামাজই পড়ল না। তবে সে যদি ইমামের পেছনে নামাজ পড়ে, তাহলে তার হুকুম ভিন্ন।'

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেন, জাবির রা. একজন সাহাবি হওয়ার পরও রাসুল ﷺ-এর হাদিস ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, এ হাদিসটি একাকী নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[২০২]

ইমাম বুখারি রাহ.-এর উসতাজ সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা রাহ.-ও এ ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন। ইমাম আবু দাউদ রাহ. এ হাদিস বর্ণনার পর বলেন,

قَالَ سُفْيَانُ لِمَنْ يُصَلِّ وَحْدَهُ.

এ হাদিসটি একাকী নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[২০৩]

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের বর্ণনা

ইমামের পেছনে সুরা ফাতিহা পড়াকে যারা ফরজ বলেন, তারা মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সূত্রে বর্ণিত উবাদা ইবনু সামিত রা.-এর হাদিস দ্বারাও দলিল পেশ করে থাকেন। তিনি বলেন,

---

[২০২] *সুনানুত তিরমিজি*: ৩১৩।

[২০৩] *সুনানু আবি দাউদ*: ৮২২।

كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ. قُلْنَا نَعَمْ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

আমরা ফজরের নামাজে রাসুল ﷺ-এর পেছনে ছিলাম। রাসুল ﷺ কিরাআত পড়ার সময় কিরাআত পড়া তার জন্য কষ্টকর হয়ে যাচ্ছিল। নামাজ শেষ করে তিনি বললেন, 'সম্ভবত তোমরা তোমাদের ইমামের পেছনে কিরাআত পড়েছ?' আমরা বললাম, 'হ্যাঁ, পড়েছি।' তিনি বললেন, 'সুরা ফাতিহা ছাড়া আর কোনোকিছু পড়বে না। কারণ, সুরা ফাতিহা ছাড়া কোনো নামাজ নেই।'[২০৪]

এ হাদিস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না। আমাদের সালাফি ভাইদের বরণীয় দুজন আলিমের বক্তব্য আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই। নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহ. এ হাদিসের ব্যাপারে বলেন,

عن عبادة بن الصامت لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ضعيف.

উবাদা ইবনু সামিত রা. থেকে বর্ণিত এ হাদিসটি জয়িফ।[২০৫]

সালাফি ভাইয়েরা যেহেতু জয়িফ আর জালকে এক মনে করেন, আর এ হাদিসকে আলবানি জয়িফ বলেছেন, এ জন্য আশা করি তাঁরা আর কখনো এই হাদিস দিয়ে দলিল দেবেন না।

এবার সালাফিদের বরণীয় আরেকজন ইমাম শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহ.-এর বক্তব্য জেনে আসি। এ হাদিসের ব্যাপারে তিনি বলেন,

وَهَذَا الْحَدِيثُ مُعَلَّلٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ بِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَقَدْ بَسَطَ الْكَلَامَ عَلَى ضَعْفِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَبَيَّنَ أَنَّ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لَا صَلَاةَ إلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهَذَا هُوَ الَّذِي أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ

[২০৪] *সুনানু আবি দাউদ*: ৮৩২।

[২০৫] *জায়িফুল জামি*: ৪৬৮১।

وَأَمَّا هَذَا الْحَدِيثُ فَغَلِطَ فِيهِ بَعْضُ الشَّامِيِّينَ وَأَصْلُهُ أَنَّ عُبَادَةَ كَانَ يَؤُمُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هَذَا فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِمْ الْمَرْفُوعُ بِالْمَوْقُوفِ عَلَى عُبَادَةَ.

এ হাদিসটি অনেক কারণে হাদিসশাস্ত্রের ইমামদের কাছে ত্রুটিযুক্ত। ইমাম আহমাদসহ অনেক ইমাম একে জয়িফ বলেছেন। তাঁরা স্পষ্ট করেছেন, বিশুদ্ধ বর্ণনা হলো রাসুল ﷺ বলেছেন, 'নামাজ নেই ফাতিহা ছাড়া'। এ হাদিস ইমাম বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসের শব্দে সিরিয়ার কিছু বর্ণনাকারী ভুল করেছেন। মূল হলো, উবাদা ইবনু সামিত বায়তুল মাকদিসে ইমামতি করেছিলেন; আর তিনিই এটা বলেছিলেন। এরপর তাঁরা সন্দেহের কারণে মাওকুফ বর্ণনাকে মারফু বানিয়ে ফেলেছেন।[২০৬]

আশা করি নিজেদের অনুসৃত ইমামদের মতামতকে সালাফি ভাইয়েরা মূল্যায়ন করবেন।

দুই. আস্তে 'আমিন' বলা

১. ইমামের পেছনে আস্তে 'আমিন' বলার দলিল

'আমিন' আস্তে বলা নিয়েও ইদানীং আমাদের দেশে অপপ্রচার করা হচ্ছে। অনেকে প্রচারণা করছেন, আস্তে 'আমিন' বলা হাদিসের আলোকে প্রমাণিত নয়। এটা নিয়েই এখন আমরা পর্যালোচনা করব।

১. সাহাবি ও তাবিয়িদের কারা নামাজে 'আমিন' আস্তে বলতেন, এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনুত তুরকুমানি রাহ. ইমাম তাবারির বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন,

قال الطبري وروي ذلك عن ابن مسعود وروي عن النخعي والشعبي وابراهيم التيمي كانوا يخفون بآمين والصواب ان الخبر بالجهر بها والمخافة صحيحان وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء وان كنت مختارا خفض الصوت بها إذا كان اكثر الصحابة والتابعين على ذلك.

ইবনু মাসউদ রা., নাখায়ি, শাবি, ইবরাহিম তাইমি থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা নামাজে 'আমিন' আস্তে বলতেন। গ্রহণযোগ্য কথা হলো, 'আমিন' জোরে বলা এবং আস্তে বলা উভয়টি সহিহ। উভয় মতের ওপর একেকদল আলিম আমল করেছেন। যদিও আমি আস্তে 'আমিন' বলার মতামতকে

[২০৬] *মাজমুউল ফাতাওয়া*: ২৩/২৮৬।

গ্রহণ করি। কারণ, অধিকাংশ সাহাবি ও তাবিয়ি এ মতের ওপর আমল করেছেন।[২০৭]

ইমাম ইবনু জারির তাবারির বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারলাম, অধিকাংশ সাহাবি ও তাবিয়ির আমল ছিল 'আমিন' আস্তে বলা।

২. ওয়ায়িল ইবনু হুজর রা. বর্ণনা করেন,

أن النبي ﷺ قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته.

রাসুল ﷺ নামাজে যখন গাইরিল মাগজুবি আলাইহিম ওলাজ জোয়াল্লিন পড়লেন, তখন আস্তে 'আমিন' বললেন।[২০৮]

হাকিম নিশাপুরি রাহ. এ হাদিস সম্পর্কে বলেন, 'সনদের দিক থেকে হাদিসটি সহিহ। যদিও ইমাম বুখারি ও মুসলিম হাদিসটি তাখরিজ করেননি।'[২০৯]

৩. সামুরা রা. বর্ণনা করেন,

سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فِيهِ قَالَ سَعِيدٌ قُلْنَا لِقَتَادَةَ مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ قَالَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَإِذَا قَالَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

আমি রাসুল ﷺ থেকে দুটি সাকতা তথা নীরবতা মনে রেখেছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ দুটি নীরবতা কখন ছিল? তিনি বললেন, যখন তিনি নামাজে শুরু করতেন এবং যখন কিরাআত শেষ করতেন। এরপর বললেন, যখন 'গাইরিল মাগজুবি আলাইহিম ওয়ালাজ-জোয়াল্লিন' পড়তেন, তখন রাসুল ﷺ নীরব থাকতেন।[২১০]

ইমাম ইবনু হিব্বান রাহ. যে অধ্যায়ে এ হাদিস উল্লেখ করেছেন, সে অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন এভাবে,

ذكر ما يستحب للمرء أن يسكت سكتة أخرى عند فراغه من قراءة فاتحة الكتاب.

---

[২০৭] *আল-জাওহারুন নাকি* : ২/৫৮।

[২০৮] *সুনানুত তিরমিজি* : ২৪৮।

[২০৯] *নাসবুর রায়াহ* : ১/২৫১।

[২১০] *সুনানুত তিরমিজি* : ২৫১; *সুনানু আবি দাউদ* : ৭৮০; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৮৪৪।

নামাজি ব্যক্তির জন্য সুরা ফাতিহা শেষে দ্বিতীয়বার কিছুক্ষণ নীরবতা পালন-সংক্রান্ত অধ্যায়।[২১১]

ইবনু হিব্বান রাহ.-এর শিরোনাম থেকেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়, রাসুল ﷺ মূলত সুরা ফাতিহা শেষে নীরবতা পালন করেছিলেন।

এ হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম, রাসুল ﷺ সুরা ফাতিহা শেষ করে কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন। কিন্তু কেন? এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, তিনি চুপ থেকে 'আমিন' পড়তেন। সুতরাং এ হাদিস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো, রাসুল ﷺ নামাজে 'আমিন' আস্তে বলেছেন।

৪. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ﴾ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

ইমাম যখন 'غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ' বলবেন, তখন তোমরা 'আমিন' বলো। কারণ, যার 'আমিন' ফেরেশতাদের 'আমিন' বলার সঙ্গে মিলে যাবে, তার পেছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।[212]

এ হাদিসে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, ইমাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ পড়বেন, তখন তোমরা 'আমিন' পড়ো। প্রথমত বোঝা গেল, 'আমিন' বলার আগ পর্যন্ত মুকতাদির আর কিরাআত নেই। মুকতাদি যদি সুরা ফাতিহা পড়ত, তাহলে রাসুল ﷺ বলতেন, যখন তোমরা এটা পড়বে। কিন্তু যেহেতু তিনি বলেছেন, যখন ইমাম পড়বে, বোঝা গেল কিরাআত পড়া ইমামের কাজ। মুকতাদির কাজ চুপ করে শোনা।

দ্বিতীয়ত, একই হাদিস ইমাম নাসায়ি কিছুটা অতিরিক্ত অংশসহ বর্ণনা করেছেন। নাসায়ি রাহ. বর্ধিত অংশ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নামাজে 'আমিন' আস্তে বলা হবে। নাসায়ি রাহ.-এর অতিরিক্ত অংশ হলো,

فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُوْلُ اٰمِيْنَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ، فَمَنْ وَافَقَ تَامِيْنه تَامِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَلَه مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه.

কারণ, ফেরেশতারাও 'আমিন' বলেন, ইমামও বলেন। সুতরাং যার 'আমিন' বলা ফেরেশতাদের 'আমিন' বলার সঙ্গে মিলে যাবে, তার

[২১১] *সহিহ ইবনে হিব্বান* : ১৮০৭।

[২১২] *সহিহ বুখারি* : ৭৮২।

পেছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।[২১৩]

রাসুল ﷺ-এর এ কথা দ্বারা এটা প্রমাণ হলো যে, 'আমিন' শুধু ইমাম কিংবা মুক্তদি বলেছেন না; বরং ফেরেশতারাও 'আমিন' বলেন। আর ফেরেশতারা উচ্চৈঃস্বরে 'আমিন' বলেন না।

৫. আবদুর রাহমান ইবনু আবি লায়লা বর্ণনা করেন; উমর রা. বলেন,

يُخْفِي الإِمَامُ أَرْبَعًا التَّعَوُّذُ، وَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَآمِينَ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

চারটি জিনিস ইমাম ও মুকতাদি আস্তে বলবে—আউজুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, আমিন এবং রাব্বানা লাকাল হামদ।[২১৪]

৬. ইবরাহিম নাখায়ি রাহ. আসওয়াদ ও আলকামা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা উভয়ে ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

يُخْفِي الإِمَامُ ثَلاثًا : الاسْتِعَاذَةُ، وَ بسم الله الرحمن الرحيم، وَآمِينَ.

তিনটি জিনিস ইমাম আস্তে বলবে—আউজুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ এবং আমিন।[২১৫]

এখানে উমর ও ইবনু মাসউদ রা.-এর মতো বড় সাহাবির আমল পেলাম যে, তাঁরা উভয়ে 'আমিন' আস্তে বলার পক্ষে ছিলেন।

৭. আবু ওয়ায়িল বর্ণনা করেন,

كان علي وعبد الله لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعويذ ولا بالتأمين.

আলি ও ইবনু মাসউদ রা. 'আউজুবিল্লাহ' ও 'আমিন' জোরে বলতেন না।[২১৬]

এ হাদিস সম্পর্কে ইমাম হায়সামি রাহ. বলেন,

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو سعد البقال وهو ثقة مدلس.

হাদিসটি ইমাম তাবারানি রাহ. *আল-মুজামুল কাবিরে* বর্ণনা করেছেন।

---

[২১৩] *সুনানুন নাসায়ি :* ৯২৭—*নাসায়ির* টীকায় শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ. হাদিসটি সহিহ বলেছেন।

[২১৪] *আল-মুহাল্লা,* ইবনু হাজম : ২/৩৯৬।

[২১৫] প্রাগুক্ত : ২/৩৯৬।

[২১৬] *আল-মুজামুল কাবির* : ৩৯০৪।

এর একজন বর্ণনাকারী হলেন আবু সাআদ বাক্কাল। তিনি সিকাহ, তবে তাদলিসকারী।[২১৭]

৮. এর ওপর আলি ও ইবনু মাসউদ রা.-এর আমল বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম তাহাবি রাহ. লিখেছেন,

وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَا يَجْهَرَانِ بِبَسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا بِالتَّعَوُّذِ، وَلَا بِالتَّأْمِينِ.

এমনটি বর্ণিত হয়েছে আলি রা.-সহ রাসুল ﷺ-এর অন্যান্য সাহাবি থেকে। যেমনটি বর্ণনা করেছেন সুলায়মান ইবনু শুআইব আল কাসানি, তিনি বর্ণনা করেছেন আলি ইবনু মাবাদ থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন আবু বকর ইবনু আইয়াশ থেকে, তিনি আবু সায়িদ থেকে, তিনি আবু ওয়ায়িল থেকে, তিনি বলেন; উমর ও আলি রা. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, আউজুবিল্লাহ এবং আমিন জোরে পড়তেন না।[২১৮]

৯. প্রসিদ্ধ তাবিয়ি ইবরাহিম নাখায়ি রাহ. বলেন,

أربع لا يجهر بهن الامام بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وآمين وربنا لك الحمد.

চারটি বিষয় ইমাম নামাজে উচ্চৈঃস্বরে বলবে না—বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, আউজুবিল্লাহ, আমিন ও রাব্বানা লাকাল হামদ।[২১৯]

২. রাসুল ﷺ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই জোরে 'আমিন' বলেছেন

রাসুল ﷺ নামাজে কখনো কখনো 'আমিন' জোরে বলেছেন, সেটা আমরাও বলি। এ ব্যাপারে সুফিয়ান সাওরির সূত্রে ওয়ায়িল ইবনু হুজর রা.-এর হাদিস ছাড়া আর কোনো সহিহ হাদিস নেই।

---

[২১৭] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ২৬৩২।

[২১৮] *শারহু মাআনিল আসার* : ১/৩৪৭।

[২১৯] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ৪১৫৯।

ওয়ায়িল ইবনু হুজর রা. ছিলেন ইয়ামেনের অভিজাত পরিবারের সন্তান। তিনি ইসলামগ্রহণের পর মদিনায় রাসুল ﷺ-এর কাছে আসেন। রাসুল ﷺ মূলত তাঁকে শেখানোর জন্য 'আমিন' জোরে বলেছিলেন। এবার শিক্ষাদানের জন্য 'আমিন' জোরে বলা হয়েছে, এর পক্ষে কয়েকটি দলিল পেশ করব।

ওয়ায়িল ইবনু হুজর রা. নিজেই বর্ণনা করেন,

رأيت النبي ﷺ دخل في الصلاة فلما فرغ من فاتحة الكتاب قال: آمين ثلاث مرات.

আমি রাসুল ﷺ-কে নামাজে প্রবেশ করতে দেখলাম। তিনি যখন সুরা ফাতিহা পড়া শেষ করলেন, তখন তিনবার 'আমিন' বললেন।[২২০]

এ হাদিস সম্পর্কে ইমাম হায়সামি রাহ. বলেন,

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

হাদিসটি ইমাম তাবারানি রাহ. বর্ণনা করেছেন। হাদিসের বর্ণনাকারী সকলেই সিকাহ তথা বিশ্বস্ত।[২২১]

এ হাদিসে আমরা দেখতে পেলাম, রাসুল ﷺ তিনবার 'আমিন' বলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায়, 'আমিন' যে বলতে হবে, এটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি তিনবার বলেছেন।

ওয়ায়িল ইবনু হুজরের আরেকটি বর্ণনা ইমাম দুলাবি রাহ. সনদসহ উল্লেখ করেছেন এভাবে,

رأيت رسول الله ﷺ حين فرغ من الصلاة حتى رأيت خده من هذا الجانب ومن هذا الجانب وقرأ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ﴾ فقال : آمين. يمد بها صوته ما أراه إلا يعلمنا.

আমি রাসুল ﷺ-কে নামাজে দেখলাম, তিনি গাইরিল মাগজুবি আলাইহিম ওলাজ জোয়াল্লিন পড়লেন এবং তাঁর গাল ডান দিক ও বাম দিকে ঘোরালেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে 'আমিন' বললেন। আমাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই রাসুল ﷺ এমনটা করেছিলেন।[২২২]

---

[২২০] *আল-মুজামুল কাবির* : ১৬/১৮।

[২২১] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ২৬৬৭।

[২২২] *আল-কুনা ওয়াল আসমা* : ৭৯১—মাকতাবাতুশ শামিলা।

সনদের দিক থেকে যদিও এ হাদিস দুর্বল; কিন্তু এ হাদিস আমাদের আগের হাদিসের প্রামাণিকতাকে শক্তিশালী করে। এখানে ওয়ায়িল ইবনু হুজর রা. স্পষ্ট বলেছেন, রাসুল ﷺ মূলত শিক্ষাদানের জন্য 'আমিন' জোরে বলেছিলেন। এ কারণে তিনি উভয় দিকে তাঁর গাল মোবারক ঘুরিয়ে ছিলেন।

এ জন্য 'আমিন' বলার মূল সুন্নাত হলো আস্তে বলা। বর্তমানে যারা অপপ্রচার করেন, 'আমিন' আস্তে বলা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়, আশা করি তাদের অপপ্রচারে কেউ বিভ্রান্ত হবেন না।

তিন. রাফউল ইয়াদাইন

১. শুধু তাকবিরে তাহরিমার সময় রাফউল ইয়াদাইন করা

আমাদের দেশে নামাজের যেসব মাসআলা নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়, এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসআলা হলো রাফউল ইয়াদাইন। অর্থাৎ, তাকবিরে তাহরিমা ছাড়া অন্য কোনো সময় রাফউল ইয়াদাইন তথা হাত উত্তোলন করা যাবে কি না, তা নিয়ে।

এই মাসআলায় আমরা শুধু তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত উত্তোলনকে সুন্নাত মনে করি। তবে ইদানীং কিছু ভাই এই সুন্নাতের ব্যাপারে নানা ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছেন। তাঁদের কারও মতে এটি জাল বর্ণনা, রাসুল ﷺ-এর সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়!

মনে রাখতে হবে, রাফউল ইয়াদাইনের মাসআলায় হানাফিদের মাজহাব রাসুল ﷺ-এর সুন্নাতের সঙ্গে পুরোপুরি মিল রয়েছে। বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা আমাদের দলিল উল্লেখ করব।

প্রথম দলিল

সালিম তাঁর পিতা আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণনা করেন,

> رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، لا يَرْفَعُهُمَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَلا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ.
>
> আমি রাসুল ﷺ-কে দেখেছি, তিনি যখন নামাজ শুরু করেন, তখন কান বরাবর হাত তোলেন। যখন রুকু করেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা তোলেন, তখন হাত তুলতেন না। কেউ কেউ বলেন, তিনি দুই সিজদার

মধ্যেও হাত তুলতেন না।[২২৩]

আমরা এবার এ হাদিসের পুরো সনদ দেখব। আবু আওয়ানা রাহ.-এর সনদ হলো,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيُّوبَ الْمُخَرِّمِيُّ، وَسَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.

তিনি এ হাদিস বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনু আইয়ুব মাখরামি, সাদান ইবনু নাসর, শুআইব ইবনু আমর থেকে, তাঁরা সকলেই বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন জুহরি থেকে, তিনি সালিম থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে।

সনদের বিচারে এই হাদিস সর্বোচ্চ পর্যায়ের সহিহ। সুফিয়ান ইবনু উয়াইনার সনদে ইমাম বুখারির উসতাজ ইমাম হুমায়দি রাহ. তাঁর *মুসনাদে* এটি উল্লেখ করেছেন। *মুসনাদু হুমায়দি*র সনদ হলো,

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيْ قَالَ ثَنَا الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْت رَسُوْلَ الله ﷺ إِذَا أَفْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْد مَا يَرْفَع رَأْسَه مِنَ الرُّكُوْعِ فَلَا يَرْفَع وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

হুমায়দি এ হাদিস বর্ণনা করেছেন জুহরি থেকে, তিনি সালিম থেকে, তিনি ইবনু উমর রা. থেকে; তিনি বলেন, আমি রাসুল ﷺ-কে দেখেছি, তিনি যখন নামাজ শুরু করতেন, তখন হাত তুলতেন। এরপর যখন রুকু করতেন এবং রুকু থেকে মাথা তুলতেন, তখন হাত তুলতেন না।[২২৪]

সনদের বিচারে এ হাদিস সর্বোচ্চ পর্যায়ের সহিহ। এ হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম, রাসুল ﷺ শুধু তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত তুলতেন; অন্য সময় নয়।

দ্বিতীয় দলিল

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. বর্ণনা করেন,

أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.

---

[২২৩] *মুসনাদু আবি আওয়ানা* : ২৫১।

[২২৪] *মুসনাদু হুমায়দি* : ৬১৪—হাবিবুর রাহমান আজমি তাহকিকৃত।

আমি কি তোমাদেরকে রাসুল ﷺ-এর নামাজ পড়ে দেখাব? এরপর তিনি নামাজ পড়লেন এবং শুধু তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত তোললেন; আর তোলেননি।[২২৫]

এ হাদিস নিয়ে শাস্ত্রীয় আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা সনদ দিয়ে পর্যালোচনা করব। হাদিসটির সনদ হলো,

حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود.

এ হাদিস ইমাম তিরমিজি রাহ. বর্ণনা করেছেন হান্নাদ থেকে, তিনি ওয়াকি ইবনু জাররাহ থেকে, তিনি সুফিয়ান সাওরি থেকে, তিনি আসিম ইবনু কুলাইব থেকে, তিনি আবদুর রাহমান ইবনু আসওয়াদ থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে।

এ হাদিস বর্ণনা করে ইমাম তিরমিজি রাহ. বলেন,

وفي الباب عن البراء بن عازب قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.

এ সংক্রান্ত হাদিস বারা ইবনু আজিব রা. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তিরমিজি রাহ. বলেন, ইবনু মাসউদ রা.-এর বর্ণিত হাদিস হলো হাসান। সাহাবিদের মধ্যে একদল বিদ্বান সাহাবি এবং একদল বিদ্বান তাবিয়ি এই মত পোষণ করেছেন। আর এটিই হলো সুফিয়ান সাওরি ও কুফাবাসীর মত।

শায়খ আহমাদ শাকির রাহ. *সুনানুত তিরমিজির* টীকায় এ হাদিস সম্পর্কে বলেন,

وهذا الحديث صححه ابن حزم وغيره من الحفاظ وهو حديث صحيح وما قالوه في تعليله ليس بعلة.

এ হাদিসকে ইবনু হাজমসহ অনেক হাফিজুল হাদিস সহিহ বলেছেন। এটি সহিহ হাদিস। এ হাদিসের ব্যাপারে যে আপত্তি করা হয়, তা মোটেও সঠিক আপত্তি নয়।[২২৬]

---

[২২৫] *সুনানুত তিরমিজি* : ২৫৭।

[২২৬] প্রাগুক্ত : ২৫৭—শায়খ আহমাদ শাকির রাহ. টীকায় এ কথা লিখেছেন।

ইমাম ইবনু হাজম রাহ. এই হাদিসের ব্যাপারে বলেন,

إِنَّ هَذَا الْخَبَرَ صَحِيحٌ، وَلَيْسَ فِيهِ إلا أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِيمَا عَدَا تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ لَيْسَ فَرْضًا فَقَطْ، وَلَوْلا هَذَا الْخَبَرُ لَكَانَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ وَتَكْبِيرٍ وَتَحْمِيدٍ فِي الصَّلاةِ فَرْضًا.

হাদিসটি সহিহ। এ হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, তাকবিরে তাহরিমা ছাড়া আর কোনো জায়গায় রাফউল ইয়াদাইন ফরজ নয়। যদি ইবনু মাসউদের এই হাদিস না থাকত, তাহলে নামাজের প্রত্যেক ওঠা-বসা, তাকবির এবং তাহমিদের সময় রাফউল ইয়াদাইন ফরজ হয়ে যেত।[২২৭]

হাফিজ ইবনুত তুরকুমানি রাহ. এ হাদিসের ব্যাপারে বলেন,

إن رجال هذا الحديث على شرط مسلم.

এই হাদিসের বর্ণনাকারী ইমাম মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ।[২২৮]

মোটকথা, হাদিসটির সকল বর্ণনাকারীই সিকাহ ও বিশ্বস্ত। সকলেই বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনাকারী। শুধু আসিম ইবনু কুলাইব *মুসলিমের* বর্ণনাকারী। তাঁর ব্যাপারে ইমাম মিজ্জি রাহ.-এর পর্যালোচনা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি,

قال أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل : لا بأس بحديثه. وَقَال أحمد بن سعد بن أَبي مريم، عن يحيى بن مَعِين : ثقة. وكذلك قال النَّسَائي. وَقَال أبو حاتم : صالح. وَقَال أبو عُبَيد الآجري : قلتُ لأبي داود : عاصم بن كليب، ابن من؟ قال : ابن شهاب الجرمي، كان من العباد، وذكر من فضله، قلت : كان مرجئا؟ قال : لا أدري. وَقَال في موضع آخر : كان أفضل أهل الكوفة. وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب الثقات.

তাঁর ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেন, তাঁর হাদিস বর্ণনায় কোনো সমস্যা নেই। ইমাম ইবনু মায়িন বলেন, তিনি সিকাহ বর্ণনাকারী। ইমাম নাসায়িও তাঁকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম আবু হাতিম বলেন, তিনি যোগ্য বর্ণনাকারী। ইমাম আজুরি বলেন, আমি ইমাম আবু দাউদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আসিম ইবনু কুলাইব কে? আবু দাউদ বললেন, তিনি হলেন

[২২৭] *আল-মুহাল্লা*, ইবনু হাজম : ৪/৮৮।

[২২৮] *আল-জাওহারুন নাকি ফির রাদ্দি আলাল বায়হাকি* : ২/৭৮।

ইবনু শিহাব জারমি। তিনি অধিক ইবাদতকারী ছিলেন। এরপর তাঁর আরও অনেক ফজিলত বর্ণনা করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি আকিদাগত দিক থেকে মুরজিয়া? তিনি বললেন, আমি জানি না। অপর জায়গায় তিনি বলেন, কুফাবাসীদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। ইমাম ইবনু হিব্বান তাঁকে *কিতাবুস সিকাতে* উল্লেখ করেছেন।[২২৯]

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. আরও কিছু বক্তব্য যোগ করে বলেন,

وقال بن شاهين في الثقات قال أحمد بن صالح المصري يعد من وجوه الكوفيين الثقات وفي موضع آخر هو ثقة مأمون وقال بن المديني لا يحتج به إذا انفرد وقال بن سعد كان ثقة يحتج به وليس بكثير الحديث.

ইবনু শাহিন তাঁর *কিতাবুস সিকাতে* বলেন, আহমাদ ইবনু সালিহ আল মিসরি তাঁকে কুফা শহরের বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। অন্য জায়গায় বলেন, তিনি বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী। ইমাম ইবনুল মাদিনি বলেন, তিনি একাকী বর্ণনা করলে তাঁর বর্ণনা দ্বারা দলিল দেওয়া যাবে না। ইমাম ইবনু সাআদ বলেন, তিনি বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী, তাঁর বর্ণনা দিয়ে দলিল পেশ করা যাবে। তবে তিনি বেশি হাদিস বর্ণনাকারী নন।[২৩০]

আসিম ইবনু কুলাইব নিয়ে আমরা সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করলাম। এর দ্বারা আশা করি পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে, এ হাদিসের বর্ণনাকারী সকলেই সিকাহ। সুতরাং শাস্ত্রীয় মানদণ্ডে এ হাদিসও সহিহ।

এ হাদিসের ওপর আপত্তি ও নিরসন

কেউ কেউ আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-এর হাদিসের ওপর ইমাম তিরমিজির বর্ণিত ইবনু মুবারাকের বক্তব্য দিয়ে দলিল পেশ করেন। তিনি বলেন,

وقال عبد الله بن المبارك قد ثبت حديث من يرفع يديه وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ لم يرفع [يديه] إلا في أول مرة.

রাফউল ইয়াদাইনের হাদিসটি প্রমাণিত। এরপর জুহরির সূত্রে ইবনু উমরের

---

[২২৯] *তাহজিবুল কামাল* : ৯/৩২৬।

[২৩০] *তাহজিবুত তাহজিব* : ৫/৪৯।

বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনু মাসউদের হাদিস প্রমাণিত নয় যে, রাসুল ﷺ শুধু তাকবিরে তাহরিমার সময় রাফউল ইয়াদাইন করেন।[২৩১]

অনেকে ইবনু মুবারাকের এই বক্তব্যকে আমাদের পূর্বোক্ত হাদিসের ব্যাপারে চালিয়ে দেন। আর এটা সুস্পষ্ট যে, এ বক্তব্য যদি আমাদের দলিলের হাদিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতো, তাহলে সেটা ইমাম তিরমিজি এ হাদিসের শেষে উল্লেখ করতেন। তিনি অন্য হাদিসের সঙ্গে আলোচনা করার কারণ কী? কারণ হলো, ইবনু মাসউদ রা. থেকে দুটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে—একটি হলো মারফু, অপরটি মাওকুফ। মাওকুফ হাদিসটি হাসান। যেটা আমরা আগে দেখিয়েছি। আর মারফু হাদিস হলো, যা তাহাবি রাহ. বর্ণনা করেছেন। সেটার ব্যাপারে ইবনু মুবারাক আপত্তি করেছেন। সেই বর্ণনা হলো,

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ لَا يَعُودُ.

ইমাম তাহাবি বর্ণনা করেছেন ইবনু আবি দাউদ থেকে, তিনি নুআইম ইবনু হামমাদ থেকে, তিনি ওয়াকি থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি আসিম ইবনু কুলাইব থেকে, তিনি আবদুর রাহমান ইবনু আসওয়াদ থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি ইবনু মাসউদ রা. থেকে, তিনি রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শুধু তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত তুলতেন; আর তুলতেন না।[২৩২]

ইমাম তিরমিজি রাহ. মূলত ইবনু উমর রা.-এর মারফু হাদিস উল্লেখ করে এই হাদিসের বিপরীত ইবনু মাসউদের মারফু হাদিসের ব্যাপারে ইবনু মুবারাকের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এক হাদিসের বক্তব্য আরেক হাদিসে লাগানো যাবে না।

ইবনু মুবারাক ইবনু মাসউদের এই হাদিস নিয়ে আপত্তি করতে যাবেন কেন? কারণ, তিনি নিজেই এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসায়ির বর্ণিত এই হাদিসের সনদ হলো,

أخبرنا سويد بن نصر قال أنا عبد الله عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال ألا أخبركم بصلاة رسول الله ﷺ قال فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يرفع.

---

[২৩১] *সুনানুত তিরমিজি* : ২৫৬ নং হাদিস সংশ্লিষ্ট আলোচনা।

[২৩২] *শারহু মাআনিল আসার* : ১/৩৮৪।

ইমাম নাসায়ি রাহ. এ হাদিস বর্ণনা করেছেন সুওয়াইদ ইবনু নাসর থেকে, তিনি আবুদল্লাহ ইবনু মুবারাক থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি আসিম ইবনু কুলাইব থেকে, তিনি আবদুর রাহমান ইবনু আসওয়াদ থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে।[২৩৩]

আমরা দেখতে পেলাম ইবনু মুবারাক রাহ. নিজেই এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ জন্যই তাঁর বক্তব্য ইমাম তিরমিজি রাহ. এ হাদিসের সঙ্গে উল্লেখ করেননি। তাঁর এই বক্তব্য মূলত *তাহাবি* ও *দারা কুতনি*তে বর্ণিত মারফু হাদিসের ব্যাপারে।

যদি আমরা ধরেও নিই, তিনি এ হাদিসের ব্যাপারে বলেছেন, তারপরও দেখুন ইবনু মুবারাকের বক্তব্যের ব্যাপারে ইবনু দাকিকুল ইদ রাহ. কী বলেন।

> وعدم ثبوت الخبر عند المبارك لا يمنع من النظر فيه. وهو يدور على عاصم بن كليب. وقد وثقه ابن معين.
>
> ইবনু মুবারাকের কাছে প্রমাণিত না হওয়া এই হাদিস নিয়ে গবেষণা করতে বাধা দেয় না। আমরা দেখি এ হাদিসের ভিত্তি হলেন আসিম ইবনু কুলাইব। ইবনু মায়িন তাঁকে সিকাহ বলেছেন।[২৩৪]

এককথায় এ হাদিসটি সহিহ। এ হাদিসের সনদ নিয়ে আপত্তি করার কোনো সুযোগ নেই।

তৃতীয় দলিল

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

> ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن حين يفتتح الصلاة وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت وحين يقوم على الصفا وحين يقوم على المروة وحين يقف مع الناس عشية عرفة ويجمع والمقامين حين يرمي الجمرة.
>
> সাতটি জায়গায় হাত তোলা হবে—যখন নামাজ শুরু করবে, যখন মসজিদে হারামে প্রবেশ করে বায়তুল্লাহর দিকে দৃষ্টি পড়বে, যখন সাফায় দাঁড়াবে, যখন মারওয়ায় দাঁড়াবে। আরাফার মাঠে, মুজদালিফায় এবং জামারাতে শয়তানের ওপর পাথর মারার সময়।[২৩৫]

---

[২৩৩] *আস-সুনানুল কুবরা* : ১০৯৯।

[২৩৪] *আল-ইমাম* : ৩১৮।

[২৩৫] *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি : ১২০৭২।

এ হাদিসের ব্যাপারে ইমাম হায়সামি রাহ. বলেন,

رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال : رفع الأيدي إذا رأيت البيت. وفيه عند رمي الجمار وإذا أقيمت الصلاة. وفي الإسناد الأول محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ وحديثه حسن إن شاء الله وفي الثاني عطاء بن السائب وقد اختلط.

হাদিসটি ইমাম তাবারানি রাহ. *আল-মুজামুল কাবির* ও *আল-মুজামুল আওসাতে* বর্ণনা করেছেন। প্রথম সনদে একজন বর্ণনাকারী হলেন মুহাম্মাদ ইবনু আবি লায়লা, তাঁর স্মৃতিশক্তি ভালো ছিল না। তবে তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদিস হাসান ইনশাআল্লাহ। দ্বিতীয় সনদে একজন বর্ণনাকারী আছেন আতা ইবনু সায়িব, তাঁর স্মরণশক্তি বিভ্রাট হয়েছিল।[২৩৬]

এ হাদিসের সনদ নিয়ে পর্যালোচনা করার আগে যে বিষয়টি আমাদের বুঝতে হবে, সেটা হলো রাসুল ﷺ হাত তোলার ক্ষেত্রে শুধু নামাজের তাকবিরে তাহরিমায় হাত তুলতেন। নামাজের আর কোনো জায়গায় হাত তুলতেন না। যদি তুলতেন, তাহলে ইবনু আব্বাস রা. সেটা বর্ণনা করতেন।

চতুর্থ দলিল

বারা ইবনু আজিব রা. বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لاَ يَعُودُ.

রাসুল ﷺ যখন নামাজ শুরু করতেন, তখন কান বরাবর হাত তুলতেন, এরপর আর কোনো জায়গায় হাত তুলতেন না।[২৩৭]

ইমাম আবু দাউদ রাহ.-এর বর্ণিত হাদিসের সনদ হলো,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ.

ইমাম আবু দাউদ রাহ. এই হাদিস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু সাব্বাহ থেকে, তিনি শারিক থেকে, তিনি ইয়াজিদ ইবনু আবি জিয়াদ থেকে, তিনি

---

[২৩৬] *মাজমাউজ জাওয়ায়িদ* : ৫৬৬১।

[২৩৭] *সুনানু আবি দাউদ* : ৭৫০; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ২৪৫৫।

আবদুর রাহমান ইবনু আবি লায়লা থেকে, তিনি বারা ইবনু আজিব রা. থেকে, তিনি রাসুল ﷺ থেকে।

এ হাদিসের বর্ণনাকারীরা সিকাহ তথা বিশ্বস্ত। শুধু ইয়াজিদ ইবনু আবি জিয়াদ নিয়ে কেউ কেউ আপত্তি করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বর্ণনা ইমাম বুখারি রাহ. তালিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া অন্য ইমামও তাঁর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

ইবনু মাসউদ রা.-এর বর্ণনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম তিরমিজির বক্তব্যে আমরা দেখেছি, তিনি বারা রা.-এর হাদিসের কথা উল্লেখ করেছিলেন। বারা রা.-এর হাদিসের পক্ষে আরও অনেক সহিহ বর্ণনা থাকায় শাস্ত্রীয় মানদণ্ডে এ বর্ণনাও উত্তীর্ণ।

সাহাবি ও তাবিয়িদের আমল

রাসুল ﷺ থেকে যেভাবে সহিহ সনদে এ কথা প্রমাণিত, তিনি শুধু তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত তুলতেন; আর কখনো তুলতেন না, ঠিক তেমনিভাবে সাহাবি ও তাবিয়িদের একটি বিশাল জামাআতের আমল আমরা দেখতে পাই, যেখানে তাঁরা তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত তুলতেন; আর কখনো তুলতেন না।

পঞ্চম দলিল

আসওয়াদ বর্ণনা করেন,

صَلَّيْت مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ إِلاَّ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : وَرَأَيْت الشَّعْبِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَأَبَا إِسْحَاقَ، لاَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلاَّ حِينَ يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ.

আমি উমর রা.-এর সঙ্গে নামাজ পড়েছি, তিনি তাকবিরে তাহরিমা ছাড়া নামাজে আর কখনো হাত তোলেননি। আবদুল মালিক বর্ণনা করেন, আমি শাবি, ইবরাহিম নাখায়ি ও আবু ইসহাককে দেখেছি, তাঁরা শুধু তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত তোলেন; আর কখনো তোলেন না।[২৩৮]

এ হাদিসের সনদ হলো,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ.

ইমাম আবু বকর ইবনু আবি শায়বা এ হাদিসটি ইয়াহইয়া ইবনু আদম

[২৩৮] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ২৪৬৯।

থেকে, তিনি হাসান ইবনু আইয়াশ থেকে, তিনি মালিক ইবনু আবজার থেকে, তিনি জুবায়ের ইবনু আদি থেকে, তিনি ইবরাহিম নাখায়ি থেকে, তিনি আসওয়াদ রাহ. থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. এ হাদিস সম্পর্কে বলেন, 'এর সকল বর্ণনাকারীই বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য।'[২৩৯]

ইমাম জায়লায়ি রাহ. বলেছেন,

والحديث صحيح فإن مداره على الحسن بن عياش وهو ثقة حجة ذكر ذلك يحيى بن معين عنه.

হাদিসটি সহিহ। হাদিসের সনদের মূল ব্যক্তি হলেন হাসান ইবনু আইয়াশ। তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ের বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী। ইয়াহইয়া ইবনু মায়িন রাহ. তাঁর ব্যাপারে এমনটি বলেছেন।[২৪০]

ষষ্ঠ দলিল

আসিম ইবনু কুলাইব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، ثُمَّ لاَ يَعُودُ.

আলি রা. নামাজে শুধু তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত তুলতেন। নামাজের আর কোনো সময় তিনি হাত তুলতেন না।[২৪১]

এ হাদিস সম্পর্কে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহ. বলেন, 'বর্ণনাটি মাওকুফ তথা সাহাবির আমল। তবে এর বর্ণনাকারী সকলেই বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য।'[২৪২]

ইমাম জায়লায়ি রাহ. বলেন, 'আলি রা. থেকে এটি সহিহ সনদে প্রমাণিত।'[২৪৩]

সপ্তম দলিল

ইবরাহিম নাখায়ি রাহ. ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ، ثُمَّ لاَ يَرْفَعُهُمَا.

ইবনু মাসউদ রা. শুধু তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত তুলতেন। এরপর

---

[২৩৯] *আদ দিরায়া ফি তাখরিজিল হিদায়া* : ১/১৫১।

[২৪০] *নাসবুর রায়াহ* : ১/২৯৪।

[২৪১] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ২৪৫৬।

[২৪২] *আদ দিরায়া ফি তাখরিজিল হিদায়া* : ১/১৫১।

[২৪৩] *নাসবুর রায়াহ* : ১/১৯৪।

নামাজের আর কোনো সময় তিনি হাত তুলতেন না।[২৪৪]

অষ্টম দলিল

মুজাহিদ রাহ. বলেন,

مَا رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ.

আমি ইবনু উমর রা.-কে দেখেছি, তিনি শুধু তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত তুলতেন, আর কোনো সময় তুলতেন না।[২৪৫]

সনদের দিক থেকে এ বর্ণনা সহিহ। এর সনদ হলো,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ.

ইমাম আবু বকর ইবনু আবি শায়বা বর্ণনা করেছেন আবু বকর ইবনু আইয়াশ থেকে, তিনি হুসাইন থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে।

এ সনদের প্রত্যেকেই বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য। এ জন্য সনদগতভাবে এ বর্ণনা সহিহ।

নবম দলিল

আবু ইসহাক সাবয়ি রাহ. বর্ণনা করেন,

كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ، وَأَصْحَابُ عَلِيٍّ، لاَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلاَّ فِي افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ، قَالَ وَكِيعٌ : ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ.

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-এর শিষ্য এবং আলি রা.-এর শিষ্যরা শুধু তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত তুলতেন। ওয়াকি বলেন, এরপর তাঁরা নামাজের কোনো সময় হাত তুলতেন না।[২৪৬]

হাদিসটির সনদ হলো,

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

ইমাম আবু বকর ইবনু আবি শায়বা বর্ণনা করেছেন ওয়াকি ইবনু জাররাহ থেকে, তিনি আবু উসামা থেকে, তিনি শুবা থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে।

সনদের দিক থেকে এটাও সহিহ। কারণ, এ সনদের প্রত্যেকেই গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বস্ত।

---

[২৪৪] *শারহু মাআনিল আসার* : ১/১২৩।

[২৪৫] *মুসন্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ২৪৬৭।

[২৪৬] প্রাগুক্ত : ২৪৬১।

দলিল চাইলে আরও অনেক দলিল দেওয়া যাবে। পাঠকের সামনে যেসব দলিল উল্লেখ করা হয়েছে, আশা করি সেগুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে, শুধু তাকবিরে তাহরিমার সময় রাফউল ইয়াদাইন করা এবং অন্য কোনো সময় না করাও সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সাহাবি ও তাবিয়িদের বড় একটি দল এ পদ্ধতিতে নামাজ পড়েছেন। সুতরাং এ নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশই নেই।

২. রাসুল ﷺ কি আমৃত্যু রাফউল ইয়াদাইন করেছেন

আমাদের দেশে যারা রাফউল ইয়াদাইন করেন, তারা দাবি করেন, রাসুল ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত রাফউল ইয়াদাইন করেছেন। আমরা আগেই বলেছি, রাফউল ইয়াদাইন করা না-করা নিয়ে সাহাবিদের যুগ থেকে মতভিন্নতা রয়েছে। একদল করেছেন, আরেকদল করেননি। এ জন্য কেউ করলে যেমন তার নামাজকে জাল বলা যাবে না, তেমনিভাবে কেউ না করলেও জাল বলা যাবে না।

ইসলামের শুরুর দিকে রাসুল ﷺ নামাজে অনেক জায়গায়ই রাফউল ইয়াদাইন করতেন। মোট ৭টি জায়গায় রাফউল ইয়াদাইনের কথা হাদিসে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করছি।

ক. সিজদা থেকে দাঁড়িয়ে রাফউল ইয়াদাইন করা

রাসুল ﷺ যখন সিজদা থেকে মাথা তুলতেন, তখন রাফউল ইয়াদাইন করতেন। ওয়ায়িল ইবনু হুজর রা. বর্ণনা করেন,

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ الْتَحَفَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ.

আমি রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে নামাজ পড়লাম। তিনি যখন তাকবিরে তাহরিমা দিলেন, হাত তুললেন। এমনিভাবে যখন রুকু করার ইচ্ছা করলেন, তখন হাত বের করে হাত তুললেন। এমনভাবে যখন রুকু থেকে মাথা তুললেন, তখনো তিনি হাত তুললেন। এরপর তিনি সিজদা করলেন। সিজদার সময় দুই হাতের তালুর মধ্যখানে মাথা রাখলেন। এরপর যখন সিজদা থেকে

মাথা তুললেন, তখনো একইভাবে হাত তুললেন। এভাবে তিনি নামাজ শেষ করলেন।[২৪৭]

সালাফিদের বরণীয় শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানিও এই হাদিসকে সহিহ বলেছেন।[২৪৮]

এ হাদিসে আমরা পেলাম, রাসুল ﷺ দুই সিজদা শেষ করে মাথা তুলে যখন নতুন রাকআত শুরু করতেন, তখন রাফউল ইয়াদাইন করতেন। অথচ যারা বর্তমানে সহিহ হাদিসের স্লোগান দেন, তাঁরা কিন্তু এই সহিহ হাদিসের ওপর আমল করেন না। তাঁরাও বলেন, এ হাদিসের বিধান রহিত হয়ে গেছে।

খ. দুই সিজদার মধ্যে বসে রাফউল ইয়াদাইন করা

হাদিসে আছে, রাসুল ﷺ যখন প্রথম সিজদা শেষ করে মাথা তুলে বসতেন, তখন তিনি রাফউল ইয়াদাইন করতেন। ইমাম নাসায়ি রাহ. তাঁর *সুনানের* একটি পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন এভাবে,

باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى.

প্রথম সিজদা থেকে মাথা তুলে রাফউল ইয়াদাইন করা-সংক্রান্ত অধ্যায়।

এই অধ্যায়ে তিনি মালিক ইবনু হুওয়াইরিস রা.-এর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন,

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

রাসুল ﷺ যখন নামাজ শুরু করতেন, তখন রাফউল ইয়াদাইন করতেন। এমনিভাবে যখন তিনি রুকু করতেন, তখনো রাফউল ইয়াদাইন করতেন। এরপর যখন রুকু থেকে মাথা তুলতেন, তখনো রাফউল ইয়াদাইন করতেন। এরপর যখন সিজদা থেকে মাথা তুলতেন, তখনো রাফউল ইয়াদাইন করতেন।[২৪৯]

এ হাদিসকেও সালাফিদের বরণীয় শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহ. সহিহ বলেছেন।[২৫০]

---

[২৪৭] *সুনানু আবি দাউদ* : ৭২৩।

[২৪৮] প্রাগুক্ত : ৬৬৪।

[২৪৯] *সুনানুন নাসায়ি* : ১১৪৩—শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ. তাহকিককৃত।

[২৫০] প্রাগুক্ত : ১০৮৭।

এ হাদিসে আমরা পেলাম, রাসুল ﷺ প্রথম সিজদা শেষ করে মাথা তুলে যখন বসতেন, তখন তিনি রাফউল ইয়াদাইন করতেন। সনদের দিক থেকে সহিহ হলেও এ হাদিসের ওপর লা-মাজহাবি ভাইয়েরা আমল করেন না। তাঁরা মনে করেন এ হাদিসের বিধান রহিত হয়ে গেছে।

গ. তৃতীয় রাকআতের শুরুতে রাফউল ইয়াদাইন করা

কিছু বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসুল ﷺ যখন দ্বিতীয় রাকআত শেষ করে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াতেন, তখন রাফউল ইয়াদাইন করতেন। নাফি বর্ণনা করেন,

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ.

ইবনু উমর রা. যখন নামাজ শুরু করতেন, তখন তাকবির বলে হাত তুলতেন। যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন, তখনো হাত তুলতেন। এভাবে যখন দ্বিতীয় রাকআত থেকে দাঁড়াতেন, তখনো হাত তুলতেন। ইবনু উমর রা. বিষয়টি রাসুল ﷺ-এর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।[২৫১]

আবু হুমায়েদ সায়িদি রা.-এর লম্বা হাদিসটি *সুনানু আবি দাউদ* ও *সুনানুত তিরমিজি*তে এসেছে। তিনি রাসুল ﷺ-এর পুরো নামাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلاَ يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الأَرْضِ فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ. وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ

[২৫১] *সহিহ বুখারি*: ৭৩৯।

ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلاَتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ. قَالُوا صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي ﷺ.

রাসুল ﷺ যখন নামাজে দাঁড়াতেন, তখন কাঁধ বরাবর হাত তুলতেন। এরপর তিনি নামাজের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়ে একপর্যায়ে বলেন, রাসুল ﷺ যখন দ্বিতীয় রাকআত শেষ করে দাঁড়াতেন, তখন তাকবির বলতেন এবং কাঁধ বরাবর হাত তুলতেন, যেভাবে তিনি নামাজের শুরুতে হাত তুলতেন।[২৫২]

এ দুই হাদিসে আমরা পেলাম, রাসুল ﷺ দ্বিতীয় রাকআত শেষ করে যখন দাঁড়াতেন, তখন তাকবির বলতেন। সনদের দিক থেকে এ হাদিসগুলো সহিহ হলেও বর্তমানের সালাফিরা এর ওপর আমল করেন না। তাঁরাও মনে করেন তৃতীয় রাকআতের শুরুতে হাত তোলার বিধান রহিত হয়ে গেছে।

ঘ. প্রত্যেক ওঠা-বসায় রাফউল ইয়াদাইন

কিছু হাদিসে পাওয়া যায়, রাসুল ﷺ প্রত্যেক ওঠা-বসায় হাত তুলতেন। উমায়ের ইবনু হাবিব রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ.

রাসুল ﷺ ফরজ নামাজের প্রত্যেক তাকবিরে হাত তুলতেন।[২৫৩]

শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহ. এ হাদিসকেও সহিহ বলেছেন।[২৫৪]

সুতরাং এই সহিহ হাদিসে আমরা পেলাম, রাসুল ﷺ প্রত্যেক ওঠা-বসায় হাত তুলতেন। কিন্তু লা-মাজহাবি ভাইয়েরা এই হাদিসের ওপরও আমল করেন না। তাঁরা মনে করেন এর বিধানও রহিত হয়ে গেছে। শুধু তাকবিরে তাহরিমা, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা তুলে রাফউল ইয়াদাইন করতে হবে।

এখানে প্রথম কথা হলো, তাকবিরে তাহরিমার সময় হাত তোলা নিয়ে কারও মধ্যে কোনো মতভিন্নতা নেই। আমাদের মতে পূর্বোক্ত হাদিসগুলোর কারণে রুকুতে যাওয়ার

[২৫২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৭৩০।
[২৫৩] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৮৬১।
[২৫৪] প্রাগুক্ত : ৭০১।

সময় এবং রুকু থেকে উঠে হাত তোলার আর কোনো বিধান নেই। কারণ, রাসুল ﷺ আমৃত্যু রাফউল ইয়াদাইন করেছেন মর্মে কোনো হাদিস পাওয়া যায় না।

মজার কথা হলো, এ ব্যাপারে আমাদের লা-মাজহাবি ভাইয়েরা জাল হাদিসের আশ্রয় নিয়ে প্রমাণ করতে চান, রাসুল ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা তুলে রাফউল ইয়াদাইন করেছেন। আমরা সেই জাল হাদিস নিয়ে পর্যালোচনা করছি।

নাফি রাহ. ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন,

كان رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وكان لا يفعل ذلك في السجود فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى.

রাসুল ﷺ যখন নামাজ শুরু করতেন, তখন হাত তুলতেন। এভাবে যখন রুকু করতেন এবং রুকু থেকে মাথা তুলতেন, তখনো হাত তুলতেন। তবে সিজদায় তিনি এমনটি করতেন না। মৃত্যু পর্যন্ত রাসুল ﷺ এভাবে নামাজ পড়েছেন।[২৫৫]

এ বর্ণনা পেশ করে তাঁরা দাবি করেন, রাসুল ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা তুলে রাফউল ইয়াদাইন করেছেন।

বর্ণনাটি জাল। এটা কোনোভাবে দলিলযোগ্য বর্ণনা নয়। জাল হওয়ার কারণ বুঝতে হলে আগে আমাদের হাদিসের পুরো সনদ দেখতে হবে। বায়হাকি রাহ. বর্ণিত পুরো হাদিসের সনদ হলো,

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم الخواص ثنا عبد الرحمن بن قريش بن خزيمة الهروي ثنا عبد الله بن احمد الدحيمي ثنا الحسين بن عبد الله بن حمران ثنا عصمة بن محمد الأنصاري ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.

ইমাম বায়হাকি রাহ. এ হাদিস বর্ণনা করেছেন হাফিজ আবু আবদুল্লাহ থেকে, তিনি জাফর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু নুসায়ের ইবনু কাসিম আল খাওয়াস থেকে, তিনি আবদুর রাহমান ইবনু কুরাইশ ইবনু খুজায়মা আল হারাওয়ি থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ আদ দুহাইমি থেকে, তিনি

[২৫৫] *আল-খিলাফিয়াত*, বায়হাকি : ১৫৭৫।

হুসাইন ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু হুমরান থেকে, তিনি ইসমা ইবনু মুহাম্মাদ আল আনসারি থেকে, তিনি মুসা ইবনু উকবা থেকে, তিনি নাফি থেকে, তিনি ইবনু উমর রা. থেকে।

বর্ণনাটি জাল হওয়ার কারণ হলো, এ বর্ণনায় দুজন মিথ্যুক বর্ণনাকারী রয়েছেন, যাঁদের ব্যাপারে আমরা পর্যালোচনাও করে এসেছি।

এ হাদিসের একজন বর্ণনাকারী হলেন আবদুর রাহমান ইবনু কুরাইশ ইবনু খুজায়মা। তাঁর ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম জাহাবি রাহ. লেখেন,

عبدالرحمن بن قريش بن خزيمة، هروى. سكن بغداد. اتهمه السليمانى بوضع الحديث.

আবদুর রাহমান ইবনু কুরাইশ ইবনু খুজায়মা হারাওয়ি। তিনি বাগদাদে অবস্থান করতেন। সুলায়মানি তাঁকে হাদিস জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন।[২৫৬]

এ বর্ণনার আরেকজন বর্ণনাকারী হলেন ইসমা ইবনু মুহাম্মাদ আল আনসারি। তাঁর ব্যাপারে ইমাম জাহাবি রাহ. লেখেন,

قال أبو حاتم : ليس بقوى . وقال يحيى: كذاب، يضع الحديث. وقال العقيلى: حدث بالبواطيل عن الثقات. وقال الدارقطني وغيره: متروك قال ابن عدى: عصمة بن محمد بن فضالة بن عبيد الانصاري مدنى، كل حديثه غير محفوظ.

ইমাম আবু হাতিম বলেন, তিনি শক্তিশালী বর্ণনাকারী নন। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মায়িন বলেন, তিনি মিথ্যুক, হাদিস জাল করতেন। ইমাম উকায়লি বলেন, তিনি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী থেকে বাতিল হাদিস বর্ণনা করতেন। ইমাম দারা কুতনিসহ আরও কেউ কেউ বলেন, তিনি পরিত্যাজ্য বর্ণনাকারী। ইমাম ইবনু আদি বলেন, তাঁর কোনো বর্ণনা সংরক্ষিত নয়।[২৫৭]

এই দুজন বর্ণনাকারী থাকার কারণে শাস্ত্রীয় মানদণ্ডে বর্ণনাটি জাল। ফলে এই হাদিস দিয়ে কখনো রাসুল ﷺ আমৃত্যু রাফউল ইয়াদাইন করেছেন বলে দলিল দেওয়া যাবে না। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

---

[২৫৬] *মিজানুল ইতিদাল* : ৩/৪৯৮।

[২৫৭] প্রাগুক্ত : ৫/৫৭—৫৬৩১।

চার. সিজদা

সিজদায় যাওয়ার সময় হাতের আগে হাঁটু জমিনে রাখা সুন্নাত

বর্তমানে নামাজকেন্দ্রিক যেসব মাসআলা নিয়ে আমাদের দেশে বিতর্ক হয়, তার মধ্যে একটি হলো সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে হাঁটু আগে রাখবেন, নাকি হাত আগে রাখবেন।

আমরা আগে হাঁটু মাটিতে রাখি। বর্তমানে কেউ কেউ এ পদ্ধতিকে জাল বা সহিহ হাদিসবিরোধী পদ্ধতি বলে প্রচারণা চালাচ্ছেন। আমরা আমাদের আমলের পক্ষের দলিল উল্লেখ করছি।

প্রথম দলিল

ওয়ায়িল ইবনু হুজর রা. বর্ণনা করেন,

> رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.
>
> আমি রাসুল ﷺ-কে দেখেছি যখন তিনি সিজদা করতেন, হাঁটুকে হাতের আগে জমিনে রাখতেন। যখন তিনি উঠতেন, তখন হাতকে হাঁটুর আগে তুলতেন।[২৫৮]

এ হাদিস বর্ণনার পর ইমাম তিরমিজি রাহ. বলেন,

> هذا حديث حسن غريب لانعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وروى همام عن عاصم هذا مرسلا ولم يذكر فيه وائل بن حجر.
>
> হাদিসটি হাসান ও গরিব। শারিক থেকে ইয়াজিদ ইবনু হারুন ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি। এ হাদিসের ওপর অধিকাংশ ইমামের আমল রয়েছে। তাঁরা মত দিয়েছেন, নামাজি ব্যক্তি সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাঁটু রাখবে এবং পরে হাত জমিনে রাখবে। সিজদা থেকে ওঠার সময় আগে হাত তুলবে এবং পরে হাঁটু তুলবে। হামমাম আসিম থেকে হাদিসটি মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি ওয়ায়িল ইবনু হুজর রা.-এর কথা উল্লেখ করেননি।

---

[২৫৮] *সুনানুত তিরমিজি* : ২৬৮; *সুনানু আবি দাউদ* : ৮৩৮।

দ্বিতীয় দলিল

আনাস রা. বর্ণনা করেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ فَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصَلٍ مِنْهُ فِي مَوْضِعِهِ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصَلٍ مِنْهُ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ.

আমি রাসুল ﷺ-কে দেখেছি তিনি তাকবির দিয়েছেন। এমনকি তিনি তাঁর হাতের আঙুল কান বরাবর নিয়েছেন। এরপর তিনি রুকু করেছেন। তাঁর সব জোড়া বরাবর হয়ে গেছে। এরপর তিনি তাকবির বলে সিজদার জন্য ঝুঁকলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর হাঁটু হাতের আগে ঝুঁকেছে।[২৫৯]

এ হাদিস বর্ণনা করে হাকিম নিশাপুরি রাহ. বলেন,

هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين و لا أعرف له علة و لم يخرجاه.

সনদের দিক থেকে হাদিসটি সহিহ। ইমাম বুখারি ও মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ। আমার জানামতে এতে কোনো ত্রুটি নেই। যদিও বুখারি ও মুসলিম রাহ. হাদিসটি বর্ণনা করেননি।[২৬০]

হাকিম নিশাপুরি আরও বলেন,

و أما حديث وائل بن حجر قال : كان النبي ﷺ إذا سجد يقع ركبتاه قبل يديه و إذا رفع رفع يديه قبل ركبتيه قد احتج مسلم بشريك.

এ ব্যাপারে ওয়ায়িল ইবনু হুজরের হাদিস হলো, রাসুল ﷺ যখন সিজদা করতেন, তখন হাঁটুকে হাতের আগে জমিনে রাখতেন। সিজদা থেকে ওঠার সময় হাতকে হাঁটুর আগে তুলতেন। বর্ণনাকারী শারিকের সূত্রে ইমাম মুসলিম রাহ. হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় দলিল

কাহমাস বলেন, ইমাম আবদুর রাজ্জাক আস-সানআনি রাহ. আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াসার রা.-এর আমল বর্ণনা করেছেন এভাবে,

إذا سجد وضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه فإذا أراد أن يقوم رفع وجهه ثم

---

[২৫৯] *আল-মুসতাদরাক* : ৮২২।

[২৬০] প্রাগুক্ত : ৮২২।

يديه ثم ركبتيه.

তিনি যখন সিজদা করতেন, আগে হাঁটু রাখতেন, এরপর হাত রাখতেন, এরপর চেহারা রাখতেন। যখন সিজদা থেকে উঠতেন, তখন আগে চেহারা তুলতেন, এরপর হাত তুলতেন, এরপর হাঁটু তুলতেন।[২৬১]

চতুর্থ দলিল

ইবরাহিম নাখায়ি রাহ. বর্ণনা করেন,

أن عمر كان إذا ركع يقع كما يقع البعير ركبتاه قبل يديه ويكبر ويهوي.

উমর রা. যখন রুকু করতেন, তখন উটের মতো জমিনে যেতেন। হাতের আগে হাঁটু রাখতেন।[২৬২]

পঞ্চম দলিল

ইবরাহিম নাখায়ি রাহ.-এর মতো উমর রা.-এর আমল প্রসিদ্ধ তাবিয়ি আসওয়াদ রাহ.-ও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقَعُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

উমর রা. সিজদার ক্ষেত্রে আগে হাঁটুতে ভর দিতেন।[২৬৩]

ষষ্ঠ দলিল

উমর রা.-এর মতো ইবনু উমরও সিজদায় যাওয়ার ক্ষেত্রে আগে হাঁটু রাখতেন; আর হাত রাখতেন পরে। তেমনিভাবে ওঠার সময় আগে হাত তুলতেন, পরে হাঁটু।

নাফি বর্ণনা করেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ إِذَا سَجَدَ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

ইবনু উমর রা. সিজদা করার সময় আগে হাঁটু রাখতেন, তারপর হাত রাখতেন। সিজদা থেকে ওঠার সময় আগে হাত তুলতেন, তারপর হাঁটু তুলতেন।[২৬৪]

---

[২৬১] *মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক* : ২৯৫৮।

[২৬২] প্রাগুক্ত : ২৯৫৬।

[২৬৩] *মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক* : ২৯৫৫; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ২৭১৮।

[২৬৪] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ২৭১৯।

সনদের দিক থেকে বর্ণনাটি হাসান। ইবনু আবি শায়বার সনদ হলো,

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

ইমাম আবু বকর ইবনু আবি শায়বা বর্ণনা করেছেন ইয়াকুব ইবনু ইবরাহিম থেকে, তিনি ইবনু আবি লায়লা থেকে, তিনি নাফি থেকে, তিনি ইবনু উমর রা. থেকে।

এ ব্যাপারে চাইলে আরও অনেক দলিল উল্লেখ করা যাবে। আশা করি যে কয়েকটি দলিল দিয়েছি, সত্যান্বেষী পাঠকের কাছে বাস্তবতা স্পষ্ট হয়েছে। এরপরও যদি কেউ অপপ্রচার করেন যে, আমাদের আমল সহিহ হাদিসে নেই, তাহলে তার জন্য হিদায়াতের দুআ করব আমরা।

বাকি কিছু বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসুল ﷺ সিজদায় যাওয়ার সময় হাঁটুর আগে হাত মাটিতে রেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ একটি হাদিস উদ্ধৃত করেছি। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

তোমাদের কেউ যখন সিজদা করবে, তখন যেন উটের মতো না ঝুঁকে; বরং সে যেন হাঁটুর আগে হাত রাখে।[২৬৫]

স্মর্তব্য, সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাঁটু রাখবে, নাকি হাত আগে রাখবে? এ ব্যাপারে আবু হুরায়রা রা. থেকে দুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসুল ﷺ সিজদায় যাওয়ার সময় আগে হাঁটু রেখেছেন। ইমাম তাহাবি রাহ. সনদসহ সে বর্ণনাগুলো উল্লেখ করছেন। আমরা পুরোটাই উল্লেখ করছি।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ : ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ : ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ.

ইমাম তাহাবি রাহ. বর্ণনা করেছেন ইবনু আবি দাউদ থেকে, তিনি ইউসুফ ইবনু আদি থেকে, তিনি ইবনু ফুজায়েল থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু সায়িদ থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে, তাঁর দাদা আবু হুরায়রা রা. থেকে, তিনি বলেন, 'রাসুল ﷺ যখন সিজদা করতেন, তখন হাতের আগে হাঁটু রাখতেন।'[২৬৬]

---

[২৬৫] *সুনানু আবি দাউদ*: ৮৪০।

[২৬৬] *শারহু মাআনিল আসার*: ১/৪৩৭।

মূলত রাসুল ﷺ কখনো ওজর তথা অসুবিধার কারণে আগে হাত রেখেছেন। ইমাম তাহাবি রাহ. এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

পাঁচ. প্রথম ও শেষ বৈঠক

প্রথম ও শেষ বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসা এবং ডান পা খাড়া রাখা সুন্নাত

আমরা নামাজের প্রথম ও শেষ বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসি। আর ডান পা খাড়া করে রাখি। এটা হলো পুরুষের জন্য বসার সুন্নাত তরিকা। এ ব্যাপারে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম দলিল

আয়েশা রা. রাসুল ﷺ-এর নামাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

> وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى.
>
> রাসুল ﷺ যখন সিজদা থেকে মাথা তুলতেন, তখন একেবারে সোজা হয়ে বসার আগে আবার সিজদায় যেতেন না। তিনি বলেন, প্রত্যেক নামাজের দুই রাকআতের পর বৈঠক রয়েছে। রাসুল ﷺ বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন।[২৬৭]

এ হাদিসে আমরা সুস্পষ্টভাবে পেলাম, রাসুল ﷺ বাম পা বিছিয়ে বসতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন।

দ্বিতীয় দলিল

ওয়ায়িল ইবনু হুজর রা. বর্ণনা করেন,

> قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله ﷺ فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى.
>
> রাসুল ﷺ-এর নামাজ দেখতে আমি মদিনায় এলাম। তিনি যখন সিজদার

[২৬৭] *সহিহ মুসলিম : ৪৯৮; মুসান্নাফু ইবনি আবি শায়বা* : ২৯৪৩।

জন্য বসলেন, তখন বাম পা বিছিয়ে দিলেন। তাঁর বাম হাত বাম উরুর ওপর রাখলেন। তিনি তাঁর ডান পাকে খাড়া রাখলেন।[২৬৮]

এ হাদিস বর্ণনা করে ইমাম তিরমিজি রাহ. বলেন,

هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة و ابن المبارك.

হাদিসটি হাসান ও সহিহ। এ হাদিসে যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, এর ওপরই অধিকাংশ আলিমের মতামত। সুফিয়ান সাওরি, কুফাবাসী এবং ইবনুল মুবারাকও এমনটাই বলেন।

তৃতীয় দলিল

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলেন,

إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى.

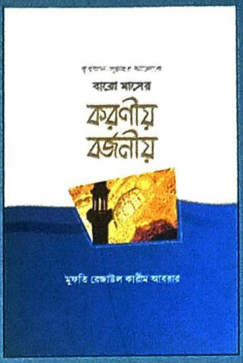
নামাজের সুন্নাত হলো ডান পা খাড়া রাখবে এবং বাম পা বিছিয়ে রাখবে।[২৬৯]

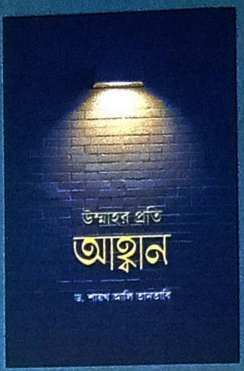
এর বিপরীতে আবু হুমায়েদ সায়িদি রা.-এর যে বর্ণনা ইমাম তিরমিজি রাহ. উল্লেখ করেছেন, তাতে রাসুল ﷺ শেষ বৈঠকে উভয় পা ডান দিক থেকে বের করে নিতম্বের ওপর বসার বিষয়টি রয়েছে। মূলত ওজরের কারণে রাসুল ﷺ কখনো কখনো এভাবে বসেছেন। স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি উভয় বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে সেটার ওপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন।

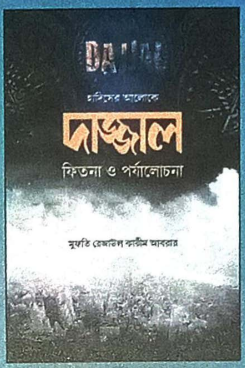
---

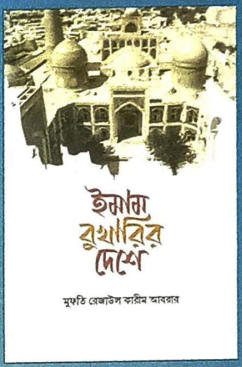
[২৬৮] *সুনানুত তিরমিজি :* ২৯২।

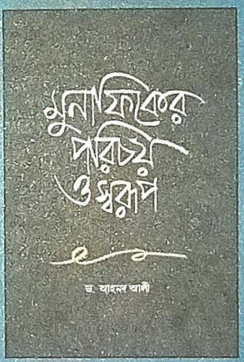
[২৬৯] *সহিহ বুখারি :* ৮২৭।

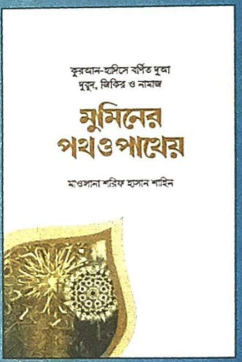

বারো মাসের
ফরজনীয় বর্জনীয়
মুফতি রেজাউল কারীম আবরার

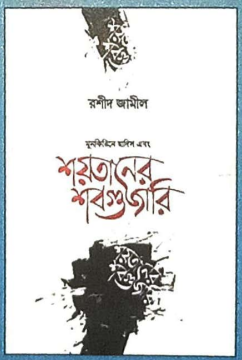

উম্মাহর প্রতি
আহ্বান
ড. শায়খ আলি তানতাবি

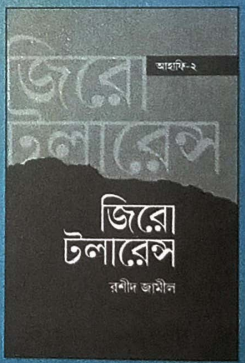

হাদিসের আলোকে
দাজ্জাল
ফিতনা ও পর্যালোচনা
মুফতি রেজাউল কারীম আবরার


ইমাম বুখারির দেশে
মুফতি রেজাউল কারীম আবরার


মুনাফিকের পরিচয় ও স্বরূপ
ড. আহমদ আলী


কুরআন-হাদিসে বর্ণিত দুআ
দুরুদ, জিকির ও নামাজ
মুমিনের পথ ও পাথেয়
মাওলানা শরিফ হাসান শাইন


রশীদ জামীল
শয়তানের শিকারি


আহাদিস-২
জিরো টলারেন্স
রশীদ জামীল

উম্মাহর মধ্যে বর্তমানে আকিদা ও সুন্নাহকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খলা অনেক বেশি। আকিদার নামে সাধারণ মুসলিমদের এমন সূক্ষ্ম আলোচনার দিকে ধাবিত করা হচ্ছে, ক্ষেত্রবিশেষে যেগুলো তাদের জন্য ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আকিদার ক্ষেত্রে ১৪০০ বছরের উম্মাহর মহান ইমামদের আকিদাই হলো প্রকৃত সালাফি আকিদা। কিন্তু আজ 'সালাফি আকিদা' নামে আমাদের এমন আকিদা শেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, সালাফের সঙ্গে যে আকিদার কোনো সম্পর্ক নেই।

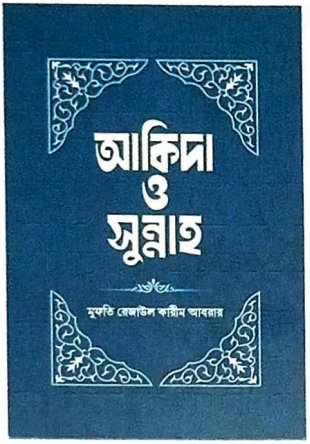
আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে সালাফের স্বীকৃত দুটি আকিদা 'তাফওয়িজ' ও 'তাবিল'। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআন-হাদিসের বর্ণনার পাশাপাশি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে সালাফে সালিহিনের মতামতও।

'তানাউয়ে সুন্নাহ' তথা এক বিষয়ে একাধিক সুন্নাহ ইসলামের একটি স্বীকৃত বিষয়। সালাফ এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নামাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ থেকে একাধিক সুন্নাহ প্রমাণিত। বর্তমানে একটি সুন্নাহকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আরেকটিকে জাল প্রচার করে সাধারণ মানুষকে ফিতনার দিকে ধাবিত করা হচ্ছে।

আকিদা ও সুন্নাহ গ্রন্থটি মূলত লেখকের কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলিত রূপ। এতে আকিদা ও নামাজের ক্ষেত্রে আমাদের সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি নিয়ে দালিলিক আলোচনা করা হয়েছে।

Kalantor Prokashoni

ISBN : 978-984-98964-8-7



Aqida o Sunnah
by **Rezaul Karim Abrar**
Kalantor Prokashoni
Price : ৳২৮০, US $15, UK £10
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.facebook.com/kalantorsyl
www.kalantorprokashoni.com
অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ